শ্রীশ্রী জগদীশ্বরায় নমঃ।

বাগ্দিনীর পালা।

নামক গ্রন্থঃ।

বহুতর কবিদিগের কবিতা হইতে সংগ্রহ করত।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল চন্দ্র কর্ত্তৃক বিরচিত

ও সংশোধিত।

---oo---

কলিকাতা।

চিৎপুর রোড্ বাঙ্কা বটতলা ১১৭. নং ভবনে

শ্রীরসিকলাল চন্দ্র দ্বারা

কোবিতা-কৌমুদী যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৭৮ সাল।

সূচীপত্র।

১ যোগাদ্যার বন্দনা ১
২ গ্রন্থারম্ভ ৫
৩ শিব ভিক্ষায় গমন ৯
৪ কার্ত্তিক গণেশের কোন্দল ১১
৫ ভগবতীর রন্ধন বিবরণ .... ঐ
৬ পিতা পুত্রের ভোজন ১৩
৭ কৈলাসের শোভা ১৫
৮ হর পার্ব্বতীর কোন্দল .... ঐ
৯ চাসের বিবরণ ১৭
১০ হর পার্ব্বতীর বাক্‌ছল ১৯
১১ চাসের উদ্‌যোগে শিবের গমন ২১
১২ চাসের উপক্রম ২৫
১৩ শিবের চাস চসিতে গমন ২৬
১৪ চাসারম্ভ ২৮
১৫ ভীমের ভোজন নির্ণয় ২৯
১৬ নারদের পুনঃ সজ্জা ৩২
১৭ কৈলাশে ভগবতীর নিকট নারদের যাত্রা ৩৩
১৮ ভগবতীর প্রতি মন্ত্রণা দান ৩৪
১৯ ভগবতী কর্ত্তৃক শিবের নিকট উদ্ভানি মশা প্রেরণ ৩৫
২০ মশার উৎপাত ৩৭
২১ জোঁকের উৎপাত ৩৯
২২ বাগ্‌দিনীর পালা ও মৎস্যধরা ৪০
২৩ ভীমের সহিত বাগিদনীর কলহ ৪১
২৪ বাগ্‌দিনীর রূপ বর্ণন ৪৩

২৫ বাগদিনীর পরিচয় রঙ্গ ৪৪
২৬ বাগ্‌দিনী কর্ত্তৃক শিবের ছলনা ৫০
২৭ শিবের কৈলাশ গমন ও ভগবতীর সহিত বিবাদ ৫১
২৮ জাগরণ আরম্ভ ৫৪
২৯ ভগবতীর শঙ্খ পরা ৫৫
৩০ শঙ্খ পরিধানের বৃত্তান্ত ৭০
৩১ গ্রন্থ সমাপ্তঃ ৮৯

৪৬৭

অথ যোগাদ্যার বন্দনা।

পয়ার। বন্দিলাম যোগাদ্যা মাতা ক্ষীর গ্রাম-বাসী। অবনীতে মহা স্থান গুপ্ত বারাণসী॥ বামহস্তে খর্পর দক্ষিণ হস্তে খাণ্ডা। রাবণের ঘরে মাগো ছিলে উগ্রচণ্ডা॥ বড় সেবা রাবণ করিত চিরকাল। তোমা সেবি স্বর্গ মর্ত্য জিনিল পাতাল॥ রাবণ হরিল রামের সীতা হেন নারী। সীতার উদ্দেশে হনু গেল লঙ্কাপুরী॥ লঙ্কা সমর্পণ কৈলা হনুমানের তরে। পাতালে রহিলে মহীরাবণের ঘরে॥ মহীরাবণের পরে বিধি হৈল বাম। পাতালে হরিয়ে লৈল লক্ষ্মণ শ্রীরাম॥ রামের উদ্দেশে তবে গেল হনুমান। মহী মুণ্ড কাটি হনু দিল বলিদান॥ সঙ্গে করি লৈল হনূ দেবী দশভূজা। অবনী মণ্ডলে আসি কৈল তব পূজা॥ ক্ষীরগ্রামে মহামায়া করিয়া স্থাপন। পুনরায় হনুমান করিল গমন॥ নীলাব্জ নয়নী শিবে. জগত জননী আর কত দিনে দয়া করিবে আপনি॥ হরিদত্ত নামে রাজা আছিল শুইয়া। স্বপন দেখান দেবী শিয়রে বসিয়া কত নিদ্রা যাও পুত্র হয়ে অচেতন। কৈলাস ত্যজিয়া আই লাম তোমার কারণ॥ তোমারে প্রসন্ন- আমি দেবী ভদ্র-কালী। মোর পুজা কর রাজা দিয়া নরবলি॥ আস্তে ব্যস্তে মহারাজা তুলিলেন গা। দেখিল শীয়রে বসি জগ-তের মা॥ প্রণাম করিয়া রাজা করিল অঞ্জলী। রাজা

বলে নিত্য কোথা পাব নরবলি॥ নিত্য নিত্য অভয়া গো যদি দেহ প্রাণ। নিজ মুণ্ড কাটি তবে দিব বলিদান॥ ঈষৎ হাসিয়া বলে দেবী ভদ্রকালী। শুন রাজা পূজার নিয়ম কিছু বলি॥ সমস্ত বৈশাখ অন্নে নাহি দিবে কাটি সমস্ত বৈশাখ গ্রামে না খুলিবে মাটি॥ সমস্ত বৈশাখ গ্রামে সল্‌তে না পাকাবে। চক্রধরগণ গ্রামে বসিতে না পাবে॥ পূর্ণ গর্ব্ববতী নারী আছে যাঁর ঘরে। সমস্ত বৈশাখ তারে থোবে অন্যন্তরে॥ উত্তর দুয়ারী ঘরে না করিবে বাস। সন্ধ্যাকালে আরুতি করিবে বারোমাস॥ সমস্ত বৈশাখ গ্রামে না বাহিবে হাল। সংক্রান্তি দিবসে পূজা করিবে চিরকাল॥ রাজারে স্বপন দিয়া গেল দশ-ভুজা। প্রভাতে উঠিয়া রাজা দেবীর কৈল পূজা॥ দেবী পূজা করে রাজা বিবিধ প্রকার। ছাগ মেষ মহীষাদি সঙ্খ্যা নাহি তার॥ পূজা করেন ভদ্রকালী হৈয়া সাবধান। আপনার পুত্র কাটি দিল বলিদান॥ সাত দিন পূজা কৈল দিয়া সাত বালা। অবশেষে ক্ষীরগ্রামে করে দিল পালা॥ গ্রামের সকল পালা নিবড়িয়া গেল। দৈবযোগে পূজারি ব্রাহ্মণের পালা হৈল॥ এক পুত্র বিনে আর দ্বিতীয় যে নাই। কি দিয়ে করিব পূজা অভয়ার ঠাঞি॥ প্রাণ রক্ষা নাহি পাই ক্ষীরগ্রামে রয়ে। ক্ষীরগ্রাম ছাড়ি দ্বিজ যায় পলাইয়ে॥ স্ত্রীপুত্র লইয়া দ্বিজ পলাইয়া যায়। মন্দিরে বসিয়া দেখেন জগতের মায়॥ ব্রাহ্মণীর বেশে পথ আগুলিলেন যাইয়া। এত রাত্রে দ্বিজ কোথা যাও পলাইয়া॥ স্ত্রী পুত্র লইয়া দ্বিজ চলি যাহ কোথা। বুঝি পলাইয়া যাহ খেয়ে মোর মাথা॥ ব্রাহ্মণ বলেন মাগো কৈতে ভয় বাসি। যোগাদ্যা নামেতে রাজা এনেছে রা-ক্ষসী॥ আপনার পুত্র দিয়া দেবী পূজা কৈল। অবশেষে ক্ষীরগ্রামে পালা করি দিল॥ প্রাণ রক্ষা নাহি পাই ক্ষীর

গ্রামে রয়ে। এই হেতু গ্রাম ছাড়ি যাই পলাইয়ে॥ ঈষৎ হাসিয়া বলেন দেবী কাত্যায়নী। যার ভয়ে পলাও দ্বিজ সেই দেবী আমি॥ প্রণাম করিল দ্বিজ দেবী বিদ্যমানে। তুমি কাত্যায়নী আমি জানিব কেমনে॥ আশ্বিনে অম্বিকে মূর্ত্তি দেখিবারে পাই। তবেত প্রত্যয় মোর ফিরে ঘরে যাই॥ ভকত বৎসলা মাতা দেবী কাত্যায়নী। সেই খানে হৈল মাতা মহিষমর্দ্দিনী। বাম দিকে কার্ত্তিক দক্ষিণে গণপতি। দুই ভিতে শোভা করে লক্ষ্মী সরস্বতী॥ সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণ দক্ষিণ চরণ। মহিষাসুর পৃষ্ঠে বাম পদ আরোহণ॥ বামহস্তে মহিষাসুরের ধরিলেন চুল। সব্যকরে মহিষাসুরের বুকে মারে শূল। প্রণাম করেন দ্বিজ দেবী বিদ্যমান। স্বহস্তে আমার মুণ্ড কর বলি দান॥ ঈষৎ হাসিয়া দেবী বলেন বচন। কে তোমায় খাইতে পারে ব্রাহ্মণ নন্দন॥ দেশ দেশান্তরের নর আপনি আসিবে। বৎসর অন্তর তারে বলিদান দিবে॥ আজি হৈতে আর মোরে না করিহ ভয়। স্ত্রী পুত্র লইয়া দ্বিজ যাহ নিজালয়॥ এত বলি মহামায়া বসিল মন্দিরে। স্ত্রী পুত্র লইয়া দ্বিজ চলিলেন ঘরে॥ এক দিন মহামায়া বট বৃক্ষ তটে। বসিয়াছে স্নান হেতু ধামাসের ঘাটে॥ অঙ্গ মার্জ্জনা করেন দেবী মাহেশ্বনী। হেনকালে শঙ্খ লয়ে আইল শাঁখারি॥ ডাকিয়া কহেন মাতা শাঁখারির তরে। কিসের পসরা তোমার মস্তক উপরে॥ শাঁখারি কহেন মাতা কি সুধাও মোরে। ক্ষীরগ্রামে যাই আমি শঙ্খ বেচিবারে॥ শঙ্খ নামে ভবানীর ভুলে গেল মন। উলাও পসরা শঙ্খ দেখিব কেমন॥ এত শুনি গেল বেনে বট বৃক্ষ তটে। শঙ্খ উলাইয়া দিল দেবীর নিকটে॥ শঙ্খ দেখি আনন্দিত মহামায়া হৈল। শ্রীরাম নামেতে শঙ্খ দুটী বাই পাইল॥ দেবী বলেন দুটি বাই শঙ্খ লব আমি।

শঙ্খের উচিত মূল্য কি লইবে তুমি॥ শঙ্খের উচিত মূল্য পাঁচ তঙ্কা লও। দুটি বাই শঙ্খ মোরে পরাইয়া দেও শাঁখারি বলেন মাতা তুমি আছ একা। কেমনে পরাব শঙ্খ মনে পাই শঙ্কা॥ কাহার জননী তুমি কাহার নন্দিনী। শঙ্খ পরাইব কেবা দিবে টাকা আনি॥ এতেক বচন যদি বলিল শাখারি। আপনার পরিচয় দেম মহেশ্বরী॥ শুনহ শাখারি তোমায় পরিচয় দি। পূজারি ব্রাহ্মণ জিনি তাঁর আমি ঝি॥ শঙ্খ দুটি বাই মোরে দেহ পরাইয়ে। পিতার নিকটে তুমি টাকা লও গিয়ে॥ গম্ভীরেতে কোলাঙ্গায় পাঁচ তঙ্কা আছে। টাকা লও প্রসাদ পাও যাও পিতার কাছে॥ ভবানীর মায়া বেনে নারিল বুঝিতে। হাতে তৈল দিয়ে শঙ্খ লাগিল পরাতে॥ হাতে ধরি শাখারি শঙ্করী পানে চায়। হাতে পদ্ম পায় পদ্ম পদ্ম গন্ধ গায়॥ কাতর হইয়া বলে দেবী বিদ্যমানে। মনুষ্য বলিয়া তোমায় মন নাহি মানে॥ কান্দিয়ে শাঁখারি মাকে যোড় হস্তে কয়। কপট ত্যজিয়া মাতা দেহ পরিচয় এতেক বচন যদি বলিল শাঁখারি। আপনার পরিচয় দেন মহেশ্বরী॥ বিপ্র বংশে জন্ম মোর নাম ভগবতী। দুটি পুত্র আমার কার্ত্তিক গণপতি॥ দুটি পুত্র লয়ে আমি থাকি বাপ ঘরে। দরিদ্র স্বামী যে মোর অন্ন দিতে নারে॥ সিদ্ধি খেয়ে পাগল হয়ে ফিরে অবিরত। সর্পগুলা গায়ে-বস্ত্র বাদিয়ার মত॥ স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়ে শ্মশানেতে অভিলাষ। সব ছাড়ি কৈল তেঁই বারাণসী বাস॥ ভবানীর মায়া বেনে নারিল বুঝিতে। হাতে তৈল দিয়ে শঙ্খ লাগিল পরাতে॥ ব্রহ্মা আদি যেই পদ ধ্যানে নাহি পায়। হাতে ধরি শঙ্খ বেনে পরাইল তায়॥ শঙ্খ পরিয়ে দেবী বলেন বেনেরে। টাকা গিয়ে লও তুমি পিতার গোচরে॥ মাথায় পসরা বেনে করিল গমন। রন্ধন শালেতে গিয়ে

দিল দরশন ॥ কি করহ দ্বিজবর রন্ধনে বসিয়ে। তোমার কন্যাকে এলেম শঙ্খ পরাইয়ে ॥ বিস্ময় হইল দ্বিজ বেনের কথা শুনি। এক পুত্র বিনে আর কন্যা নাহি জানি ॥ শাঁখারি বলেন দ্বিজ না ভাণ্ডাহ মোরে। পাঁচতঙ্কা আছে দেহ গম্ভির ভিতরে ॥ এতেক শুনিয়া দ্বিজ মনে পায় শঙ্কা। গম্ভিরের কোলঙ্গায় আছে পাচতঙ্কা ॥ টাকা পায়ে দ্বিজবর হরষিত হয়ে। টাকা দিয়ে বেনের পায়ে পড়ে আছাড়িয়ে তোমার পুণ্যের কথা কি করিব লেখা। যোগের যোগাদ্যা মাকে পরাইলে শাখা ॥ এত কাল সেবা করে না পাই দেখিতে। কোন পুণ্যে শঙ্খ মায়ের পরাইলে হাতে ॥ মাথার পসরা বেনে ফেলে আছাড়িয়ে। ধামাসে চলিল বেনে মা মা বলিয়ে ॥ ব্রাহ্মণ বণিক গেল বট বৃক্ষ তটে। দেখিতে না পায় আর ধামাসের ঘাটে ॥ অশেষ বিশেষ দ্বিজ করিল স্তবন। কৃপাকরি মহেশ্বরী দেহ দরশন ॥ দ্বিজের স্তবেতে দেবী হরিষ হইল। জলে হইতে দুটি বাই শঙ্খ দেখাইল ॥ বেনে বলে ভারতেতে যত কাল জীব। বৎসর বৎসর মাকে শঙ্খ পরাইব ॥ কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ। যোগাদ্যা বন্দনা সাঙ্গ শুন সাধু জন ॥

অথ গ্রন্থারম্ভঃ।

বিশ্বনাথ বসন্তের নব আগমনে। যথোচিত প্রফুল্লিত হইলেন মনে ॥ কৈলাশ বিলাস আর মনোমধ্যে তার। কোন মতে নাহি হয় সুখের সঞ্চার ॥ বিষম ব্যাকুল চিত্ত স্থির নাহি মানে। অধিক চঞ্চল হন দিবা অবসানে ॥ মদনে মোহিত ভোলা সিদ্ধি গোলা লয়ে। পান করে নাচিতে লাগিলা মত্ত হয়ে ॥ ঢুলু২ আঁখি কানে ধুতুরার ফুল। সিদ্ধি খেয়ে ভোলার হইল বুদ্ধিভুল ॥ বাঘে গাল বাঘছাল

খসে খসে পড়ে। সর্পগণ ভিত মন পদতলে ধরে॥ ভূত গণ অগণন বাজাইছে গাল। সঙ্গে সঙ্গি নন্দি ভৃঙ্গি ধরিতেছে তাল॥ হেনমতে রঙ্গ ভঙ্গ করি চন্দ্রচুড়। পরিশেষে হেসে হেসে কহিতেছে বুড়॥ ওরে নন্দি সিদ্ধির ঘোটনা কুড়া আন। নূতন বিশাই যাহা করেছে নির্ম্মাণ॥ ভাল করে সিদ্ধি আজি করিব ঘোটন। দিয়া তাহে দুগ্ধ চিনী মনের মতন॥ পাইয়া হরের আজ্ঞা নন্দি দ্রুতগতি। আনিল ঘোটনা কুড়া যথা পশুপতি॥ বাছিয়া২ আনে সিদ্ধি শত মোন। প্রস্তুত করিল আর যত আয়োজন॥ কুড়া পোর সিদ্ধি লয়ে ঘোটা কাটি ধরি। আপনি ঘোটেন সিদ্ধি সিদ্ধেশ্বরি স্মরি॥ ঘর্ঘর ঘুরান হর ঘোটনার কাটি। ঘন২ ঘোটনে কাটিয়া উঠে মাটি॥ ঝর ঝর ঝরে ঘাম শ্রমেতে প্রচুর। ঘোটনার কাটি তার হয়ে গেল চুর॥ সম্মুখেতে সদাশিব শিবারে হেরিয়া। নানা রঙ্গে কহিছেন হাসিয়া২ ঘন ঘন ঘোটনে ঘোটনা গেল ফেটে। দুর্গতি হারিণী দুর্গা দাও সিদ্ধি বেটে॥ সিদ্ধি বিনে বুদ্ধি গেছে হয়ে আছি ভেকো। শরীরে নাহিক বল মুখে উঠে ফেকো॥ দোহাই না মানে হাই উঠিতেছে সদা। এ সময় রাখ প্রাণ প্রাণের প্রমোদা॥ সদানন্দ নিরানন্দ দেখ সিদ্ধি বিনে। সদয় হইয় সিদ্ধি বেটে দেহ দিনে॥ মাথার উপরেতে উঠেছে দিবাকর অতিত হয়েছে বেলা দ্বিতীয় প্রহর॥ ভূতগণ ক্ষুব্ধ মন নাহি পায় খেতে। ভেঙ্গেছে ঘোটনা কাটিকপাল দোষেতে ভাল করে সিদ্ধি বেটে দেহ একবার। খাউক সকলে পেটে ধরে যত যার॥ শুনিয়া হরের কথা হৈমবতী কয়। কোথা গেলি বিজয়ালো পদ্মা এ সময়॥ দেখ২ দেখ সই বুড়াটির রঙ্গ। কথা শুনে মনানলে জলে যায় অঙ্গ॥ ভাং খেয়ে ভোর হয়ে প্রকাশিছে ঠাট। কুচনী পাড়ায় গিয়া শিখে এসে নাট॥ শুনলো বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল। আমি যদি

কই তবে হবে গণ্ডগোল ॥ হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডি। চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী ॥ গুণের না দেখি সিমা রূপে তত্তোধিক। বয়েসে না দেখি গাছ পাথর বল্যিক ॥ সম্পদের সিমানাই বুড়াগরু পুঁজি। রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি ॥ কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া। সিদ্ধি বাটিবারে কন কিসের লাগিয়া ॥ এক বাই শঙ্খ দিতে সাধ্য নাহি যারে! কথায় আমার সনে কি কাজ তাহার ॥ শুনিয়া শিবার বাণী শূলপাণি কয়। অপ্রিয় হইলে প্রিয়ে শোকে তনুদয় ॥ সকলের ভাগ্যে কি সমান হইলে প্রিয়ে শোকে তনুদয় ॥ সকলের ভাগ্যে কি সমান হয় ধন। সকলেতে কোথা পাবে সম অভরণ ॥ শঙ্খ হেতু শঙ্করী মুখেতে এসে যাহা ॥ বলিবার নয় যাহা বলিতেছ তাহা ॥ অভিমানে অঙ্গ দহে খেদে ফাটে প্রাণ। সতী হয়ে পতির কে করে অপমান ॥ নির্দ্ধনী দেখিয়া মোরে কটুকও রোষে। ভাবনাক দুঃখ পাও নিজ কর্ম্ম দোষে ॥ পুরুষের ভাগ্যে পুত্র নারী ভাগ্যে ধন। হয়েছে আমার ভাগ্যে যুগল নন্দন। সোণার কৈলাসে লেগে তোমার বাতাস! উড়ে পুড়ে গেছে মরে আছে কীর্ত্তিবাস ॥ ভার্য্যা হলে গুণবতী সুখের সংসার। নানারত্নে পরিপুর্ণ থাকে কোষাগার নিত্য নিত্য নবং সুখের উদয়। কত মত মহৎসব নিত্য নিত্য হয়। চঞ্চলা হইলে ভার্য্যা সোণার সংসার। পুড়ে যায় একেবারে হইয়া আঙ্গার ॥ কমলা ছাড়য়ে বাস দারিদ্রতা ঘটে। অকলঙ্ক কুলেতে কলঙ্ক সদা রটে ॥ ঘরে পরে সবে তারে করে অপমান। গঞ্জনা গরলে করে জরং প্রাণ আমার কপালে বিধিঘটায়েছে তাই। ভিক্ষান্ন ভরসামাত্র আর কিছু নাই ॥ কেমন গ্রহ বিগুণ বিধি বাম মোরে! না হলো সুখের লেশ এত দুঃখ করে ॥ তুমি তাহে প্রতিকুল সানুকুল নও। আমার দুঃখের দুঃখি কবে হয়ে রও ॥ তুচ্ছ কথা হলে পরে উচ্চে কর তুল। পাড়ায় বেড়াও বলে

ভাতার বাতুল ॥ সুপ্রতুল হবে কিসে বল দেখি তাই। বিস্নে বেলাবধি এসে ঘরে মন নাই। ধন্না দিয়া ঘর কন্না করাইব কতো ॥ ভুলি নাই আছে মনে দুঃখ দেছ যত ॥ পোড়াপ্রাণ কোন রূপে তেজিবারে নারি।তা নহিলে এত করে কারে বলে নারি ॥ মরমেতে মরে রই সরমের দায়। কারে কই যত সই হায়২ হায় ॥ মরণ স্মরণে জ্বালি কপালে আগুণ। তাহাতেও মৃত্যু নাই বিধাতা বিগুণ ॥ বাক্জালে প্রাণ জ্বলে মনে করে বিষ ॥ কতবার কত ঠাই খাইয়াছি বিষ। মরি নাই মুখে ছাই বিষ খেয়ে খেয়ে। না জানি না লয় মৃত্যু কার মুখ চেয়ে ॥পড়িয়া বিধির বাদে বিষাদেতে মরি। নতুবা তোমার লয়ে পোড়াঘর করি ॥ একে বৃদ্ধ একা তাহে করি উপার্জ্জন।দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি করিয়া ভ্রমণ ॥ উপযুক্ত ছেলে দুটি উপার্জ্জনে নাই। আহারের কালে দেখি বসেছে সবাই।

ভবানীর সঙ্গে ভব বিবাদ ভুঞ্জিয়া। ভিক্ষা হেতু বৃষকেতু চলিল সাজিয়া ॥ মন্মথ মন্থন বেশ ধরিয়া মহেশ। কোঁচের নগরে গিয়া করিলা প্রবেশ ॥ বৃষাসনে ঈশান বিষাণে দিলা ফুঁক। আনন্দে গোবিন্দ গুণ গান পঞ্চমুখ। ডিণ্ডিম ডমুরু বাজে কাড়ে লয় প্রাণ। মোহে মহী মদন মদন মহেশান।।সুরসাল নাচে ভাল বাজে ভাল মধু।শিঙ্গা ডাকে ভ্রত আয়২কোঁচ বধু।।আকর্ষণহেতুমন করি হরিধ্যান জপে মন্ত্র যুবতী জীবনে পড়ে টান ॥ বিকল হইয়া ছুটে সকল কোঁচনী। শিব আল শিব আল বলে বড় ধ্বনি ধাইল কোঁচনী শুনি বিষাণ ঘোষণা ॥ মুকুন্দ মুরলী হৈলে যেন গোপাঙ্গনা ॥ কেহ কারে নহে টুটা সবে রূপ রাশি। ইন্দুমুখে বিন্দু ঘর্ম্ম মন্দ মন্দ হাসি ॥ খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জন সহিত। কটাক্ষে কন্দর্প কত কোটি সে মূর্চ্ছিত ॥

বল্লকী বিশেষে ভাষা নাসা তিল ফুল। কুচ কুন্দ কদম্ব কোরক সমতুল॥ দন্তাবলি কুন্দকলি পক্ক বিম্বাধর। ডম্বুরু নিন্দিয়া মাঝা নিতম্ব ডাগর॥ উন্নত যৌবন যুব জীবনের চোর। অঙ্গ ভঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গ ঘন ঘোর॥ যার দেহ দীপ্তি দেখে উত্তাপ রবির। অদ্যাবধি তরাসে বিদ্যুৎ নহে স্থির॥ মুখ বিধু দেখে বিধি বিধু করে ক্ষয়। পুনঃ পুনঃ গঠে তবু তুল্য নাহি হয়॥ এমনি যুবতিগণ পায়ে চন্দ্রচুড়। বেড়িয়া বিহার করে পরম নিগূঢ়॥ কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বায় যন্ত্র। কেহ করতালি দেয় সবে এক তন্ত্র॥ কোঁচনী সকল হৈল কুসুম উদ্যান। শঙ্কর ভ্রমর তায় করে মধুপান॥ নিত্য নিত্য এই কীর্ত্তি করে কৃত্তি-বাস। দিন শেষে বৃদ্ধ বেশে ভিক্ষা অভিলাষ॥ বন্ধু সিন্ধু সুতাপতি ভৃত্য সুরনাথ। অষ্ট সিদ্ধি করে আছে ঘরে নাই ভাত॥ ভণে দ্বিজ রামেশ্বর শুনে সাধু জীব। হিরণ্য গর্ব্ভের ভাই ভিক্ মাগে শিব॥

শিব ভিক্ষায় গমন।

পয়ার। ভ্রূকুটি করিয়া ভাল ভাল ভূমিতলে। ভরমে ভবনে ভব ভিক্ষা মাগে বুলে॥ ভুজঙ্গ ভূষণ করে কুরঙ্গের ছাল। শিশু শশধর ভালে গলে হাড় মাল। জ্বলজ্যোতি জরা যোগী জটা জুট ধারী। বসন বর্জ্জিত বপু বৃষভ বিহারী॥ ফলে ফুলে কর্ণ মূলে ধুতুরার ডাল। বিজয়া বিনোদ ভঙ্গি বাড়ায়েছে ভাল॥ ঢুলু ঢুলু ত্রিভাগ মুদিত তিন আঁখি। মূর্ত্তিটি মনের মত অবিরত ডাকি॥ পার্ব্বতীর প্রাণ নাথ পরমের পর। ভারতে ভিক্ষুক হৈল নিস্তারিতে নর॥ বদনে বাদন ঘন বিশাল নিশান। গায়েন গোবিন্দ গুণ ডম্বুরুতে তান॥ কমলজ

কপাল করিয়া করতলে। ভবন্তি ভবনে ভিক্ষা দেহি দেহি বলে॥ শুনিয়া শিবের শব্দ সীমন্তিনী গণ। দেখা করে দিগম্বরে দিয়া নানাধন॥ কেহ দেয় কড়ি বড়ি কেহ চাঁলু ডালি। কেহ আমন্ত্রণ করে আইস আইস কালি॥ চন্দ্রচুড় চলে অঙ্গীকার করে তাকে। রহ২ করে কেহ ক্রিয়া দিয়া ডাকে॥ বৃষে চড়ি যায় বুড়া মানে নাহি ক্রিয়া। গোড়াইল হরে কেহ ঘরে গেল দিয়া॥ তরুণ তরুণী বৃন্দ বেষ্টিত বালক। নাচে গায় ঘরে ফিরে জগত পালক॥ হরে হরি হুলাহুলি করে মহাসুখে। হরষিতে হরিধ্বনি সবাকার মুখে করতালি করে সব কৈলাশে যাবার। এক ভিক্ষা আনে, কেহ দেয় তিনবার॥ বাটী২ ঘটি ঘটি মুটি২ তুলি। গুলি২ দিতে২ আলো পুরে ঝুলি॥ তখন গোবিন্দ গায় গোয়ালার ঘরে। গব্য নিল গৌরী গুহ গণেশের তরে॥ চাসা দিল সসা ফুটি আকু শাক কলা। কচু কচি কাচকলা কুমুড়া করলা॥ মোদকের মন্দিরে মহেশ তুলে তোলা। লাড়ু মুড়ি মুড়কি মোলাম তিলা ছোলা॥ থালি পুরী তেলি ঘরে তৈল লয়ে পরে। বণিকের বাড়ি গেলা বিজয়ার তরে বিরহিণী বেণেনী বসিয়াছিল একা। বৃদ্ধের বনিতা তার বুদ্ধির কি লেখা॥ হরে বলে হেঁট হয়ে করে সম্বিধান। বুড়ার বিক্রম কিসে বাঁড়ে যোগী জান॥ শূলপাণি বলে জানি বলে দিব তোকে। ভাল হবে ভাল করে ভাঙ্গ দেহ মোকে। ত্রিপুরার তরে দে সিন্দুর তোলা তিন। হরিদ্রা আবাটা দিব না হয় মলিন॥ দারুচিনি চন্দনি চন্দন চই চুয়া। মরিচ আকিঙ্গ হিঙ্গ হরীতকী গুয়া॥ ব্যস্ত হয়ে বেণেনী সমস্ত দিল বাধে। পথে আসে পড়িল প্রভুর পায় কাদে॥ শূলপাণি বলে ধনী শুন বিবরণ। বলিতে যে স্তম্ভন ঔষধ বিলক্ষণ॥ প্রচুর ধুস্তুর বীজ বিজয়ার সাথে। ঘুটিয়া ছাকিবে দুগ্ধ গুড় দিবে তাতে॥ দগ্ধ করে দুটা

আয় দিবি ঘর গিরা। খাওালে খঞ্জন হব আপনার কিরা বেণেনী বলিল আজি বলে যাও বাড়ী। কায নাই হৈলে কালি লব কড়ি কাড়ি॥ বৃষভে চড়িয়া হর ভাল ভাল বলি। দ্বিজ রামেশ্বরে বলে ঘরে গেল চলি॥

কার্ত্তিক গণেশের কোন্দল।

বাজালে বিষাণ বুড়া বাটীর সম্মুখে। শুনি গৃহে গৌরী গুহ আর গজমুখে॥ বালকে বারণ করে বিশাল লোচনী কর নাই কোন্দল কোপ কররে অমনি॥ অদ্য বাছা ভব্য হও সব্য চক্ষু নাচে। বাপ আলে বাটে দিব বসে থাক কাছে॥ ক্ষুধিত তনয় সে বিনয় নাহি মানে। ধায়ে গিয়ে পথে তাতে বেড়িল ঈশানে॥ হরমুখ হেরি হাসে নাচে এক পায়। শূলী দিল ঝুলি দোঁহে লুঠ করি খায়॥ আঠু পাড়ি কাড়াকাড়ি করে দুই ভাই। হুড়াহুড়ি হতে হতে খায় সব তাই॥ দুটি হাতে ঘটি ধরে ছটি মুখে খায়। শুণ্ডে তার তুণ্ড আচ্ছাদিল গণরায়॥ চারি হাতে ধরে মুঠা গিলে গজমুখে। কার্ত্তিক কান্দেন করাঘাত করি বুকে॥ দুর্গা দেখে বলে ডাকে শুন গজানন। কার্ত্তিকের করে কিছু দেহ বাছাধন॥ মায়ের বিনয় শুনে বিনায়ক শূর। কিছু দিল কার্ত্তিকে কোন্দল হৈল দূর॥ আলু থালু থলি চালু চন্দ্রচুড় হাসে। শৈল সুতা আসে সব সম্বরিল বাসে॥ আশ্রমে চলিলা চণ্ডী পতি পুত্র লয়ে। রামেশ্বর রচে হর পদার্পিত হয়ে॥

ভগবতীর রন্ধন বিবরণ।

প্রেমময়ী পার্ব্বতী পাইয়া প্রাণনাথে। পাখালিয়া পদ পদোদক নিলা মাথে॥ বৃষধ্বজে বসাইয়া বিচিত্র

আসনে। বাসুলি বাতাস করে বিনোদ ব্যজনে ॥ শিব বলে শুন শিবে সেবা কর পরে। ফাক্কা উড়ে ভাঙ্গ বিনে ভেকো যার তরে ॥ ঘরে ছিল ঘোটনা ঘষণে গেল ফাটে। দিনু দুই দানব দলনী দেও বাটে ॥ পার্ব্বতী বলেন প্রভু পারি নাহি যাও। পোড়াভাগ্যে গুড়া সিদ্ধি ফাকি করে খাও ॥ গিরিশ বলেন গৌরী গুড়া সিদ্ধি আছে। গুড়া খেলে বুড়া লোক পড়ে থাকি পাছে ॥ এই পাকে বলি মোকে বেটে দিলে ভাল। ভক্তাধীনা ভগবতী ভক্ত বাক্য পাল ॥ যে নারীর বশীভূত হয়ে থাকে ভর্ত্তা। মুখসাট মারে মাগ মানি তার কর্ত্তা ॥ আঁচ করে পাচ কথা কটু যদি কয়। ভাং খেলে ভেকো হলে ভাল মন্দ সয় ॥ হর বাক্যে হৈমবতী হাসে খল খল। কল্যাণী কলস হতে গড়াইল জল ॥ গাজা ঝাড়া তাজা সিদ্ধি ভিজাইয়া তাকে মহিষ মর্দ্দিনী মধ্যে দিল মুক্তি টাকে ॥ হিঙ্গুর সমীপে চণ্ডা দিল হাণ্ডা ভরে। ছাকে তাকে শিব বাপে পোয়ে বস্ত্র ধরে ॥ বিজয়া কল্পোক্ত সংস্কার করে তাকে। দিল অগ্রভাগ আগে দিতে হয় যাকে ॥ পিতা পুত্রে পশ্চাৎ পাইল পূর্ণ করে। নকুল তণ্ডুল ভাজা শেষে নিল করে ॥ মূর্ত্তিটাক বইবাক বলে ডাক দিয়া। চাক কল্য ভাগ চণ্ডি পাক কর গিয়া ॥ শৈলসুতা সতী শুনি শঙ্করের ডাক। চটপট চামুণ্ডা চড়ায়ে দিল পাক ॥ শঙ্করীর হুঙ্কারে কিঙ্করী করে ত্রস্ত। পাকাদি পর্য্যন্ত পুর প্রস্তুত সমস্ত ॥ পায়স করিয়া আদি সূপ করি অন্ত। রাজ রাজেশ্বরী রামা রাধিল যাবন্ত ॥ চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় তিক্ত কষায়ণ। অম্ল মধু চতুর্ব্বিধ ব্যঞ্জনের গণ ॥ অন্নপূর্ণা পূর্ণিত করিলা মূর্ত্তিটাকে। রন্ধন প্রস্তুত হৈল পদ্মাবতী ডাকে ॥ পদ ধুয়ে পাদুকায় পত্র পুরঃসর। ভোজনার্থে ভোলানাথ হইল তৎপর ॥

পিতা পুত্রের ভোজন।

যোগ করে দুটি পুত্র লয়ে তার পর। পণ্ডিত পুরট পীঠে বসে পুরহর ॥ তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী। দুটি সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চ মুখ পতি ॥ তিন জনে একুনে বদন হলো বার। গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার ॥ তিনজনে বারমুখে পাঁচহাতে খায়। এই দিতে এই নাই হাঁড়িপানে চায় ॥ হেরিয়া ভবের ভাব বসে এক পাশে বদনে বসন দিয়া পদ্মাবতী হাসে। সুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায়ে হস্ত দিয়া শাকে। অন্নপূর্ণা অন্ন আন ঊর্দ্ধ মুখে ডাকে ॥ অন্ন আন ডাকে মাতা গুহ গণপতি। ধৈর্য্য হয়ে খাও বাছা বলে হৈমবতী ॥ মুষিকী মায়ের বাক্যে মৌন হয়ে রয়। শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয় ॥ রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসী উদরে। যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব পরে ॥ হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে। পেয়ে শুপ শুখে পান করে চারি করে ॥ লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্র দুহিতা। সুপ হল সাঙ্গ আন আর আছে কি তা ॥ দড় বড় দেবী আনে দিল ভাজা দশ। খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশঃ ॥ সিদ্ধি দিল কমল ধুতুরা ফল ভাজা। মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা ॥ উলূণ চর্ব্বণে ক্রমে ফুরাল ব্যঞ্জন। একে কালে শূন্য থালে ডাকে তিন জন ॥ চট পট পিশিত মিশ্রিত মুষে করে। বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়ে পরে ॥ চঞ্চল গমনে বাজে চরণে নূপুর। রণ রণ কিঙ্কিণী শুনিতে সুমধুর ॥ দিতে নিতে গতাযাতে নাহি অবসর। শ্রমে হল সজল কমল কলেবর ॥ ইন্দুমুখে মন্দ মন্দ ঘর্ম্ম বিন্দু সাজে। মৌক্তিকের শ্রেণী যেন বিদ্যুতের মাঝে ॥ খর বাতে সুপতে নর্ত্তকী ফিরে যেন। সুরস পায়স দিল পিষ্টকেতে হেন ॥ হরবধূ অম্লমধু

দিতে আর বার। খসিল কাঁচলি হল পয়োধর ভার॥ নাটা পাটা হাতে বাটা আলুইল কেশ। গব্য বিতরণে কন দ্রব্য হল শেষ॥ ভোক্তার শরীরে মূর্ত্তি ফিরে ভগবতী। ক্ষুধা রূপা ক্ষুধা হরি করিলেন গতি॥ উদর হইল পূর্ণ উঠিল উদ্গার। অবশেষ গণ্ডুষ করিতে নারে আর॥ হাস্ত করে হৈমবতী দিতে আনে ভাত। শার্দ্দূল ঝম্পনে সবে আগলিল পাত॥ যশস্বিনী যোত্র জানি যাচে বার-স্বার। ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী খাব নাহি আর॥ ফিরে অন্ন রাখে উমা দেখে গিরিবাসী। সবে এত খাইল তবু আছে অন্ন রাশি॥ প্রেয়সীকে প্রশংসিয়া বলে ভূতনাথ। সত্য সতী পুণ্যবতী ধন্য দুটি হাত॥ অল্প রান্ধে এত অন্ন কোথা হৈতে আন। কেমন হস্তের গুণ কিবা মন্ত্র জান॥ ধন্য২ উমা ওগো ধন্য২ উমা। মিছা মরি ভিক্ষা মাগে না বুঝিয়া তোমা॥ ভবানী ভোজন কর ডাক দাস দাসী। উঠ গুহ গজানন আঁচাইয়া আসি॥ আচমন মুখ শুদ্ধি সারে সুতমনে সন্তোষে বসিল শিব শার্দ্দূল আসনে॥ তথা অন্ন দেন দেবী দাস দাসীগণে। নিয়মিত পাত্র যার যোত্র যেই জনে নন্দি আসে বসে গেল শঙ্করের থালে। সমগ্র সামগ্রী দেবী দিলা এক কালে॥ সব যড় করে নন্দি গ্রাস করে হাতে। হর্ষেতে নির্ভয় চিত্তে ভাবে ভূতনাথে॥ ডাক দিয়া কয় জয় জয় বিশ্বনাথ। মুখে ফেলে প্রসাদ মস্তকে পুঁছে হাত॥ সহচরী সঙ্গে করি পদ পসারিয়া। গ্রাস গঠে গিরিসুতা শিবেরে স্মরিয়া॥ মধ্যখানে মহামায়া সখী সব্য পাশে। অন্ন মুখে উপকথা আরম্ভিয়া হাসে॥ এই রূপে খেতে খেতে ক্ষুধা হৈল শেষ। পূর্ণ হৈল ভোজন ভাজনে নাহি লেশ॥ আঁচমন মুখ শুদ্ধি সারে সখী সাথে। বসিলেন ভগবতী পান দিয়া নাথে॥

কৈলাশের শোভা।

সুখান্বিতা হয়ে শিবা সঙ্গে সহচরী। আলো করি কৈলাশ বসিলা মহেশ্বরী॥ নানা রত্নে বিভূষিত পুরী পরিসর। কলস্বরে স্তব করে সকল নির্জ্জর॥ ব্রহ্মঋষি. বদনেতে বেদধ্বনি হয়। পারিজাত গন্ধে মন্দ মন্দ বায় বয়॥ ছয় ঋতু মূর্ত্তিমান মহেশের কাছে। বার মাস ফল ফুল সমতুল আছে॥ স্থির ছায়া বৃক্ষে নানা পক্ষ করে লক্ষ। বারে বারে শব্দ করে হরি হরে পক্ষ॥ কেহ ডাকে শিব শিব কেহ ডাকে শিবা। হরগৌরী করি কেহ ডাকে রাত্রি দিবা॥ অভিরাম রাম২ রাম রাম বলি। মধুপানে মত্ত হয়ে তত্ত্ব গান অলি॥ আকাশে গঙ্গার ঢেউ ঠেকা ঠেকি হয়ে। জয় জয় শঙ্কর শঙ্কর উঠে কয়ে॥ সুপক্ষ বিবিধ বাদ্য বাজায় রসাল॥ বেণু বীণা মৃদঙ্গ মন্দিরা কর তাল॥ নৃত্য করে বিদ্যাধরে অপ্সরা অপ্সরী। গায়েন গন্ধর্ব্বগণ কিন্নর কিন্নরী॥ চারিবেদ চারি বর্গ হয়ে মূর্ত্তি মান। যোড়হাতে সম্মুখে শিবের করে গান॥ নৃত্যগীত রস রঙ্গ চতুর্দ্দিগ ময়। হৈমবতী হরে তথা হরি কথা কয় এইরূপে কৈলাসে নিবাসে বিশ্বনাথ। সুরপতি ভৃত্য নিত্য ঘরে নাই ভাত॥

হর পার্ব্বতীর কোন্দল।

আত্মারাম স্বয়ং রাম রসে হয়ে ভোর। ভোলা ভুলে গেল ভিক্ষা ভাবে নাহি ওর॥ অন্ন নাই আলয়ে অন্নদা বাণী বাণ। চমৎকার চন্দ্র চুড় চণ্ডী পানে চান॥ কিঞ্চিৎ করিয়া ক্রোধ কহিলেন ভব। কালিকার কিছু নাহি উড়াইলে সব॥ বাড়া ব্যয় কর বুড়া বসে পাছে রয়। বৃদ্ধকালে ঘুরাইয়া বধিবে নিশ্চয়॥ দুঃখির দুহিতা নহ নহ দোষ যুতা। ভিক্ষুকের ভার্য্যা হৈলে ভূপতির সুতা দেবী বলে দেব দেব দোষ কেন কও। দিয়া ছিলে যত দ্রব্য

লেখাকরে লও ॥ বিশ্বনাথ বলে এই বয়েসে আমার। বসুমতী পাতাল গিয়াছে কত বার ॥ লেখা জোখা জানি নাহি রাম রস পেয়ে। হয়েছি অজরা মরা হরি গুণ গেয়ে মিছা লেখা জোখা একা মনে মনে কর। ঠেকিছি তোমার ঠাঁই ঠেঙ্গা কেন ধর ॥ ভবানীর ভ্রূভঙ্গে ভুবন ভুলে যায়। ভোলানাথে ভুলাইবে কত বড় দায় ॥ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী খাব নাহি ভাত। যাব নাহি ভিক্ষায় যা করে জগন্নাথ পার্ব্বতী বলেন প্রভু তুমি কেন খাবে। রন্ধন করিলে ভাগ করিবারে যাবে ॥ এখন বাপের কাছে বসে আছে পুত্র। ক্ষুধা পালে ক্ষেমঙ্করী কাছে হবে সূত্র ॥ বাপের বিভব নাহি কি করিবে মায়। স্বামীর সম্পদ বিনা শিশু পোষা দায় ॥ বিভুক্ষিত বালক বচনে বোধ হয়। দুগ্ধপোষ্য ক্ষুব্ধ নাকি চুম্ব দিলে রয় ॥ অতিথি অবনি পতি অবলা অবোধ। বিশেষতঃ বালক না পালে করে ক্রোধ দরিদ্রের দেহেতে দমন নাহি মানে। গল গ্রহ গৌরীকে গোবিন্দ দিলে আনে ॥ পুত্র হৈতে পিতার প্রতাপ অতি শয়। উদর পুরিয়া অন্ন না হইলে নয় ॥ নিত্য রান্ধি অদ্যাবধি অন্ত নাহি পাই ॥ বাপে পুতে খাতে দিতে কাকে কত চাই ॥ দাসদাসি দুটি কেহ ত্রুটি নয় খেতে ঠাকুরের উপায়ে সে ঠাঁই নাহি তাতে ॥ ডাকিনী ডিম্বের ঘরে ডুবাইলা দেশ। ধারদিতে আর কেহ নাহি অবশেষ বাঁধা দিতে বাকি নাকি দিতে নাহি দাতা। জঠর অনলে জ্বলে জগতের মাতা ॥ স্বামীর সম্পদ সব সেবকের ঠাঁই বিষয়ে বিস্মৃত হয়ে তত্ত্ব করে নাই ॥ বড় বলে বিশ্বনাথে বেটি দিল বাপ। খুঁটে খেতে দুটা নাহি টুটা মনস্তাপ রক্ষিণী রাজার বেটি রুক্ষ কার স্নান। তৈল বিনা তনুক্ষীণা খড়ি উড়ে জান ॥ বাঘ ছাল বসনে বেষ্টিত কটিদেশ। হাতে মালা মাথে জটা যোগিণীর বেশ ॥ স্বামীর সহিত

সঙ্গ করে নিরন্তর। চিতা ভস্ম চন্দনে চর্চ্চিত কলেবর॥ ভাগ্য বলে সন্ধ্যাকালে পেত্নি জ্বালে বাতি। শিশু শশধর ঘর আলো করে রাতি॥ আকাশ গঙ্গার অম্বু কুম্ভু ভরি আনি। দুঃখে সুখে পঞ্চ মুখে শুনি কৃষ্ণ বাণী॥ রূপার পর্ব্বতে ঘর গিরি রাজ পিতা। বিধাতা ভাসুর যার লক্ষ্মীকান্ত মিতা॥ ইন্দ্র আদি অমর সকল যার দাস। পরে দিতে পারে ধন ঘরে উপবাস॥

বিশ্বনাথ বলে বটে বলিলে বিস্তর। দিগম্বর দেখি দুঃখ কর নিরন্তর॥ বিধি ভাগ্য বিস্তর লিখিয়া দিল ধন। অগ্নি লাগে ভালে জ্বলে গেল সে লিখন॥ লক্ষ্মীকান্ত মিত্র তার পুত্র মলো কাম॥ লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণী সে রোষে হল বাম। গুণ আছে ভিক্ষায় যে সত্য বটে সেহ। দিগম্বর দেখে ভিক্ষা দেয় নাহি কেহ॥ পিতাম্বরে পয়োনিধি কন্যা সমর্পিলা। দিগম্বর ভাগ্যে বিষ রাশি আনি দিলা॥ হর বাক্যে হর্ষ হয়ে হাসে হৈমবতী। বিশ্বনাথে বন্দিয়া বিস্তর কৈল নতি॥

চাসের বিবরণ।

গৌরীসনে জ্ঞানগোষ্ঠে গেল কতকাল। পঞ্চ পুত্রিকা পুনঃ পাতিল জঞ্জাল॥ শিবে বলে সেই সে সম্পত্তি দিয়াছিলে। মনে কর প্রভু কত কাল সে ভুঞ্জিলে॥ গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে। কুসার সচ্ছল কিছু পুরুষে না শুনে॥ পুণ্যবান লোক পান লক্ষ্মী রূপা নারী। উত্তম উদ্‌যোগ করি উথলে সংসারী॥ অভাগার ঘরে আসি অলক্ষণা মায়ে। শতেকের গারিদেই পঞ্চাশ উড়ায়ে॥ লঙ্কার বাণিজ্য যদি আনে্য দেই তারে। মায়ে হলে উলুই উড়ায় আঁখিঠারে॥ আমি আর বড়াই বাড়ায়ে কব কত। গঙ্গাধরে গোচর গৌরীর গুণ যত॥ শোধন করিয়া সর্ব্ব সাধুকের ঋণ। কায়ক্লেশ করিয়া কুলই এত

র্দিন ॥ ছয় মাসের সম্বল এখন ঘরে আছে। ফুরাইলে ফেরে কাঁন্ত কষ্ট পাও পাছে ॥ সঞ্চয়ে বঞ্চিবে বাঞ্ছা কর অক্ষ সালী। বসে খাতে বাঁচে নাই বারিধির বালি ॥ পূর্ব্বে উদাসীন ছিলে গৃহী হলে ইবে। আর নাহি ভিক্ষা মাগা শোভা করে শিবে ॥ পুরুষে উপায় নাহি খাতে হল ঢের র্দিন দুটি সন্তানে উড়ায় পাঁচ সের ॥ বিনা অবলম্বে কেমনে যাবে দিন। ভাবিয়া ভবানী ভয়ে তনু হৈল ক্ষীণ ॥ চিন্তি তাই চন্দ্রচুড় চাস বড় ধন। চাস চস বারেক বর্ত্তুক পরিজন চাসী বিনা চাসের মহিমা কেবা জানে। লঙ্কার বাণিজ্য বসে বাটী সন্নিধানে ॥ পরিজন পোষে চাসি সুধে সাধু রাজা। লক্ষ্মী পোষি চাসি করে সবাকারে তাজা ॥ জীবের নিমিত্ত শিবে করিবেন চাস। এই ভাবে ঈশে কহে স্বজা তীয় ভাষা ॥ চণ্ডীর চরিত্র শুনে চাদে দিয়া হাত। চায়ে রয় চন্দ্রচুড় চিন্তে চন্দ্রনাথ ॥ অতঃপর চলিল চাসের অনু-বন্ধ। শ্রবণের সুখ যাতে ক্ষরে মকরন্ধ ॥ চরণে ধরিয়া চণ্ডী চন্দ্রচুড়ে সাধে। নরমে গরমে কয় ভয় নাহি বাধে ॥ চস ত্রিলোচন চাস চস ত্রিলোচন। নহে উদাসীন হও ছাড় পরিজন ॥ বিপরীত নীতি ভীতি শুনিয়া বিস্তর। বিষম বিপাক ভাবি দিলেন উত্তর ॥ বল বিলক্ষণ কিন্তু শুন শৈলসুতা। দেবতার কৃষি বৃত্তি বড়ই লঘুতা ॥ ভিক্ষা দুঃখে সুখে আছি নাহি অকিঞ্চনে। চাসে চসে বিস্তর উদ্বেগ পাঁব মনে ॥ শুনিতে সুন্দর চাস আয়াস বিস্তর। সকল সংপূর্ণ যার তার নাহি ডর। চাস বলে অরে চাসি আগে তোকে খাই ॥ মোরে খাবি পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে যাই ॥ অনেক আয়াসে চাসে শস্য উপস্থিত। শুখা হাজা পড়িলে পশ্চাতে বিপরীত ॥ দরিদ্রের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা। বাব করে সকল বেচিয়া লয় রাজা ॥ ক্ষেতে দেখে খন্দ যদি তবে কেবা পায়। কুতে কাতে

Bamdudry lall ghose 1883 6 July

কায়েত কিফাতে করে তায়।। কাদা পানি খায়্যে খাটে করে চাসিপনা। নরোত্তম ছাড়ি নরাধম উপাসনা।। চাস অভিলাষ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী। আর কিছু ব্যবসায় বল তাহা করি।। বিচক্ষণা ব্যবসায় বিচারিয়া কয়। বাণিজ্য বসতা লক্ষ্মী সে তোমাকে নয়। পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল। মহেশের সেত নাহি সকলি নির্ম্মূল।। আর এক ব্যবসায় রাজসেবা আছে। তুমি সেব্য হয়ে যাবে কোন দেব কাছে।। ভিক্ষায় যাবেনা দুঃখ জানিবা নিশ্চয়। চাস বিনা আর কোন কর্ম্ম যোগ্য নয়।। ত্রিলোচন তাঁরে কন তবে চাস করি। হালের সমান কিসে হবেক সুন্দরী।।

হরপার্ব্বতীর বাক্ছল।

কাত্যায়নী কন কান্ত চিন্তিত না হও। কুবেরের চাস বীজ বারি করি লও।। তুমি চাস চসিলে কিসের অসদ্ভাব। শক্রের সাক্ষাৎ গেলে সদ্য ভূমিলাভ।। ঘরে আছে বুড়া আঁড়্যা ধরে মহাবল। যমের মহিষ আন বলাই লাঙ্গল।। ভীম আছে চাসি ধরা হবে শস্য বুতা। হর বলে হর্দ্দি হলো হেমন্তের সুতা।। ভীম যদি জোতে বৃষে মহিষের চাসে। সুন্দর শস্যাদি হবে ক্ষেতে অনায়াসে।। পূর্ব্বে পয়োনিধি প্রিয়ব্রত রথ চাকে। পুনর্ব্বার হবে আর পার্ব্বতীর পাকে।। শিবা বলে সেকি কথা শক্তিরূপা আমি। বুঝিয়া বিক্রম দিব হয়ে অনুগামী।। লম্ফে লক্ষ যোজন যে জন যায় কাঁদে। শক্তি খাট হলে হাঁটু ধরে উঠে কাঁদে।। শিব বলে ভাল যদি দিলে অল্প বল। বহিবে কেমনে বল বলাই লাঙ্গল।। যাদবের যে হলে যমুনা আকর্ষণ। হেলায় হস্তিনা পুরী হল উৎপাটন তাতে চাস সর্ব্বনাশ হবে অমঙ্গল। অসম্ভব অম্বিকা আপন মুখে বল।। শিবা বলে সে হলে যদ্যপি পাবে

ভয়।। বিশ্বকর্ম্মা হতে কোন্ কর্ম্ম নাহি হয়।। দেখ বিনা বেতনে কামারে বলে কালি। গাছ কাটি গড়াইব লাঙ্গল জুয়ালি।। ঘাত করো ঘরে তারে পাতাইব শাল। শূল ভাঙ্গি সাজ সজ্জা করাইব কাল।। বসিবার বাঘছালে জাঁতা দেবে করে। পাবকে ফেলুক প্রেত চিতাঙ্গার ভরে।। গেল দুঃখ গঙ্গাধর ভয় কারে বল। মনে কর ভোলানাথ ভাত ঘরে হল।। শূল ভঙ্গ শুনিয়া শিবের হল কোপ। কাল কর আপনার চক্ষু করে লোপ।। গায়ে হাত দিয়া কথা কও নাহি বটে। শুনিলাম লোপ হেতু লাগিয়াছে বটে।। নামের নিমিত্ত লোক নানা কর্ম্ম করে। ডাকিনী বসেছ নাম ডুবাবার তরে।।

শূলে যত কর্ম্ম হয় কয় কৃপানিধি। শূল হতে শঙ্করে সঙ্কোচ করে বিধি।। পার্থিব পূজক প্রাণ প্রতিষ্ঠা সময়। শূলপাণি সুপ্রতিষ্ঠ সম্বোধিয়া কয়।। অসিদ্ধ সুসিদ্ধ করে হরে রিপু প্রাণ। শূলে হতে সঙ্কটে সেবক পরিত্রাণ।। শূলে করে রুদ্র ধরে রাখিছে ব্রহ্মাণ্ড। নহে ঠেকাঠেকি হয়ে হইল প্রকাণ্ড।। সুদর্শন চক্র যেন বিষ্ণুর সমান। এই শূল শিবতুল্য ইথে নাহি আন।। হেন শূল ভাঙ্গে মূল কোন কুল পাব। শূল মারি কাল করি হাল ধরে খাব।। কাত্যায়নী কন কান্ত কায নাহি তাতে। শূলে হতে তুল দেও মূল থাকু হাতে।। সেহ মূল শিব তুল ভাঙ্গে নাহি পাছে। ভগবতী বলে তার প্রতিকার আছে।। হর বলে হউক জানিব সে সময়। আপনার শূলে আর চক্র বাঁচে রয়।। যমে মোরে মহিষ মাগিতে কেন বল। বাঘে আর বলদে কি বহে নাহি হল।। বিমলা বলেন প্রভু বাঘা বড় বাড়। ভাঙ্গে রাখে পাছে বুড়া বলদের ঘাড়।। দাগাবাজ বাঘা সব শুনে নিজ কাণে। চাক পানা

চক্ষু করি চায় বৃষপানে ।। আড়ম্বরি করে উঠে ফুলাইয়া অঙ্গ। দড়বড় দাঁড় ছিঁড়ে বৃষ দিল ভঙ্গ ।।

চাসের উদ্‌যোগে শিবের গমন।

বলে শিব বুড়ার বিলম্বে কিবা কায। বুঝা গেল বাপু নন্দি আন বৃষ সাজ ।। ঘরে বসে পরকে প্রার্থনা ভাল নয়। যে যারে যাচঞা করে কাছে যাতে হয় ।। কার কোন কার্য্য আমি না করেছি কবে। ভুতনাথে ভব্য লোক ভাল বাসে সবে ।। তবে তুমি নাহি দিলে কি করিব তাকে। গঞ্জনা করিব আসি গণেশের মাকে ।। যাত্রা কালে জগন্মাতা বলে বার বার। ভাব করি ভুলায়ে পাঠায় নাহি আর ।। আর কিছু দেই যদি তাহা নাহি লবে। ক্রোধ করিবেন গণেশের মাতা তবে ।। ভাল ভাল কয়ে ভব ভাব করি সরে। বৈসে গিয়া বিনোদিয়া বৃষের উপরে ।। চলিলা চঞ্চল সবে চণ্ডী রণ চায়ে। হরষিতে যান হর হরি গুণ গায়ে ।। পুরন্দর পুরী প্রভু প্রথমেতে যায়। ধুর্জ্জটির ধ্বনি শুনি সুরনারী ধায় ।। চল চল হয় হর হরি গুণ গানে। যত দেব জীবন সফল করি মানে ।। শুনি ইন্দ্র আনন্দে বিহ্বল হয়ে ধায়। বন্দনা করিয়া বিভু বাসে লয়ে যায় ।। বরাসনে বসাইয়া বলে শুভদিন। পুনঃ পুনঃ প্রণমে করিয়া প্রদক্ষিণ ।। পাখা-লিয়া পাদপদ্ম পদোদকে লয়। শচী সহ পূজা দিয়া করে জয় জয় ।। আত্ম সমর্পণ করে অভয় চরণে। সহস্রাক্ষ সকল সফল করে মনে ।। শিব শোভা সহস্র লোচনে দেখে চায়ে। প্রেমধারা পড়িছে সকল অঙ্গ বায়ে ।। কহে কহ কৃপানিধি কি করিয়া মনে। দেব দেব দরশন দিলে দাস জনে ।। প্রভু কন পাঠায়েছে পর্ব্বত নন্দিনী। ইন্দ্র আনন্দিত হয়ে বন্দিল বন্দিনী ।। ধন্য উমা আমারে করিতে পরিত্রাণ। প্রাণনাথে পাঠাইলা আমি ভাগ্য-

বান॥ বল প্রভু পার্ব্বতীর প্রীতি হয় যায়। প্রাণপণে সমস্ত প্রস্তুত তব পায়॥ চতুর্দ্দশ ভুবন ভরণ কর্ত্তা কন। দশাহীন দোষে দুঃখ পায় পরিজন॥ তুমি ভূমি দিলে আমি চসি গিয়া চাস। পূর্ণ হয় তবে পার্ব্বতীর অভিলাষ হরের বচন শুনি দেবরাজ হাসে। কর যোড়ে দাণ্ডাইল গিয়া শিব পাশে॥ শিবব্রহ্ম২ শিবব্রহ্ম সার। শিব বিনা সুখ সেব্য সুরে নাহি আর। ইন্দ্র বলে আজি হতে আমি অর্থ দিব। কায নাই চাসে বাসে বসে থাক শিব। শিব কন ধরা বিনে ধনে কায নাই। ভবের ভরম রাখ ভবানীর ঠাঁই। ইন্দ্র বু'ঝলেন ইনি আত্মবশ নন। ঠাকুরাণী ঠেলিতে ঠাকুর ঠেলা হন॥ ভৃত্যে কন ভূমি মাগ ভূমি স্বামি হয়ে। যত পার জোত কর কায নাই কয়ে॥ শিব বলে শক্র কিছু চক্র বক্র আছে। খন্দ হলে ক্ষেতে তুমি দ্বন্দ্ব কর পাছে॥ বিষয়ির বচনে বিশ্বাস বিধি নয়। পাটা টীক পেলে পরে নাম শুদ্ধ হয়॥ হর বাক্যে হরি হয় হাসি কয় তবে। আজ্ঞা কর কোন খানে কত ভূমি লবে॥ মাগ হর ত্রপান্তর কোচ পাশে পাড়া। দেববৃত্তি গোবৃত্তি বিপ্রের বৃত্তি ছাড়া॥ একত্র শঙ্কর চক চসতের গ্রাম। দেবীচক দ্বীপদেহ করিতে বিশ্রাম॥ চস-তের তরে ভূমি চাহ কত খানি। আয় ব্যয় বিচারি বলি-ছে শূলপাণি॥ গণেশের ষোল বাটি বিশাখের বার। অতিথীর দশ দাস দাসী দেবতার॥ শঙ্করের পঞ্চাশত শঙ্করীর শত। ঠিক দিয়া দেখত একুনে হৈল কত॥ হলা-হল উপরে শশাঙ্ক বিরাজিত। শক্র মুখে শুনিয়া শঙ্কর হরষিত॥ কশ্যপের সুত করে লয়ে মসী পত্র। দেবদেবে দেবোত্তর পাটা লিখে তত্র॥ বিশ্বনাথ বলে বাপু এই কালে কই। দেখ আমি দুঃখী চাসী ভাগ্যবান নই। অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি হবে সাবধান। অঙ্গীকার কৈল ইন্দ্র তবে

তৈল দান।। ডম্বুরের ডোরে পাটা বাঁধে দিগম্বর। ইন্দ্রকে আশীষ কার যান যম ঘর।। সূর্য্যসুত সাদরে শিবের সেবা করে। আজ্ঞা মাত্র মহেশে মহীষ দিল ধরে।। তুষ্ট হয়ে ত্রিলোচন তারে দিয়া বর। বিষাণ বাজায়ে বৃষধ্বজ যান ঘর।। বসি বৃষে মহীষে বান্ধিয়া বেল গাছে। ক্রতুকীর্ত্তি কৃত্তিবাস নর্ম্মদার কাছে।।

ঈশ্বরীর ইচ্ছায় বিসাই পায়ে পড়ে। লাঙ্গল জুয়ালি মই সদ্য দিল গড়ে।। পূর্ব্ব পরামর্শ ছিল পার্ব্বতীর সাথে তূণে হতে শূল দিল শূলী তার হাতে।। শাল পাত শূল ভাগ মন্দকর আসি। জলোই কোদাল ফাল দাউ খুন পাশী।। তুলি মারে চুলে ধরে তোলে সমুদয়। দুশ দশ মোন ঠিক সারা খারা হয়।। কিসে কত দিব দিবে যায় যত সয়। বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বনাথে বিবরিয়া কয়।। পাচ মোন পাশী কর আশীমোনে ফাল। দুই মোনে দুজনোই অর্দ্ধেক কোদাল।। দশ মোনে দায়ে অষ্ট মোনের উখন। দশ দশ মোন দেখ করিয়া মিলন।। বুঝে পশুপতি অনুমতি দিলা পরে। বিশাই বসায় শাল শিবের গোচরে।। বন্দ করি বাঘছাল জাঁতা তারে দিল। চিতাঙ্গার বয়ে প্রেত পাবকে ফেলিল।। সব্য হাতে সাঁড়াশিতে শূল নিল ধরে। হাটু পাড়ি বসে বুড়া আড়ম্বরি করে।। ভীষণ ভৈরব জাঁতা জাঁতে হাতে তায়। তাহ তাহ বলে তাকে হাকে উভরায়।। দড়বড়ে দৃঢ় করে দিলেক দ্বিগুণা ফোস ফোস করে জাঁতা ফুকরে আগুন।। ত্রস্ত বুড়া ন্যস্ত করে নেহাই উপর। উদয় পর্ব্বতে যেন শোভে দিবাকর।। হাতি হেন হাতুড়ি হেলায় তুলে হাত। মহেশ ভাবিয়া মনে মারিল নির্ঘাত।। দশনে অধর চাপি পিটে চপ চপ। দশদিগ ছুটে দাবানল দপ দপ।। দড়বড় তুলে পাড়ে দেয় দুমদাম। দরদর দেহ বয়ে পড়ে কালঘাম।। শ্রমভরে

বারে বারে করে হুহুঙ্কার। নাসা পুটে ঝড় ছুটে রটে মার মার॥ কর্ম্মকার কেবল করিল হাই ফাই। সারাদিন পিটে শূলে দাগ বসে নাই॥ ঠগুনান ঠেকাঠেকি ঠুক ঠাক সার। হাতি হেন হাতুড়ি হইল চুরমার॥ ছড় নাহি গেল শূলে গড় করি ছাড়ে। কর দিয়া কাকালে কেবল কোত পাড়ে॥ পশুপতি বলে পিট পিট বাপধন। বি-শাই বলেন বৃথা করহ লাঞ্ছন॥ তুমি নহ শূল্ ভিন্ন আমি নহি বুড়া। বজ্র আন বাপারে ভাঙ্গিয়া করি গুড়া॥ কামি লার কথা শুনে কাত্যায়নী হাসে। হর বলে হৈমবতী লাজ নাহি বাসে। সেই যে বলেছি শূলি ভাঙ্গে নাহি পাছে। তুমি যে বলেছ তার প্রতীকার আছে॥

বৈষ্ণবী বিচারে বিষ্ণু রস কৈল মূল। দেবদেব দ্রবে তবে দ্রব হয় শূল॥ কিন্নর গন্ধর্ব্বগণ পঞ্চাস্যে বেড়িল। কৃপাময়ী কৃষ্ণের কীর্ত্তন যুড়ে দিল॥ দেবগণ দোহার গণেশ গান মূল। নারদ তানপুরা হাস্তে হন অনুকূল॥ ভাব করে ভবানী আপনি ধরে তাল। নৃত্য করে কৃত্তি-বাস বাজাইয়া গাল। মহেশের বাটী মহামোদে মোহ-মুক্ত। প্রথম প্রভৃতি গড়াগড়ি প্রেতভূত। উদুখলে গোপালে যশোদা লয়ে বান্ধে। গোলোক হইল গানে গঙ্গাধর কান্দে॥ অক্ষি পুর্ণ বক্ষ বয়ে পড়ে প্রেমনীর। মূর্চ্ছিত পড়িল হর হইয়া অস্থির॥ ছাড়িয়া বাঘের ছাল ছুটিল ভুজঙ্গ। গড়াগড়ি যান হর হইয়া উলঙ্গ॥ আত্ম তত্ত্বে মগ্ন হৈল মহেশের মন। জাহ্নবীর জন্মকালে যেন জনার্দ্দন॥ হেরম্ব জননী জানি হর মনে লয়। কুতুহলে গুলে তুলে দিয়া জয় জয়॥ ভাবে তার কামিলার স্তবে আচম্বিত। উপশূলে সকলি আপনি উপস্থিত॥ যোগ মায়া সম্বরিয়া শিবে তুলে তারা। হরিধ্বনি করিয়া কীর্ত্তন

কৈল সারা॥ হরগৌরী হর্ষহয়ে বসে একাসনে। বিষয় বুঝিয়া কার্য্য করে স্থির মনে॥ জোলুই নির্জ্জনে যুড়ি মুখে রাখে আল। বর্ষা ধরে পাশ মারে পরাইল ফাল॥ বাট দিয়া কোদালে জোয়ালি দিয়া শূলি। পুরস্কার পায়ে চলে লয়ে পদধূলি॥

চাসের উপক্রম।

কাত্যায়নী কর্জ কর কুবেরের কাছে। ভিক্ষুকেরে ভয় ভাবি নাহি দেয় পাছে॥ ভর্ত্তা যদি ভিক্ষুক ভার্য্যার কিসে মান। ভূতনাথে বলে তুমি ভূপতি সন্তান॥ ভাল থাকে হীনতাকে ডাকি দেয় ধন। উত্তমে উড়ান করে দেখে অকিঞ্চন॥ ক্ষুদ না খাইতে যার যায় দিতে খত। ভাড়া করি ভড়ক করিয়া ভাল মত॥ খত দিয়া খাবে খতি খাট কথা নয়। ভাব কালী ভাল করে ভুলাইতে হয়॥ সুদ্ধ হাঁড়ি পাত্ত বাঁধি কথা পাতি কাঁদ। হাতে আনি দিতে হয় আকাশের চাঁদ॥ শোধ নাহি গেলে শেষে সাধু আসে কাছে। ভূতপ্রায় ভৎর্সিয়া ভ্রূকুটি করে নাচে॥ গার্ভ ঋণ বিষয়ে জনম শুনি বেশে। প্রবেশে পরম সুখ প্রাণ যায় শেষে॥ ধর্ম্মশীল ধূর্ত্ত বলে ধারি নাহি ধার। পরলোকে নরকে নিস্তার নাহি তার॥ ভিক্ষা মাগি খায়ে আমি বুড়া হয়ে তবু। কি বলে করিব কর্জ করি নাহি কভু॥ ধরাধর সুতা ধান্য কর তুমি ধার। পার্ব্বতী বলেন প্রভু নাহি পারি আর॥ চল চাসে কার্য্য নাহি মাগে খাব ভিক। স্ত্রীলোকের কর্জ্জ করা মরণ অধিক॥ পুরুষ বেড়ায় ফিরে নারি রহে ঘরে। ভাঁড়াবার ভিত নাহি নিত্য দায় ধরে॥ পুরুষের কর্জ্জ হলে মায়ে টালে ছলে। কোণে রয় কুলবধু সুতে কথা বলে॥ ভারি পাকে বলি তুমি গেলে ভাল হয়। ভোলানাথ ভুলিয়া

ভার্য্যাকে যেতে কয়॥ কুবেরের কাছে পূর্ব্ব লেঠা আছে মোর। কতবার ক্রোধিয়া করেছে ঋণ চোর॥

কল্পতরু কেবল কুবের পায়ে ঘরে। সেবক সহিত শিব সমাদর করে॥ ব্রহ্মার সম্বন্ধে বলে বর দিলে পরে দেব দেব দিক পালে দিয়া পূজা করে॥ পিতামহ যত কৈল হৈল কোন কাযে। সুবর্ণের পুরী গেল সমুদ্রের মাঝে॥ দুষ্ট দশানন ভাই দিল দূর করে। লঙ্কাপুরী পুষ্পক সহিত নিল হরে॥ কোথাবা সে কর্কশ রাক্ষস মহাজন। সুদ্ধমতে অন্য ভাতে রাজা বিভীষণ॥ দুষ্টের দৌরাত্ম্য দশদিন বিনা নয়। উত্তমের উন্নতি অনেক কাল রয়॥ কোথা গেল রাজা কোথা বা সে বাণ। কোথা গেল দুর্য্যোধন করিয়া গুমান॥ শঙ্কর বলেন বাপু সব কত দিন। ধর্ম্ম কর ধূর্জটিকে ধান্য দেও ঋণ॥ উপস্থিত উমেশ বাসিন্দা নাহি ডর। সাধু রাজা সকল শুধিব অতঃপর॥ হরের বচনে হাস্য করে ধন রাজ। তোমাহতে সবার সম্পদ সাধুরাজ॥ যক্ষ রাজে রক্ষক রাখিছ নিজ ধনে। যত চাহ ধান্য লহ ঋণ কার সনে॥ বিশ্বনাথ বলে ভাল বুঝিব পশ্চাৎ। ভীম পায়ে ভরসা ভাণ্ডারে দিল হাত॥ ধান্য ঘর বিস্তর দেখিয়া বুড়া বুড়া। বার বুড়ি বাখারে বাঁধিল এক পুড়া॥ পর্ব্বত প্রমাণ পুড়া হাতে নাড়া দিয়া। বলে হরে চল ঘরে কর্ম্ম দেখি গিয়া॥ ভীমের আস্ফালে ভয় কুবের পাইল। হাসিয়া কল্যাণ যক্ষে করিয়া চলিল॥ আসি ঘরে যাত্রা করে যোত্র করে সব। মোহ করে মোহিনী মধুর মুখরব॥

পশুপতির চাস চসিতে গমন।

কহিতেছে গিরিসুতা, মনে হয়ে দুঃখ যুতা, শুন ওহে ত্রিলোকের পতি॥ মনন হইলে যার, অসাধ্য সাধন তার, কি কারণ অবনীতে গতি॥ চাস চসিবার হেতু, ভাবনা

কি বৃষকেতু, ভৃত্যগণে নিত্য দিবে চসে। চাসের চরিত্র যত, ভীম আছে অবগত, দিয়া ভার বাসে থাক বসে॥ ছাড়িয়া আমারে প্রভু, যাইতে নারিবে কভু, ছলা করি ছালিয়ার ঠাঁই। ভাল যদি বাস মোরে, লয়ে যাও সঙ্গে করে, নতুবা যাইতে পাবে নাই। স্বচঞ্চল দুটি ছেলে, আপনি যাবেন ফেলে, কে করিবে তাদের পালন। বিরোধ করিলে পরে, কাত্যায়নী দশ করে, অমনি ধরিবে প্রহরণ॥ শুনি ভবানীর বাণী, কহিছেন শূলপাণি, বুঝি লাম বচনের ভাবে। পাগলেরে পরিহরি, ত্যজিয়া কৈলা-সপুরী, ক্ষেমঙ্করী স্থানান্তরে যাবে॥ শুনিয়া শিবের বোল শিবা হয়ে উতরোল, বলে একি অনুচিত ভাষা। গৃহস্থ রাখিয়া ঘরে, যে চাসিতে চাস করে, নাহি পুরে তার মন আশা॥ শিব বলে চাসিগণ, চাসেতে অর্পিয়া মন, আপনি চসয়ে যদি চাস। সর্ব্বদা সুফল ধরে, মানস সফল করে, চাসির পূর্ণিত হয় আশ॥ সমর্পিলে অন্য জনে, অশেষ যাতনা মনে, বিকাইয়া যায় তার হাল। ভবানী ভবনে মোরে, রাখি চাসে অন্যে ধরে, দিলে পরে ঘটিবে জঞ্জাল প্রকাশিয়া দশ হাত, পেট পুরে খাবে ভাত, বড় আশা করিয়াছ মনে। ভীম দিবে চসে চাস, বসে খাবে বারমাস, ভোলানাথ রাখিয়া ভবনে॥ শুনিয়া শঙ্করী কয়, মোরে, কি দেখাও ভয়, আমি অন্নপূর্ণা নাম ধরি। বিতরণ করি সুধা, ত্রিলোক বাসির ক্ষুধা, কটাক্ষেতে অনায়াসে হরি॥ শুনে শঙ্করীর বাণী, হেসে কন শূলপাণি, কাত্যায়নী আমি তাহা জানি। তবে কি বুঝিয়া মনে, লেগেছ আমার সনে, গমনেতে করিবারে হানি॥ শুনিয়া ত্রিপুরা কন, শুন প্রভু ত্রিলোচন, প্রকাশিলা মহিমা তোমার। শুনে যত জীবচয়, নাশিয়া শমন ভয়, অনায়াসে পাইবে নিস্তার শিব বলে বটে বটে, এত গুণ তব ঘটে, জানিলাম মনি

লাম হারি। শুনিয়া কহেন সতী, যাহ তবে পশুপতি, আর আমি নিবারিতে নারি। সন্তান দুটির তরে, রাখিয়া চলিলে ঘরে, বারেক লইবে তত্ত্ব তার। শুনে কন ত্রিলোচন, কেন আর জ্বালাতন, করিতেছ মোরে বারম্বার॥ শুনিয়া নির্ঘাত বাণী, না সরে বদনে বাণী, ভবরাণী বিচেতন ভাবে। নলিন নয়নে নীর; বহিতেছে শঙ্করীর, মুগ্ধ হয়ে মহেশের ভাবে॥ আগে চলিলেন ভীম, পরাক্রমেতে অসীম, সঙ্গে লয়ে চাসের সাজন। পশ্চাতে চলিল হর, ধরি মুর্ত্তি মনোহর, ভবানীরে করি সম্ভাষণ॥ বৃষকেতু বৃষোপরি, সুখে আরোহণ করি, চণ্ডী চেয়ে রণ পথ পানে। পদ্মা প্রবোধিয়া পরে, জননীরে আনে ঘরে, বুঝাইয়ে বিবিধ বিধানে॥

চাসারম্ভ।

অবতীর্ণ অবনীতে হইয়া মহেশ। দেবীচক দ্বিপে গিয়া করিল প্রবেশ॥ মনে জানি দেবরাজ মহেশের লীলা। মহীতলে মাঘ মাসে মেঘ রস দিলা॥ দিন সাত বই বাত ঈষাণে ঈক্ষণে। হৈল হল প্রবাহ শিবের শুভ ক্ষণে॥ আরম্ভে উগারা গেল এক শত কুড়া। পড়ে গেল পাশে যেন পর্ব্বতের চুড়া॥ হাল ছাড়ি হালিয়া দণ্ডেকে আসে ঘরে। বন্ধ আলি বৈকালে বাধিল এক পরে॥ কোপহানি হুঙ্কারে চোটায়ে তুলে চাপ। শঙ্কর সাবাস দেন বটে মোর বাপ॥ হালে চরাইছে হাল্লা বাঙ্কিলেক ঝাড়ি। লোকালোক পর্ব্বত প্রমাণ হৈল আড়ি মধ্যখানে খানিক খসায়ে দিল চালা। দক্ষিণ মোহান হৈল জল যেতে নালা॥ শর আরোপিয়া পগারের চার পাশে। সাজে শিব সেবক সহিত আসে বাসে॥ বাঘ ছাল বিছায়ে বসিলা বৃষকেতু॥ ভীমের ভাবনা হৈল ভক্ষ

গের হেতু ॥ ক্ষেতে খাটি ক্ষুধা বড় খাব কি মাতুল। বিশ্বনাথ বলে বাপু আজি অপ্রতুল ॥ শিব বাক্য শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ উঠে জ্বলে। ডাক দিল ডাকাইতে মোরে মারে বলে ॥ সারাদিন সর্ব্ব কর্ম্ম করিলাম তবু। পেট ভরি ভাত মোরে নাহি দেয় কভু ॥ মামীর সহিত মামা যুক্তি করি ঘরে। ভুকে মোকে মারিতে আনিছ ত্রপান্তরে ॥ জঠর অনলে যেন জিহ্বা জ্বলে মোর। তেমন প্রস্তুত খন্দ পুড়িবেক তোর ॥ বিশ্বনাথ বলে বাপু আসি বাটী হতে ভাত খেয়ে ভোরে চাস চস ভালমতে ॥ ভীম বলে ভাল কথা কও ভূতনাথ। সারাদিন খাটি ক্ষেতে খাব কোথা ভাত ॥ মামী জিজ্ঞাসিলে আমি কয়ে দিব তায়। কোচনীকে লয়্যে মামা পলাইয়া যায় ॥ বিশ্বনাথ বলে বসে থাক বাছাধন। যত অন্ন খাবে আমি করাব ভোজন ॥ অগ্রভাগ বীজ রাখ বুনিবার তরে। পুড়া ভাঙ্গি ফেলি রাখ পড়ে থাকে ঘরে ॥ ভক্তের অধিন সদা প্রভু ভোলানাথ। লিলা রঙ্গে ভীমে সঙ্গে খায়াইতে ভাত ॥

ভীমের ভোজন নির্ণয়।

দিনমণি মনোসুখে অস্তাচলে চলে। আসি শুক্লপক্ষী সন্ধ্যা দেখা দিলা ছলে ॥ হেরি শোভা মনো লোভা প্রেতিগণ যত। যোগির নূতন ঘরে বাতি দেয় কত ॥ ভূত প্রেত প্রমথ পিশাচ দক্ষ দানা। মহেশের মন্দির বেড়িয়া দিল থানা ॥ কতক্ষণে কোলাহল করে আচম্বিত। শক্র আসি স্বগণ সহিত উপস্থিত ॥ অপ্সরী কিন্নরী বিদ্যাধরী বরাবর। আনে অন্ন ব্যঞ্জনে পূর্ণিত করে ঘর ॥ নানা রস রসায়ণ রাখিয়া সাক্ষাতে। যথা ক্রমে বন্দিয়া বসিলা বিশ্বনাথে ॥ নারদাদি ঋষি আসি জ্ঞান গোষ্ঠ হৈল। ভূতনাথ ভাত দিয়া ভীমে তুষ্ট কৈল ॥ গণ্ড শৈল সমান নির্ম্মাণ

করে গ্রাস। দেব দৈত্য দানব দেখিয়া পায় ত্রাস॥ অল্প ভাতে এমতে কেমনে ধরে টান। অন্নপুর্ণা অন্নের উপরে অধিষ্ঠান॥ চিরকাল ক্ষুব্ধ ছিল খাইল স্বচ্ছন্দ। আশিষ করিল ক্ষেতে হয় ভাল খন্দ॥ অন্নবাড়ে নাহি ছাড়ে শিব কন ডাকি। প্রভাতে প্রসাদ পাবে তবে রাখে ঢাকি॥ হাসি হাসি হরে কন শুন দয়াবান। কত কর কাচা চালু কৃষাণের প্রাণ॥ ধান ভানা গেল নাই. এই কালে কই। চাকরের চালু চাই চারি দণ্ড বই॥ তার কথা শুনিয়া বিস্ময় বিশ্বপিতা। ভগবান ভাবেন হইয়া হেট মাথা॥ নারদের ঢেকি আনি ধানভানে ভূত। শঙ্কর সাকাস দেন ভালা মোর পুত॥ বাতাসে সকল ভূত উড়াইল তুঁষ। যে যার আশ্রমে গেল হইল প্রত্যুষ॥

এই রূপে সুখে করি যামিনী যাপন। উঠি প্রাতে বিশ্বনাথে করিয়া স্মরণ॥ দিবাকর স্বকর প্রকাশে পায়ে কাল। ভীম করি ভোজন আনন্দে যুড়ে হাল॥ চারিদণ্ড চলে চন্দ্রচুড় থাকে বসি। উড়ায় লাঙ্গল যেন উড়ু যায় খসি পাচ পাচ কুড়া তার পড়ে যায় পাকে। পাশে গেলে পার বলে চায় হালে রাখে॥ লাঙ্গলের কড় কড়ি জুয়ালের মাজে। হুঙ্কারে হাঁকয়ে ঘন মেঘ যেন গাজে॥ হাল ছাড়ি হাম্বা রবে করে জলপান। হালিকে চরাণ হর হয়ে যত্নবান দিনদশে দুহালের কাদরসে যায়। ধুতুরার সত্ত শিব দিল আনি তায়। হালের দেখিয়া দুঃখ হরে মোহজাল। কামা রের জোরে কালে কালে কৈল হাল॥ সেই২ দিনে যার হয় হল যোগ। ধরা শস্য হরে ধানে ধরে নানা রোগ॥ বৃষ কাদে বাসব বরিষে নাহি বাড়া। তাহাতে হাঁভাতে হাসী হয় লক্ষ্মীছাড়া॥ হাল কামায়ের দিন হর দেন করে গাছিমার ছড়া ঝাড় আড়ে ফেল লয়ে॥ চৈত্র গেল চতু-

দ্দিশ চাস হৈল পূর্ণ। মাঠ করে মৈ দিয়া মাটি কৈল চূর্ণ॥ উচ্চ নীচ চালিয়া সমান কৈল যত। উত্তরাংশ উন্নত দক্ষিণ দিকে নত॥ বৈশাখে বিছাড়ি কৈল সুলক্ষণ তাকে। সার কর্ত্তা সারে ভূমি বুনে ভূরিবাতে॥ ভূমি বুন ভূতনাথ ভাঙ্গা পোড়া ছাড়ে। কলম্বীর শাক খায়্যে গালডে উজাড়ে॥ ব্যর্থ নাহি গেল বীজ সবে বহির্গম। লহ লহ করে পত্র বলাহক সম॥ ছসয়ে সড়কা তুলে মারি দিল খড। তাতে বাতে পাটি পায়্যে লাগে আসেগড॥ হর্ষ হয়্যে হর ধান্য দেখে অবিরাম। কালিন্দীর কূলে যেন নবঘন শ্যাম॥ হাপুত্রীর পুত্র যেন নির্ধনের ধন। ধান্য দেখি রহিলা পাসরে পরিজন॥ প্রাবৃট প্রবর্ত্ত হৈল ইন্দ্র আসি সাজে। যুবজন হৃদয় মদন রসে গাজে॥ তড়িতের সহ মেঘ সখা সমীরণ। আষাঢ়ে প্রথম দিনে দিল দরশন॥ ঈশানে উঠিয়া আর একবার ডাকে। চট করে চাক্ষুষে আকাশ সব ঢাকে॥ রাত্রি দিন ব্যাপ্ত হয়ে বৃষ্টি করে বার। সোম সূর্য্য সহিত সাক্ষাৎ নাহি আর॥ পথ পঙ্ক সঙ্কোচ পৃথিবী পয়োময়। নদী নালা পূর্ণ হৈল মহাবেগে বয়॥ চিরকেলে গড়া হতে বহির্গত চেঙ্গ। লাফে লাফে নর্ত্তন কীর্ত্তন করে ব্যঙ্গ॥ মহামেঘ মাঝে শক্র ধনু দিল দেখা। শ্যাম শিরে শোভে যেন শিখিপুচ্ছ রেখা॥ অশনির শব্দ ময় দামার নিশান। বিরহী বধিতে কামদেবের পয়ান॥ তড়িৎ পতাকা বুঝি বৃষ্টি যত হয়। ফুলধনু বাণ গুলা বলাহক নয়॥ চলা বুলা গেল নদী নালা আসে বান। প্রাণনাথ প্রবাসে পার্ব্বতী মোহ যান॥ শিব শিব রটে সদা উঠে পরিতাপ। রামের নিমিত্ত যেন সীতার বিলাপ পদ্মাবতী পার্ব্বতীকে প্রবোধ বচনে। উদ্ধব বুঝান যেন ব্রজঙ্গনাগণে॥ কিসে কান্ত আসে এই যুক্তি নিরন্তর। নারদ সাজিল তথা ঢেঁকির উপর॥

নারদের পুনঃসর্জ্জা।

মুনি মনে জানিছেন প্রভু নাহি ঘরে। মোহিত মহেশ জায়ণ মহেশের তরে॥ ঢেঁকিরে ডাকিয়া বলে ঢঙ্গ করি চল। পারি নাহি পারপড়ে পড়ে আছি তল॥ নারায়ণ কৈলমোরে নারদের ছাতি। ধান কুটে গেল প্রাণ খাই মেয়্যে নাথি॥ পুয়া তৈল পুরাতন আঁকসলি নড়ে। মুষলে কুশল নাহি পার পড়ে গড়ে॥ শুনি মুনি শোকে তাকে কোলে করি কন। বাহন পেয়েছি তোমা করিয়ে সাধন॥ বিনোদিয়া বাছার বালাই লয়ে মরি। কপালে সাধন কষ্ট বল কিবা করি॥ মন্ত্রণাতে যন্ত্রণা ঘুচাতে পারি ধন। হা ভারতী হাতে পড় হবে বিলক্ষণ॥ মামীর ঘুচিলে মোহ ঘরে আসে মামা। পুরস্কার করাইব পরাইব শ্যামা॥ ঢেঁকি বলে শ্যাম দিলে কি হইবে কও। সংপ্রতি সুন্দর করি সাজাইয়া লও। পাছেবলে পার্ব্বতী অকৃতি মুনি রাজ। বেচে খায় বাহনের বহু মূল্য সাজ॥ নারদ বলেন ইহা বলিবেন মামী। বৃদ্ধের বালাই লয়ে মরে যাই আমি সাজাব অপূর্ব্ব সাজ আছে মনে যত। বলি ঋষি বাহনে করিল বহির্গত॥ আকাশ গঙ্গার জলে করাইল স্নান। পরিধেয় কৌপীনে পুছিল অঙ্গখান॥ ঝুড়ি টাক কর্ক্কটী মাটির করি ফোটা। পাথর পরায়ে দিল পুরাতন গোটা॥ কুন্দলের ধুকড়ি ঢেঁকির পিঠে জিন। কসনি কুশের দড়ি লাগাম বিহীন॥ রেকাব বাবুই বাসা বাঁধে দুই পাশে। কোটির কুন্দল যার কুটায় নিবাসে॥ শুখান শোনের শুঁটি আঘরার নাট। শিরীষের যুটি সব শোভা পায় পাট॥ তিক্তালাবু পোরিলেন ছোট বড় আঁটা। মনোহর শলাকা মাথায় মুড়া ঝাঁটা॥ থরে থোপ দিল থুপি ঝিঙ্গা তালি দুটি চক্ষু দান দিল দিয়া চুণ কালী॥ পুবাজন কুলার করিয়া দুটি কাণ। হরষিত হয়ে মুনি হাসি লুঠ যান॥

ঢেঁকি বলে আমি সাজিলাম বিলক্ষণ। অতঃপর কর প্রভু আপন সাজন॥

কৈলাশে ভগবতীর নিকট নারদের যাত্রা।

হৃষ্টমন তপোধন করেন সাজন। রঙ্গে ভঙ্গে অঙ্গে করি বিভূতি লেপন॥ ছেঁড়াকানি একখানি পথে পায়ে ছিল। কাঁধে ছিল কোটির কৌপীন করে নিল॥ বাঁধিল রুদ্রাক্ষ মালে শিরে জঠা মোটা। নাসাগ্র আকাশ মধ্যে ছিদ্র ঊর্দ্ধ ফোটা॥ দ্বাদশ তিলকে তনু সাজিল সুন্দর। রজত পর্ব্বতে যেন শোভে শশধর॥ গলে দোলে নলিনাক্ষ তুলসির দাম। মুকুন্দে মগন মনঃ মুখে হরি নাম॥ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বাহুমূলে ধরে। হরি নাম লিখে ছাপ দিল গাত্র ভরে॥ বীণা ধারী ব্রহ্মচারী ব্রহ্মার নন্দন। কৌতুকী কলহ প্রিয় কার্য্যের কারণ॥ বাম হস্তে বাম চক্ষু বুজিয়া তখন। বিরোধিনী বলিয়া বাহনে আরোহণ॥ ঠক ঠক করি ঢেঁকি উঠাইল বাগ। দ্বোকাঠি বাজায়ে চলে বলে লাগ লাগ॥ পাড়াগায় পড়ি গেল কুন্দলের গুড়া। নগরের ভিতরে ভাঙ্গিয়া দিল পুড়া॥ ঝুটা পুটী ঝকড়া বহিয়া যায় ঝড়। চলে যেতে চৌদিগে চালের উড়ে খড়॥ গুণবান্ পুরুষ প্রবেশে যেই পাড়া। বাপে পোয়ে গণ্ডগোল স্ত্রীপুরুষে ছাড়া॥ বেণাগাছে ঝুটি বান্ধে করায় কুন্দল। নখে নখে বাদ্য করে হাসে খল খল॥ দক্ষশাপে দুদণ্ড বসিতে না পারিল। কৈলাসে দুর্গার পাশে আসি উত্তরিল॥ বিনোদ বরণ রাম বাহু মূলে বীণা। গৌরী দেখি বলে আইস গুণের ভাগিনা। অধিক বন্দনা করি বসিলেন কাছে। হাসিয়া বলেন মামী মামা কোথা আছে পূর্ব্ব কথা কহিল পার্ব্বতী পেটে পাড়ি। হেট মাথা হয় ঋষি ঘনশ্বাস ছাড়ি॥ তার পানে চাহে চণ্ডী স্বচঞ্চল চিত্তে বল বাপু নারদ ব্যামোহ কি নিমিত্তে॥ কি কহিব মামী

কহিবার কথা নয়। মামার চরিত্র শুনে হইবে বিস্ময়॥ জগন্মাতা যত্ন করে কহ কহ শুনি। কুন্দলের ধুকড়ি আনিয়া দিল মুনি॥ মামা হলো পাগল কোঁচনি হল কাল চাস চসাইতে তাকে পাঠায়েছ ভাল॥ আগো মামী মামাতো মজিল আদিরসে। রাখিতে নারিলে তুমি আপনার বশে॥ মামাকে করেছে বশ গোটা দশ মেয়ে। রাত্রি দিন মামা তার পিছু ফিরে ধায়ে॥ তার মধ্যে আছে এক মাগি অলক্ষণ। রূপেতে ভুলাইতে পারে ত্রিভুবন॥ চিৎ করে মামার বুকেতে দেয় পদ। মৃত্যুপ্রায় থাকে মামা মুখে বাক্য রদ॥ ধন্য মামী তুমি যদি হতে অন্য মেয়ে। মুড়া ঝাড়ু মারি তারে দূর কর যায়ে॥ নারদের নিবেদনে নগেন্দ্র নন্দিনী। কাকুর্ব্বাদ বাণি কন কান্তের কারণি॥ কি করি নারদ আর চারা নাহি কিছু। বল বুদ্ধি গেল সব শঙ্করের পিছু॥ কেমন করিয়া হরে ঘরে আনি ছলে। ভাবিয়া ভাগিনা ভাল বুদ্ধি দেহ বলে॥ ঋষি বলে মামী আমি করি নিবেদন। ব্যগ্র হয়ে উগ্র যাতে আসিবে ভবন॥

ভগবতীর প্রতি মন্ত্রণা দান।

উপায় করিয়া ঘরে বসে পেলে ধন। কেবা করে দূর দেশে বাণিজ্য গমন॥ আলকুশী গুড়া মামী উড়া মন্ত্র পড়ে। উড়ানি হইয়া যেন খায় ক্ষেতে ছড়ে। কাদাবেক গোটা গোটা করাবেক অঙ্গ। চঞ্চল হইয়া চন্দ্রচূড় দিবে ভঙ্গ॥ যদি তার প্রতীকার করে আর থাকে। দংশে মশা মক্ষিকা পাঠাবে লাখে লাখে॥ ক্ষেতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া যেন যায়। ভীম সনে ভূতনাথ ভঙ্গ দিবে তায়॥ তবু যদি প্রভু কভু থাকে তাকে ঠেলে। সৃষ্টি করে জলোকা জলেতে দিবে ফেলে॥ হাটু পাড়ি যখন নিড়াতে বসে জলে। হস্তি হস্ত হেন যেন ধরে নাভি তলে॥ যখন

যেখানে ধরে জানা নাই যায়। গুটিং দুটি মুখে রক্ত টানি খায়॥ যতক্ষণ জঠর পূর্ণিত নাহি হয়। ছাড়াইলে ছিড়ে তবু ছাড়িবার নয়॥ জল ছাড়ি স্থলে যদি স্থিতি স্থান করে। ছানা ছানা চনা জোঁক তবে দিও ধরে॥ রয়্যে রয়্যে রগে রগে রক্ত যেন খায়। ভঙ্গ দিয়ে ভবনে আসিবে ভূত রায়॥ তবু যদি প্রভু নাহি আসে অবশেষে। আপনি চলিবে গিয়া বাগদিনী বেশে। ধান্য ভাঙ্গি ধরে মীন সেচাইবে বারি। মানিক অঙ্গুরী আন মোহ বাণ মারি॥ রক্ষিবার বাস ঘর বিরচিতে বলে। তবে তার চেষ্টা পাও তুমি আসি চলে॥ ব্যস্ত হয়ে বুড়াটী আসিবে পিছুং। আটে থাক আমি আসি বলিব যে কিছু॥ মুনির মন্ত্রণা মনে লাগিল সুন্দর। সুন্দরীকে বন্দিয়া বিদায় মুনিবর॥

ভগবতী কর্ত্তৃক শিবের নিকট উঙানি মশা প্রেরণ।

মুনিস্থ মোহিনী শুনি মুনিবর বাণী। উড়াইয়া দিল আলকুশী গুঁড়া আনি॥ মন্ত্রবলে ধায়্যে চলে পায় জীবন্যাস। অকাল কুজ্ঝটী যেন ঢাকিল আকাশ॥ মধুর মধুর ধ্বনি শুনি মন্দ মন্দ। কিন্নরের গানে যেন কর্ণের আনন্দ॥ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শরীর সামর্থে নয় ত্রুটি। হাতি হেন জন্তুকে হারাতে পারে ছুটি॥ এমন উঙানি আসে অবনি ভিতরে খায়ে ক্ষত বিক্ষত করিল দিগম্বরে॥ তৈল হীন তনু তায় অপান্তরে পায়। বাকি নাহি কোনখানে খুন করে খায়॥ জল বান্ধে আষাঢ়ে আরম্ভে ছিল সৈ। উঙানির বেলা বেলা এক দণ্ড বৈ॥ ভীমের উপর আসে উঙানির দণ্ড। কামড়ায়ে কলেবরে করে খণ্ড খণ্ড॥ ভৃত্য ভূতনাথের ভীমের সম বীর। কোন তুচ্ছ উঙানিতে করিল অস্থির॥ সিকি আনি দুআনি দাগিল অঙ্গময়। নয়ন নাসিকা কর্ণ

নিবেশিয়া রয়॥ কর্ম্ম ছাড়ি কাশ্দিয়া কর্দ্দম মাখে গায়। মরে যায় ছুটি হাল্যে পলাইয়া যায়॥ হাম্বা হালে হারি আসে হরের নিকট। দেখে গিয়া দিগম্বরে দ্বিগুণ সঙ্কট॥ ভবের ভ্রূকুটি দেখে ভয়ে ভীম কয়। কি হবে উপায় মামা প্রাণ কিসে রয়॥ স্ফুরে নাহি স্ফীত হয় তনু যে অমনি। গদ্য করি পাঠয়েছে গণেশ জননী॥ মহেশ্বর মন্ত্রণা করিল মনে মনে। আতুরে নিয়ম নাস্তি জানে নারায়ণে তৈল আনি তনুতে লেপন কৈল সবে। উঙানির উপদ্রব এড়াইল তবে॥ ভবনে না আসে ভব ভগবতী জানি। উড়ায় উৎপাত মশা উড়ুম্বর আনি॥ উমার উষ্মায় উপজিল মশাগণ। লক্ষ লক্ষ ধায় ঐক্য ডাকে ঘন ঘন॥ উষ্ট্র বৎ চরণ মাতঙ্গ সম মুণ্ড। দুই দিগে দুই দন্ত মধ্য খানে শুণ্ড॥ রূপে গুণে কর্ম্মশীলে সকলে সুন্দর। তৃপ্ত হয়ে ত্রিপুরা তাহারে দিলা বর॥ শুন শ্যাম ক্ষুদ্ররেখা শোভন শরীর। খলের লক্ষণে খাবে করাবে অস্থির॥ কাণে কাণে কুনু কুনু করিয়া সম্ভাষ। পায় পড়ি পশ্চাতে পৃষ্ঠের খাবে মাস॥ তাড়া দিলে বেড়ে ধর উড়ে নাহি যাবে। ছিদ্র তাকে সুস্থে থাকে রক্ত টানি খাবে॥ রক্তযোগে রক্ত ভোগে লুপ্ত হবে কত। বাশ বনে বাসা কর দিবসের মত সাজে সাজি যাবে সবে শিবে দিবে কষ্ট। সর্ব্বজীবে রক্ত খাবে হিমে হবে নষ্ট॥ ত্রিপুরার তনয় ত্রিলোক নাথে কবে। তাঁকে আনা গুণ পনা গুণ গুণ রবে॥ বিদায় হইয়া মশা বাসা বনে করে। মাছি ডাশ পার্ব্বতী পাঠায় অতঃপরে॥ দেবী উপরোধে ক্রোধে ছুটে মাছি ডাশ। বিনাশ করিতে বিশ্ব বিমোহন চাস॥ সূর্য্যের কিরণে দিলে দেখে শুনে খায়। পুতিগন্ধ পায় মাছি পরিতোষ তায়। কাল মাছি কুলীন করিল তার মান। মৌলিকের মধ্যে খায় তায় দিও স্থান॥ তাই তোমাদের বড়

বাড়াবেন ভোগ। খাইবে যে পেট ভরি ঘায় করি যোগ॥ ডাঁশ খায়মাস ভেদি মাছি খায় রস।ত্রিলোচন আসি তবে হইল অবশ॥ ডাগর২ ডাঁশ ডাকিষায় উড়ে। চলিল চঞ্চল মাছি চতুর্দ্দিগ যুড়ে॥ যায় জগন্নাথ সনে যুড়িতে বিবাদ ভন ভন শুনি যেন ভীমরুল নাদ॥ কাঁড়ানের কালে আসি করিলেক ভঙ্গ। মাঠে পায়ে মাছি ডাঁশ মাতাইল জঙ্গ॥ নির্ভরে নির্ভর হয়ে মারিল কামড়। চর্মকিয়া চন্দ্রচুড় চালাইল চড়॥ ঠুস ঠাস ঠুই ঠাঁই ঠাকুরের করে। দশ পাঁচ উড়ে যায় দুই চারি মরে॥ কট কট কাটে কোটি কোটি দেয় ভঙ্গ। ফুরাবার নয় কিন্তু ফুলাইল অঙ্গ॥ ভীম সনে ভ্রূকুটি করিছে ভূতনাথ। চট চাট শুনি চড় চাপড় নির্ঘাত প্রাণ ভয়ে পালাইলে পিছু পিছু ধায়। ধান বনে ধুর্জ্জটিকে ধরণী লোটায়॥ বাড় বাড় করে ভীম বাপ বাপ বলে। কানড়ে কাতর হয়ে ভাসে নেত্র জলে॥ শঙ্কটে শোণিত ধারা সকল শরীরে॥ দড়ি ছিঁড়ে মহিষ প্রবেশ কৈল নীরে॥ হাঁটু পাড়ে বুড়া আঁড়্যে বসিলেন পাঁকে। ঠাঁই জানি ঠেঁটা কাক ঠোকরায় তাকে॥ আসিয়া ভন ভনে মাছি বসিলেন ঘায়। মাছেতা পড়িবা মাত্র কৃমি হৈল.তায়॥ রক্তপড়ে ডাঁড় কাকে গাঢ় করে খায়। হোগলের বনে বৃষ ধাইয়া লুকায়॥ মহাদেব মনে মনে করিয়া মন্ত্রণা। ঘৃত স্পর্শে ঘুচাইল সবার যন্ত্রণা॥ হালের কি আরি করে কৃমি কৈল দূর। তাহাতে রসুন তৈল দিলেন প্রচুর॥ সুস্থ হয়ে সমস্তে সন্ধ্যায় যান বাসে। ভীম সঙ্গে ভোলানাথ মনের উল্লাসে॥

মসার উৎপাত।

দেখি প্রদোষ কাল, যেন কালান্তের কাল, পালে পাল ছুটে মসাগণ। ছোট বড় যতেক, কহিব কতেক,

কেঁড় আসি শিবের ভবন ॥ শুনি সব ঝঙ্কার, ভৃত্যে করে, হুঙ্কার, কিবা দেখ ওহে শূলপাণী। নিনাদের ধমকে, পরাণেতে চমকে, এ আর আইল কি না জানি ॥ সদাশিব সহিতে, দাসগণ কহিতে, দর দর পড়িতেছে গায়। কাণে কাণে আসিয়া, গুণ গুণ ডাকিয়া, পৃষ্ঠে বসি হরষিতে খায় ॥ কত কত বেড়িয়া, ভ্রমিতেছে উড়িয়া, মনোহর করিতেছে রব। ছিদ্র পাইলে তায়, রক্ত যে কত খায়, খলের লক্ষণ আছে সব ॥ মশকের কীর্ত্তন, শিব করে নর্ত্তন; দাস বৃষ মহিষের সঙ্গ। লোম কুপ সকলে, রক্তধারা নিকলে, জর জর হইতেছে অঙ্গ ॥ চাপড়ে চট চাট, হালের ছট হাট, সটসাট নাচিতেছে পুচ্ছ। মর্দ্দন কত হয়, কর্দ্দম সঞ্চয়, এক হাত হইতেছে উচ্চ ॥ মসার পন পন, শুনিয়া ঘন ঘন, চক্ষুর ঘুচিল যত ঘুম। তুঁষ ঘসিতে জ্বর, শঙ্কর জ্বালি খড়, দড় বড় লাগাইল ধুম ॥ তুঁষ ধুম জ্বালাতে, মসকের পলাতে, সকলের হইতেছে শর্ম্ম। স্বভাবে স্মর হর, সুস্থির যে শঙ্কর, জানিল গৌরীর এই কর্ম্ম ॥

ভীম বলে ভোলানাথ করি নিবেদন। চাসে কায নাই বাসে করিব গমন ॥ যাত্রা কালে যত্নে মামী বলে কতবার একবার তাঁর তত্ত্ব না করিলে আর ॥ হৈমবতী হরে ঐক্য হয় এক অঙ্গ। ছয় মাস ছাড়িয়া রহিলে প্রিয়া সঙ্গ ॥ মামী মোর সাবাস জাতির বেটি বটে। অনুতাপে তোমাসনে লাগিয়াছে হটে ॥ তবে দুঃখ দিতে মামী মোরে দেয় যুড়ে। মটরের মর্দ্দনে মুসুর যায় উড়ে ॥ ভুলি মামী ভৃত্যে মারে ভাল করে সর। শিব কহে শুনিয়া সেবক মুখর কপর্দ্দির কদর্থন কুমন্ত্রীর কর্ম্ম। পর্ব্বত নন্দিনী তরে গেল সর্ব্ব ধর্ম্ম ॥ ভাল চাস চসাইয়া চেতাইল ফিরে। মিথ্যা নাহি বলি বাপু আপনার কিরে ॥ ঘরে যেতে কার অতি

লায নাহি হয়। চলেনা চরণ চাস না চসিলে নয়।। পরি পাটি বয়ে গেল কৃষি কি করিব। দিন কত থাক খেত নিড়াইয়া দিব।। ফুরাইবে পাটি ধান্য ফুলে আসিবেক তবে যেন আসি সবে ঘরে যাইবেক।। এড়াইতে নারে ভীম নিড়াইতে যান। কবিবর বলে জলে হও সাবধান।।

জোঁকের উৎপাত।

ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈষাণ বলে ভাল। চারি দণ্ডে চৌদগ চৌরস করে চাল। আড়ি তুলি ধারে ধারে ধরাইল ধান।হাঁটুপাড়ি ঈষানেতে আরম্ভেনিড়ান।। বারটি বারঠে চেকুড়াব ঝড়া উড়ি।গুলামুথি পাতি মারে পুতে যায় নূড়ি দল দুব্বা সোলা শ্যামা ত্রিশিরা কেসুর। গড়গড় নানা খড় উপাড়ে প্রচুর।থরথর খুজিয়া খড়ের ভঙ্গে বাড়। কুলিকরি ধাইল ধান্যের ধরে ঝাড়। কিত্তাযুড়ে তিত্তা বেড়ে মাঝে গিয়া রয়। উলট পালট করে বার পাঁচ ছয়।এইরূপে সেই কিত্তা সারে চট পট। কিত্তা নিড়াইয়া ভীম চলে সটসট বাদ নাহি বাঘ যেন বসি থাকে বুড়া। সাদ্ধ যামে সারে উঠে শত শত কুড়া।। ঘাস বোঝা কাটি ঘরে উঠাত গ-মনে। পোষে দুটি হালী পাটা প্যাড়ী প্রাণ পণে।। এই রূপে প্রতি দিন পাটি গুলি করে। প্রভাতে নিড়াতে যায় আসে তার পরে।। জানিল যোগিনী জটিলের মনো-রথ। জলে স্থলে জলোকা জন্মায় দুই মত।। ছোটিং চিনা জোক ছুটে-ফেরে ঘাসে। জলে গেলে হেতে জোক ধায় রক্ত আশে।। প্রাতে নিড়াইতে ক্ষেতে যাবে বৃকোদর। আইল উপর ঘাসে বসে দিগম্বর।। জোক ধরে দেঁহারে জানিতে নারে কেহ। পরি পাটি করে দৃষ্টি দেখে নাহি দেহ।। নিড়ান সমাপ্ত করে বৎসরের মত। হরিধ্বনি করি উঠে হয় হর্ষ কত। তখন দেখিল জোঁক হৈল মহাভয়।

হাতে পায় ধরেছে হাজার পাঁচ ছয়॥ বিকল হইয়া উঠে দেয় দেহ ঝাড়া। প্রাণ পণে যত টানে তত যায় বাড়॥ পিছলিয়া যায় পাপ ছাড়ে ছিড়ে নাই। মরি মরি করি আসে মহেশের ঠাঁই॥ মুকুন্দে মগন ছিল মহেশের মন। জানে নাই চিনা জোক ধরেছে কখন॥ ভীমে দেখি বলে ভাল ভয় নাই তোর। আপনার দেহ দেখ প্রাণ রাখ মোর দেখে চন্দ্রচুড় চুণে লুণে সব ঘসে। রক্ত বৃষ্টি করে মরে সব জোক খসে॥ যুক্তি করি জলৌকাদি জলেতে পয়ান। অর্দ্ধ ভাদ্রপদ মাসে রৌদ্র পায় ধান॥ পিছু পরি পুর্ণ করি বাস্কিলেক জল। ডুবেরয় খড় যেন দেখা যায় দল॥ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে নাহি করে হেলা। পদাঘাতে যোগ মারে ঘায়ে করি মেলা॥ ডাক সংক্রমণ দিনে ক্ষেতে পুতে নল কার্ত্তিকের কত দিনে কাটি দিল জল॥ ধরণী সুধন্যা হৈল ধান্য সব ফুলে। ভোলানাথ রহিলেন ভবানীকে ভুলে॥

বাগদিনীর পালারম্ভ।

পদ্মারে পার্ব্বতী বলে পাঠালেম যারে। নাপারিল কেহ তার কার্য্য সাধিবারে॥ মহেশ মাধব হৈল মহি মধু পুরি। কৈলাস হইল ব্রজ আমি রাধা ঝুরি॥ সঙ্কর হইল রাম আমি সীতা হেন। পরিত্যাগ দিয়া প্রভু রহিলেন কেন॥ তিলার্দ্ধ আমারে ছাড়ি কভু নাহি গতি। সে আমি এখন কোথা কোথা প্রাণপতি॥ কত দিনে কান্ত সনে হবে দরশন। হর মুখে হরি কথা করিব শ্রবণ॥ হেদাইল ছেলে ছুটি হয়ে হর হারা। কান্ত বিনা কৈলাস কানন হৈল সারা॥ বাগদিনী হতে বিধি সুতে দেয় মতি। পাছে দেন খোটা পরিণামে পশুপতি॥ খোটা বরং ভাল হাসি হাসি বলে দাসী। অল্পকথা বটে মাতা চল ছলি আসি॥ যুক্তি করি পদ্মা সাথে পার্ব্বতী ত্বরায়। মহেশের ক্ষেতে মহা-

মায়া ভবে যায় ॥ ধান্য দেখি পুণ্যবন্তী ধন্য ধন্য করে সার্থক শিবের চাস সাবাসি শঙ্করে ॥ এই পাকে প্রভু মোকে পাসরিয়া আছে। প্রিয় ধান্য পোতা গেলে পিটে ফেল পাছে ॥ পদ্মা বলে নাহি পোত ফুল ধান্য গুলি। যুক্তি করি মৎস্য ধর মধ্যে কর কুলি। কার্য্য হেতু কার্ত্যা য়নী কিঙ্করী কথায়। বিমোহিণী বাগদিনী হইল তথায় ॥ হোগলের বনে পদ্মা লুকাইয়া রয়। বাধ বাধি বিধুমুখী সেচে ফলে পয় ॥ প্রথমে প্রচুর পুঠি লম্ফ দিয়া কাছে। বাড় পুতে বলিল বিস্তর মৎস্য আছে। ধরে মৎস্য ধান ভাঙ্গি করে বরাবর। দেখিয়া রুষিয়া আইসে বীর বৃকোদর ॥

ভীমের সহিত বাগ্দিনীর কলহ।

ক্ষুব্ধ হয়ে শব্দ করে উঠে উত্তরায়। আরে মাগী কি করিলি হায় হায় হায় ॥ খায়ে কাদা পানি খাটি খেত কৈল হর। হেন ধান্য ভাঙ্গ বেটী বুকে নাহি ডর ॥ শিবের সাক্ষাৎ হলে বাধিবেক লেঠা। বাগদিনী বলে দূর আট কুড়ো বেটা ॥ বল গিয়া বালাই কে যায় তার ঠাঁই। রাড়ের মেয়েকে তুই কিছু বল নাই ॥ শিব ভাই ধান্য বৃত্তি কৈল মৎস্য ধরা। শিবের ক্ষেতে না ধরিলে কোথা যায় ধরা ॥ তোর শিব কি করিবে তাকে আমি জানি ॥ আন গিয়া তাকে ডাকি সিচে দেয় পানি ॥ ভীম বলে মর মাগী ভয় নাহি বুকে। কে রাখিতে পারে তোরে আমি দিলে ঠুকে ভাঙ্গ ধান অপমান কর পুরা জোরে। শাসি আমি শম নেরে চেননাক মোরে ॥ চাড়া হয়ে কড়াই কথা গুলো বলে যাবে কোথা যাবে মাথা মম বাহুবলে ॥ ক্ষেত খোলা ভাঙ্গিতেছো আপনার মনে। ভোলার চেলার বল দেখনি নয়নে। দক্ষ যজ্ঞ ভূত ভোগ্য করিবার তরে। বলেছিলা ছলে বীরভদ্র বীরবরে ॥ ভূতপতি অনুমতি বলে করি বল

সহদক্ষ দক্ষ যজ্ঞ দেছে রসাতল ॥ ছিল রক্ষ লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ যত। ভূতের মুতের স্রোতে ভেসে গেল কত ॥ তুমি তার কোন ছার লাগিবে বা কোথা। পলা পলা এই বেলা বলি হিত কথা ॥ করিব না নারী হত্যা ভাবি ভয় ভেবে। নতুবা কি করি ভয় ধরি গিয়া দেবে ॥ ভীমে বলে যাযা বেটা কেটা ডরে তোরে। বল গিয়া তাঁরে তোর বল যার জোরে ॥ বৃকোদর বলে বেটী বড় দেখি জুম। ক্ষতি কর আবার কথার এত ধুম ॥ বাগদিনী বলে আমার কি করিরে বুড়া। ভীম বলে জানিবি যখন দিবে ছুড়া। ভীমে বলে মান লয়ে যারে বেটা বেসো। শিব পক্ষ হয়ে রোষ সেকি তোর মেসো ॥ ভীম বলে মেসো নহে মামা বটে মোর। শিব ধান্য ভাঙ্গ বেটি সে কি ভর্ত্তা তোর ॥ বাগদিনী বলে বটে শিব ভর্ত্তা হয়। শিব জানে আমি জানি তোরে কি সে ভয় ॥ছির বেশে ছারকপালে ছুরে যা ভাগী। ভীম বলে মরলো ভাতার খাকী মাগী ॥ কথা নাহি মুখে ধান্য ভাঙ্গে আর গাঙ্গে ।মহা কোপে ধায় বীর মারিবার সাজে ॥ বাগদিনী বলে বেটা যদি দেখি ছুতে। ঘাড় ভাঙ্গে রক্ত খাব যাব পাকে পুতে ॥ কড় মড় করে দন্ত কটমট চান। মহাবীর মনে করে মাগী বড় টান ॥ অসুর দলনী ধায় উঠাইয়া চড়। ভঙ্গি দেখে ভয় পায়ে ভীম দিল রড় ॥ ধর ধর করি পিছে মারে উড়াতাড়। ভীমের ভাবনা হৈল ভাঙ্গিলেক ঘাড় ॥ পড়িতে পড়িতে পলা ইল চটপট। শিবের সাক্ষাতে গিয়া বান্ধিলেক জট ॥ হাই ফাই করে ঘন পিছু পানে চায়। বাগদিনী আসি যেন কালান্তিকা প্রায় ॥ ব্যগ্র হয়ে বিভু বলে বিবরণ বল বৃকোদর বলে মামা পলাইয়া চল ॥ বিশ্বনাথ বলে এত ভয় পাও কেন। ঘর চড়ে ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাবে হেন ॥ কামরিপু কহে বাপু কেবা কহ তিনি। বৃকোদর বলে এক

মাগী বাগদিনী ॥ ধরে মৎস্য ধান্য ভাঙ্গে করে বরাবর। রূপে গুণে যৌবনে জিনিছে চরাচর ॥ উঠিয়া বসিল বুড়া পাইয়া সন্ধান। বল শুনি বাগদিনী কেমন বন্ধান ॥

বাগদিনীর রূপ বর্ণন।

শুন শুন ত্রিপুরারি, দেখি বাগদিনী নারী, এক মুখে কি করব তাহারে। চতুর্ম্মুখে বিধি যদি, কোটিকল্প নিরবধি, কহে রূপ তথাপি নাপারে ॥ লক্ষ্মী কিম্বা সরস্বতী রম্ভা তিলোত্তমা সতী, অথবা মোহিনী অবতার। দেখি রূপ মনোলোভা, ত্রিভুবনে যত শোভা, সকলি পাইল তিরস্কার ॥ মুখের তুলনা তার, চরাচরে নাহি আর, অধরে অরুণ বর্ণ মাখি। কোকিল জিনিয়া ভাষা, খগেন্দ্র জিনিয়া নাসা, খঞ্জন গঞ্জন দুটি আঁখি ॥ নিন্দি কুন্দ মুক্তাফল, দশন কমল দল, চামর কি ছার কেশচয়ে। নবঘন জিনি বর্ণ গিধিনী নিন্দিত কর্ণ, কামদেব কার্ম্মুক ভ্রূদ্বয়ে ॥ কণ্ঠে কম্বু কুৎসিত তাহার। মালুর লাঞ্ছিত স্তন, মুগ্ধকরে ত্রিভুবন, মাজায় মৃগেন্দ্র পরিহার ॥ করিকর জিনি কর, নখ নিন্দে শশধর, রাম রম্ভা জিনি উরুদেশ। পরিপূর্ণ রূপ গুণ, নির্ব্বা চিত্তে নাহি পুন, সর্ব্বদা দোষের নাহি লেশ ॥ আলো করিয়াছে ধান্য ভূমি। মম বাক্যে ত্রিলোচন, প্রত্যয় না যদি হন আমি দেখাইব চল তুমি ॥ শিব বলে যাব নাহি আমি। বাগদিনী সেতো নয়, মম মনে হেন হয়, ছলিতে এসেছে তোর মামী ॥ মম গোণ দেখি পরে, ছলে লয়ে যাবে ঘরে, দৃষ্টিমাত্র হারাইব জ্ঞান। ভুলাইয়া সে আমারে, লয়ে গিয়া নিজাগারে, পশ্চাতে খাইবে মোর প্রাণ ॥ ভীম বলে বল ভাল, মামী গৌরী এ যে কালো, আমি কি মামীকে চিনি নাই। মামী চেঙ্গা বয়োধিকা, সে কৃশাঙ্গী সুবালিকা, তবে কেন ভাবনা গোসাই ॥ শুনিয়া এমন বাণী, ব্যগ্র

হয়ে শূলপাণি, বাগদিনী দেখে ভীম সাথে। ভয়ে ভীম রহে দূরে, কামিনী কটাক্ষ পুরে, হানে বাণ ব্যস্ত ভূতনাথে॥ যত ধান্য ভাঙ্গেছিল, সকলি মর্য্যাদা দিল, ভাল মন্দ না বলিল্য কিছু। বিনয় করিয়া হেন, কাষ্ঠের পুতলি যেন ফিরিতেছে তার পিছু২॥ পরিচয় ছলে তথা, কহেন রসের কথা, মদনে মোহিত হয়ে হর। শুন শুন বাগদিনী, বিশ্বমন বিমোহিনী, ইঙ্গিতে ঈশানে রক্ষা কর॥

বাগদিনীর পরিচয় রঙ্গ।

মনোরমা নিরুপমা নিবেদন করি। কোথা বাস কিবা আশ কহলো সুন্দরী॥ কাহার কামিনী তুমি দুহিতা বা কার। কটি ছেলে কটি মেয়ে বলোনা তোমার॥ ভাতারের ভাব যত ভাবে জানা যায়। সেহলে এমন কেন সুধু হাত পায়॥ তব চাঁদমুখ দেখি বুক যায় ফাটি। কোন প্রাণে হেন হাতে পরায়েছে মাটি॥ তোমার ভাতার বুড়া বুঝিনু নিশ্চয়। বুড়া নাকি এমন যুবতী ছাড়ি রয়॥ বাগদিনী বলে তুমি যাও নিজ স্থান। জ্বলন্ত অনলে কেন ঘৃত কর দান॥ বুড়ার বিদ্রূপে মোর মূর্ত্তি কালি হয়। দেখিলে বুড়ার মুখ জ্বলি অতিশয়॥ বুড়া বলে তোমা সনে কই নাহি কিছু। তুমি সে ব্যথিত হয়ে ফের পিছু২॥ শিব বলে আমিতো ব্যথিত বলে জান। দুটি কথা কও তবে হয়ে কৃপাবান॥ দেহ পরিচয় রামা দেহ পরিচয়। বুড়ার ব্যগ্রতা শুনি বাগদিনী কয়॥ বঙ্গ দেশ নিবাস শিখরপুরে ঘর। স্বামী বুড়া সুদরিদ্র দুলে দিগম্বর॥ পিতৃনাম হিম দুলে সেব্য যার শৌরি। মাতৃ নাম মেনকা আমার নাম গৌরী॥ বুড়াটি বিদেশে বনিতায় রুচি নাই। মাঠে২ মাছ মারি হাটে বেচি খাই॥ অল্প দিনে দুটি বেটা দিয়াছে গোসাই। বহিন বিহীন পুত্র কার্ত্তিক গণাই॥ পার্ব্বতী প্রকৃত তবু দিলা পরিচয়। আতুরে অজ্ঞান জ্ঞানময়

প্রভু হয়॥ মায়ার মহিমা মদনের পরাক্রম। জানাইতে জীবকে যোগেন্দ্র পান ভ্রম॥ তরুণীর বাক্যে ত্রিলোচন তৃপ্ত হয়। সই সই বল্যে সেই সেই নাম কয়॥ নামে, নাম ধামে ধাম হল বরাবর। সয়াকে সইর দয়া চাই, অতঃপর॥ তোমাকেও বুড়া সয়া হয়েছে বিহীন। আমিও তোমার সই ছাড়া বহু দিন॥ হাসি কাছে ঘেঁসি ছুঁতে যান অঙ্গ। বাগদিনী বলে আই এআর কি রঙ্গ। বুড়া সুড়া মিন্সার একি দেখি কর্ম্ম। মজে মন বলে কি মজায় পর. ধর্ম্ম দেব দেব বলে মোরে দয়া কর সই। বাগদিনী বলে আমি সেই মেয়ে নই॥ আপনাকে আঁটি নাই পর মাগু চাও। এত যদি আম্বা তবে ঘরে চলি যাও॥ শিব বলে শুন সই তুমি কি অপর। তব সই সেই নহে কেন যাব ঘর॥ শিব বাক্যে জ্বলে অঙ্গ কহিছে অভয়া। কি দোষ করেছি সই কহ দেখি সয়া॥ ভুলি ভোলা তাঁরি কাছে তাঁর নিন্দা কন। তব মত তিনি যে মনের মত নন॥ কঠিন হৃদয় হন দোষে গুণে যড়। দ্বন্দ্ব বিনা নাহি রয় এই দোষ বড়॥ তুমি যদি সয়া বলে মোরে দয়া কর। তাঁকে ছাড়ি তোমা লয়ে করি আমি ঘর॥ শুনে মাত্র জ্বলে গাত্র কহিছে অভয়া। নিদানে এমন কভু না করিবে সয়া॥ মিথ্যা নহে বাগদিনীর জাতি ধর্ম্ম আছে। স্বধর্ম্মেতে সয়ার সকল মজে আছে॥ ধর্ম্মপত্নী ছাড়ি রবে ধীবরীর ঠাঁই। দুষ্ট হয়ে দেবলোকে লজ্জা পাবে নাই॥ কামিনীর কথা শুনি কামরিপু কয়। ঈশ্বরের কথা সত্য কর্ম্ম সত্য নয়॥ বড় ভাই ব্রহ্মা মোর দেববক্তা হয়। কন্যাতে করিতে ক্রীড়া ধায় সৃষ্টিময়॥ আর ভাই বিষ্ণু মোর কৃষ্ণ অবতারে। গোপীনাথ নাম তার গোপিনী বিহারে॥ মধুপুরে কুব্জারে করিলা পরিতোষ। তেজীয়ান পুরুষে পরশে নাই দোষ॥ অনলে সকল জ্বলে তুমি জান সার। এমন সন্দেহ কর

কেন তবে আর ॥ ইহা শুনি বাগদিনী বলিছেন পুন'। বিবরিয়া জাতির বৃত্তান্ত বলি শুন ॥ নিজপতি ছাড়ি পতি করে যেই মেয়ে। রূপে গুণে যৌবনে বা ধন ধান্য পেয়ে ॥ যৌবন কি রূপ ধন কিছু নাহি তোর। বুড়া পতি ধরে কেবা করে পাপ ঘোর ॥

অপত্য পালন হেতু পর পতি আশ। অর্থ দিয়া পুষিতে হইবে বারমাস ॥ পরের সন্তান. বলি বাস নাহি মনে। আবদার সবে তার আমার কারণে ॥ আপনার দোষ গুণ এই কালে কই। ভাব করে যে ভাবে তাহার ঘরে রই ॥ সকল ছাড়িয়া যে আমারে করে সার। সেই মোর প্রিয় তাকে ছাড়ি নাহি আর ॥ পরের রমণী মরি পীরিতের তরে। প্রাণ দিতে পারি যদি ডাকে প্রেম করে ॥ অন্ন বস্ত্র অলঙ্কার কিছু নাহি চাই। নিত্য লক্ষ লাভ করি ভাব যদি পাই ॥ অভক্তি করিয়া যদি দেয় নিজ শিরঃ। তারে দয়া নাহি করি হইলে সুধীর ॥ মোর গুণে মগ্ন থাকে নির্গুণ ভাতার। আপনি সকল করি নাম মাত্র তার ॥ উভয়ে অভিন্নভাবে থাকি অবিশ্রান্ত। সকলে ব্যাপিকা আমি ব্যাপ্য মোর কান্ত ॥ এমন আয়ত্ত রাখি পতিব্রতা মেয়ে। মরে নাই মোর পতি বাঁচে বিষ খেয়ে ॥ শিব বলে তব সই এই গুণ ধরে। হারাইয়া হৈমবতী পাইলাম পরে ॥ বাগদিনী বলে সয়া বড় ভাগ্য তোর। যে দোষে ছাড়িলা সই সেই দোষ মোর ॥ বাগদিনী সাথে কিন্তু সুখ পাবে বাড়া। রহিতে নারিব আমি জাতি বৃত্তি ছাড়া ॥ প্রথমতঃ প্রেম করি খোলা দিব হাতে। সেঁচাইব জল মাছ বহাইব মাথে ॥ পাটা পাড়ি হাটে মাছ বেচিব হে যবে। গমস্তা হইয়া তুমি কড়ি গণ্যে লবে ॥ শিব বলে আর কেন মাছ বেচা হাটে। রাজ রাজেশ্বরী হয়ে বসে থাক খাটে ॥ দয়া করে সয়ার যদ্যপি নিলে সেবা। ত্রিভু-

বনে তোমার তুলনা আছে কেবা ॥ বাগদিনী বলে সয়া এতে ভাঙ্গে মতি। কথা যদি কাট হে কি কায বুড়া পতি কি বোল বলিলে সই বিদারিলে বুক। আন খোলা সিচি, জল ত্যজ মন দুঃখ ॥ বিচারিলা বিধুমুখী জল সেচা নাই। পরিণামে পাব খোটা পুরুষের ঠাঁই ॥ খোলা দুই সেচালে কহিতে ভাল হয়। ভোলানাথে খোলা দিয়া দাণ্ডাইয়ে রয়॥ যোগেশ্বর জল সেচে জলাধিপে কম্প। সেচা গাড়া সমীপে সফরী দিল লম্ফ ॥ ঝট ঝাট শুনি ঝট ঝাট ফেলে পয়। সাবাস সাবাস সয়া বাগদিনী কয় ॥ তরুণীর তারিফে ত্রিগুণ হৈল বল। টিকে নাই বাধ আর টানাইল জল ॥ যোগিনী জপিয়া মন্ত্র জল করে স্থির। তবু টুটে বিভু হাতে আটে নাই নীর ॥ চক্র করি চণ্ডী জল কাটি দিতে যান। দেখে আসি সয়া পাছে ভাঙ্গে বাধ খান ॥ শিব বলে সই তোরে না দেখিলে মরি। দুই জনে যায়ে জল নিরীক্ষণ করি ॥ বাগদিনী বলে সেচ সেচহে গোসাই এত অপ্রত্যয় কেন পলাইব নাই ॥ সেচন দা বাড়ি থেয়ে হইয়া নিরব। বাগদিনী গিয়া বাধ কাটি দিল সব ॥ আসিয়া শিবের পাশে হাসে খল খল। সেচে যত আসে তত টুটে. নাহি জল ॥ ধোকা দিল ধূর্জ্জটিকে কটিদেশ ধরে। কিরাতের বেটী করে ইঙ্গিত ঈশ্বরে ॥ তোমা হয়ে আমি ধুকি করি হাই কাই। তুমি জল সেচ সয়া দাঁড়াইও নাই ॥ এই মুখে বাগদিনী মাগু চাও মন। সব জল সেচিতাম আমি এতক্ষণ ॥ বিনয় করিয়া তারে বলিল গোসাই। বাপের বয়সে জল কভু সেচি নাই ॥ ভবানী কহেন যদি সেচিতে না জান। বাগদিনী মাগুকে তোমার কেন প্রাণ ॥ দারুণ কথায় দেবদেবে হৈল ক্লেশ। বায়ু বীজ জপি জল করিলেন শেষ ॥ অল্প জলে মৎস্য ফিরে করে ধড় ফড়। ডরাইয়া ডাকিনা ডিম্বেরে করে গড় ॥ শেষ জল সদা-

শিব সিচে ফেলে কোপে। জাল পাতি ভগবতী ভাসা মৎস্য লোকে॥ সেচে সর্ব্ব করে গর্ব্ব কেমন গো সই কথায় কেবল বুড়া কাযে বুড়া নই॥

ভবানী ভাবেন ভবে কি রূপে ভুলাই। জীব হত্যা কৈলে ত্যাগ দিবেন গোসাই॥ মহামায়া মায়া করি মৎস্য মারে রঙ্গে। গণ্ডপতি পেথে বয়ে ফেরে সঙ্গে সঙ্গে ধরেন পাবদা পুঠি পাগাস পাঠীন। চিতল চিঙ্গুড়ি চেলা চাদকুড়া মীন॥ ধান্যছুলি ধোপাচি ধরিল ডানকনা। মৌরলা খলিসা ভোল টেঙ্গরা নয়না॥ তেটেঙ্গরি ধরিল তেচক্ষু মাছ ছাড়া। সোল সাল মৃগাল সিঙ্গাল মারে তাড়া কালি বাটা খুড়সী রোহিত মৎস্য কত। কালুবসু কাতলা কমঠ শত শত॥ ভেটকি ইলিস আড়ি মাগুর গাগর। ফলুই গড়ুই কই কত জলচর॥ মাথা পুতে ছিল গুতে সেহ হৈল ধ্বংস। পাঁক ঘাটি পিছু মারে পাকালের বংশ॥ পশুপতি পেথে লয়ে ফেরে বয়ে বয়ে। দীপ্তি পায় দিব্য মৎস্য রাশি রাশি হয়ে॥ চেঙ্গ ধরে চামণ্ডী চাহিয়া চারি আড়ে। কুচে কাকড়ার তরে হাত দেন গাড়ে॥ ভগবতী ভোলানাথে ভুলাবার তরে। সাধ করি শামুক গুগলি হাড়ি ভরে॥ বাগদিনী বিশ্বনাথে বড় কৈল দয়া। জাড়ি বেঙ্গ ধরে বলে ধর ধর সয়া॥ হর বলে ছিছি সই ইহা কেন লব। বাগদিনী বলে সয়া ছুঞ্জনায় খাব॥ কিরাতিনী কথা শুনি কর্ণে দিল হাত। চুপি চুপি চন্দ্রচুড় চিন্তে জগন্নাথ॥ এত অনাচার তার দেখিয়া তখন। তবু চান ত্রিলোচন দিতে আলিঙ্গন॥ বাগদিনী বলে সয়া ছুও নাহি আর। কড়ি পাতি নাই কথা সুদু বার বার॥ দুঃখিনী দেখিতে নারী নিকড়ে নাগর। কি দিবে তা দেও আগে হাতের উপর॥ তবে তোমা সনে কথা এক্ষণে কহিব। নহে সুদু জরাকে যৌবন কেন দিব

শিব বলে সই তোর বুদ্ধি নাহি কিছু। সুন্দর পাইলে সুখ পাইবে হে পিছু॥ সম্প্রতি চাসের শস্য লহ বিদ্যমানে। বাগদিনী বলে তবে দিলে কোন প্রাণে॥ আইমা কি আরে মোর নিকড়ে নাগর। কড়ি পাতি নাহি কথা ডাগর ডাগর॥ শিব বলে তুমি কিবা চাহ বল বুল। অষ্টসিদ্ধি অষ্ট বসু দিব হে সকল॥ কিরাতিনী বলে মোর কায নাই তাতে। পিত্তলের অঙ্গুরীটী দেও মোর হাতে॥ পূর্ণ করি পিত্তল পরিতে যদি পাই। বাগদিনীর মেয়ে আর কিছুই না চাই॥ পিত্তল অঙ্গুরী নহে কহে ত্রিলোচন। মানিক্য অঙ্গুরী লক্ষ নৃপতির ধন॥ দয়াকরি দামোদর মোরে দিয়া ছিল। ধর ধর বলিয়া ধুর্জ্জটি তারে দিল॥ হৈমবতী হরের অঙ্গুরী লয়ে হাতে। পলাইতে প্রবঞ্চনা করে প্রাণনাথে॥

—※—

তোমার অঙ্গুরী লও, মোরে ধর্ম্মপথ দেও, ও কথাটি মোরে ক্ষমা কর। আমার ভাতার ভাঙ্গী, নিরন্তর বহে টাঙ্গী, কপালে আগুন ভয়ঙ্কর॥ পোড়াকপালের তরে, যাই নাহি বাপ ঘরে, এক তিল ছাড়ি নাহি রয়। পিছু পিছু ফেরে ছুটে, বৃষের উপরে উঠে, চায়ে দেখে চতুর্দ্দিগ ময়। অন্তরে বাহিরে ঘরে, সব ঠাঁই দেখি হরে, কাছে কাছে আছে হেন বাসি॥ দেখিলে ভটস্থ হবে, অমনি চাহিয়া রবে, দোঁহার গলায় দিবে ফাঁশী॥ তমো গুণে তার মহাক্রোধ। আমি জানি তার মর্ম্ম, দেখিলে কুৎসিত কর্ম্ম, ব্রহ্মার না করে উপরোধ॥ সই যদি করে দয়া, কি করিতে পারে সয়া, অকায তাহার সাবধান। তাহার ভাগ্যের ফল, তুমি আসি মোর বল, অনলে পড়িবে ঘৃত দান॥ মোর মাতা সীতা সতী, পিতা মম

লক্ষপতি, পতি মোর পতিত পাবন। আমি পতিব্রতা নারী, মরিলে কি খেদ তারি, তবু ধর্ম্ম না করি লঙ্ঘন॥ মহিষ মর্দ্দিনী জায়া, কুলীন কঠিন কায়া, সে যাহা সহিতে নাহি পারে। মানুষী তোমার সনে, মরে যাব আলিঙ্গনে দূর দূর করে হুদাগারে॥ তোমার চরিত্র মোকে, কহি-য়াছে বহু লোকে, কার্ত্তিকের জন্ম উপাখ্যানে। আর গুলি শিব দণ্ডে, সকল ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে, আমি তায় বাঁচিব কি প্রাণে॥ সদাশিব বলে শুন সই। দেবের রমণ পরে, মানুষী যদ্যপি মরে, কুম্ভী নারী মরিলেন কই॥ আইবড় কালে বাপ ঘরে। সূর্য্যের প্রতাপ সয়ে, রহিল নবীনা হয়ে, কর্ণ পুত্র ধরিল উদরে॥ পতি অনুমতি করে, ধর্ম্মে রতি দান পরে, যাতে হৈল রাজা যুধিষ্ঠির। বলবান পুত্র তরে, রতি দেন বায়ুবরে, তাতে হৈল ভীম মহাবীর যোদ্ধা পুত্র করি মনে, বঞ্চিল ইন্দ্রের সনে, অর্জ্জুনের জন্ম; হৈল তাতে। মধুপুরে কুব্জা ছিল, সে নারী কেমনে জীল, রমণ করায়ে রমানাথে॥ রাবণ রাক্ষস নাথ, দশ মুণ্ড কুড়ি হাত; জিনিল সকল দেবাসুর। সে হারে নারীর ঠাঁই, বিহারে বড়াই নাই, মিছা তুমি ভয় কর দূর॥ ডরাইও নাই সই, আমি অসুখড় নই, বড় সুখ পাবে আলিঙ্গনে। বুকে তোকে দিব ঠাঁই, তিলেক চাহিব নাই সদাই রহিবে আশা মনে॥ যে কেহ আমারে ভজে আনন্দ সাগরে মজে, তার মনে ভয় নাহি আন। আ-মার প্রেমের রীত, গিরিসুতা সুবিদিত, কেঁচনি সকল বাসে প্রাণ॥ কত লোক মোর তরে, তপস্যা করিয়া মরে, সে তুমি পাইলে অনায়াসে। শিবের শুনিয়া বাণী, দূরে পরিহার মানি, ক্ষেমঙ্করী খল খল হাসে॥

বাগদিনী কর্ত্তৃক শিবের ছলনা।

অতঃপর আলিঙ্গনে অনুকূলা হও। বাগদিনী বলে

সয়া স্থির হয়ে রও॥ ধুয়ে আসি আমি কাদাযুক্ত কলেবর। ততক্ষণ বাসর নির্ম্মাণ তুমি কর॥ শিব বলে সই তোকে না হয় বিশ্বাস। ছাড়ি যাও পাছে বলি ছাড়িল নিশ্বাস॥ উমা কন এমন যখন হবে মনে। মহাপ্রভু মরণ করিহ সেইক্ষণে॥ পশুপতি পাই পতি তপস্যার ফলে। বিনা মূলে বিকায়েছি ঐ পদতলে॥ পার্ব্বতী প্রকৃত কয়ে প্রতারিয়া নাথে। কৌতুকে কৈলাস গেলা কিঙ্করীর সাথে॥ হেথা হর বাসর নির্ম্মাণ করি ডাকে। শীঘ্রগতি কর গতি দুঃখী তব পাকে॥ শয্যায় সুসজ্জ হৈয়া উঁকি দিয়া রয়। বিলম্ব দেখিয়া পুনঃ ব্যস্ত অতিশয় উঠে বসে ওষ্ঠ চাপে পথ পানে চায়। পশ্চাতে বুঝিল প্রিয়া পলাইল হায়॥ জানকী হারায়ে যেন রাঘব বিকল। ভীমের সহিত ক্ষেত খুঁজিল সকল॥ যেন রাস মন্দিরে গোবিন্দ হৈল হারা। ক্ষুব্ধ হয়ে খুঁজে গোপী বৃন্দাবন সারা॥ সেইমত সদা শিব না পেয়ে সুন্দরী। বসিলেন বৃষধ্বজ অধোমুখ করি॥ চঞ্চল হইল চিত্ত চণ্ডিকার তরে। বৃকোদরে বলে বাছা চল যাই ঘরে॥ চন্দ্রচুড় চরণ চিন্তিলে নিরন্তর। শমন শাসিত হবে না থাকিবে ডর॥

শিবের কৈলাস গমন ও ভগবতীর সহিত বিবাদ।

বৃকোদর বৃষের বিচিত্র সাজ করি। শিবের সাক্ষাতে দিল বাগ ডোর ধরি॥ চট পট চন্দ্র চুড় চড়ি চলে তাতে মহিষে চলিল ভীম মহেশের সাথে॥ মনোদুঃখে চলে যান নাহিক কৌতুক। কৈলাসের সমীপে শিঙ্গায় দিলা ফুক॥ শিঙ্গা শুনে শিব লোক সব আসে ধায়্যে। পাশরিল পূর্ব্ব দুঃখ চাঁদ মুখ চায়্যে॥ আনন্দ দুন্দুভী জয় জয়

শব্দ ভাষে। লীলা সারি গোলোকে গোবিন্দ যেন আসে উগ্রকে দেখিতে ব্যগ্র গুহ গজানন। গালি দিয়া গৌরী তারে করে নিবারণ॥ বাগদি হয়েছে মোকে ছাঁড়ি তোর বাপ। যাও নাই ছুও নাই না কর আলাপ॥ ছলোক্তি শুনিয়া ছাবালের হৈল ভয়। প্রচণ্ড চণ্ডিকা দ্বার আগুলিয়া রয়॥ হাসি হাসি হর আসি যান ঘর পাসে। দেবী দিয়া দাবাড়ি রাখিল সেই খানে॥ বাগদির লাজ নাই ঘর ঢুকে মোর। ছেলে পুলে ছুঁইলে ঝকড়া হবে ঘোর॥ ভাল যদি চাও যাও এখনি চলিয়া। যেখানে রাখিয়া এলে বাগদিনী প্রিয়া॥ হর বলে মোর বাগদিনী প্রিয়া কেবা। সই হয়ে সেই জল সেঁচাইল যেবা॥ বাসরে বাগদি বালা বিকল করিয়া। ভাল ভুলাইয়া গেল হাতে খোলা দিয়া॥ ক্ষেতে ক্ষেতে খুঁজে তার দেখা নাই পায়্যে অতএব আসেছে আমার কাছে ধায়্যে॥ চমৎকার চন্দ্র চুড় চণ্ডিকার ভাষে। লজ্জা করে সত্য কথা মিথ্যা করি আসে॥ গণ্ডগোল করে গৌরী গিরিশ সহিত। হেন-কালে হরিদাস হলো উপস্থিত॥ হরগৌরী হর্ষ হয়ে তা-কে আদরিলা। একে একে কুন্দলের কারণ কহিলা॥ মহাজন জানিয়া যথার্থ কথা কয়। একথা সর্ব্বদা বৃথা মনে নাই লয়॥ ত্রিভুবন তৃপ্ত হয় যার ধর্ম্ম বলে। তার ধর্ম্ম দূরে গেল কার কর্ম্ম ফলে॥ তবে মামী তুমি যে মামাকে দোষ দেহ। কহ কিসে জানিলে তোমাকে কহে কেহ॥ পার্ব্বতী পত্তন পায়্যে প্রশ্ন কৈল তাকে। জিজ্ঞাস যে মাণিক অঙ্গুরী দিল কাকে॥ মুনিবর বলে মামা কি বলেন মামী। হর বলে হয় তাহা হারালেম আমি॥ এক দিন সিদ্ধি খায়্যে বুদ্ধি গেল যাতে। নিড়াতে নিড়াতে ক্ষেতে হারা হৈল তাতে॥ তার তরে ত্রিপুরা ত্যজিলা মোর সঙ্গ। নারদ বলেন মামী এত বড় রঙ্গ॥ বাচাইলা

বিমলা বলেন এই বাণী। সাক্ষাতে অঙ্গুরী দিতে হেঁট মুখ খানি। মুনি বলে মহীতলে মজাইলা যাহা। কহ মামী হেন্তা তুমি কোথা পেল্যে তাহা॥ দুর্গাবলে দয়া করি যাকে দিয়াছিল। সেই দিয়া সব কথা আমারে কহিল॥ কহে মুনি কহ শুনি অসম্ভব বাণী। সরমে শঙ্করে কেন কর অপমানী॥ হরিদাস বলে মামী মামা হারি হয়। অপরাধ এবার আমারে কর ক্ষয়॥ জানিল যোগেন্দ্র যত পাইল যন্ত্রণা। এই রাক্ষসীর কর্ম্ম ঋষির মন্ত্রণা॥ ব্রাহ্মণ অবধ্য শত্রু একে কি করিব। প্রভু হল্যে পার্ব্বতীকে প্রতিফল দিব॥ মহেশের মন বুঝে মুনি পায় ভয়। ক্ষিপ্ত হয়ে আপনি দুর্গার দোষ কয়॥ কুমুদার কাছে কাণে কাণে কন শিবে। ইনি বাগদিনী জ্ঞান প্রতিফল দিবে॥ নচেৎ মামীর ঠাঁই মজাইলে মান। ইহা জানি কর কার্য্য কহিব সন্ধান॥ বৃষধ্বজ বলে বাছা বল বল শুনি। বিড়ম্বিতে বিবরণ বলে দেন মুনি॥ মায়ের বড়ই সাধ শঙ্খ পরিবারে। আমি শিখাইলে মামী মাগিবে তোমারে॥ দৈবে তুমি দিবে নাই কবে কটুত্তর। ক্রোধ করে যান যেন জনকের ঘর॥ শাখারী হইয়া শেযে যাবে সেই খানে। চাতুরি করিবে যেন মামী নাহি জানে॥ মূল্য না মাগিবে শঙ্খ পরাইবে হাতে। পশ্চাতে প্রমাদ বাদ পাবে ভীর সাথে॥ বাগদিনী বেশে যত দুঃখ দিল শ্যামা। তার দাদ দিতে পার তবে মোরা মামা॥ সংপ্রতি মিলন করি দিয়া আমি যাই। হর হাসি বলে ঋষি তব সাধ্য নাই॥ নারদ বলেন সব তোমার আশীষে। না করিলে লোকের নিস্তার হয় কিসে॥ উভয়ে ঐক্যতা করে আশীর্ব্বাদ লয়ে। হরি গুণ গায়্যে ঋষি যান হর্ষ হয়ে॥

জাগরণ আরম্ভ।

মহামায়া মহেশ্বরে মনোভঙ্গ করে। মামীকে মন্ত্রণা দিতে মুনি আসে পুরে॥ বিল্বমূলে বিভু বসি বলে ত্রিলোচনী। ইহা শুনি হরিদাস হুতাশ অমনি॥ হায় হায় হৈম-বতী হৈল এত দূর। অভিন্নে বিভিন্ন ভাব বিধাতা নিষ্ঠুর॥ নব্য, কাল সবার সমান নাই যায়। শিবদুর্গা সে প্রীতি অপ্রীতি হল হায়॥ দুঠাঁই দোঁহারে দেখে দহে মোর মনঃ। আগো মামী কহ শুনি এ আর কেমন॥ পার্ব্বতী কি পাশরিতে প্রাণনাথে পারে। পশুপতি পার্ব্বতী পাশরে নাহি তারে॥ দুর্গা বলে দিন কত হয়েছে এমন। কহে মুনি কহ শুনি কিসের কারণ। পার্ব্বতী পূর্ব্বের পর্ব্ব কহিলেন সব। কহে মুনি ধুর্জ্জটি করেছ অসম্ভব॥ বাগদিনী বেশে বটে বিড়ম্বেছ বড়। মত্ত হয়ে মায়ে যে মর্দ্দের কাঁধে চড়॥ রাস রসে রাধা পায়ে রাজীব লোচন। চাপিতে কৃষ্ণের কাধে করে ছিল মনঃ। নগেন্দ্র নন্দিনী বলে নারদ কেমন। তখন তেমন কথা এখন এমন॥ নগেন্দ্র নন্দিনী শুন নিবেদন হেন। বিড়-ম্বেছ বিস্তর আমার দোষ কেন॥ সকল অত্যন্ত হলে শোভা নাহি পায়। উমা বলে এখন উপায় বল তায়॥ কান্তমনে কৌশল কেমন করে নারি। নারদ বলেন কিছু নির্ব্বচিতে নারি॥ দড়ি ছিড়ে দিলে যুড়ে গিয়া পড়ে যায়। মনোভঙ্গে কদাপি তেমন হয় প্রায়॥ সুধা ধারা সম যদি সারা দিন কয়। মুখে মাত্র মমতা মনের সনে নয়॥ বুদ্ধি অনুসারে বলি করিয়া বিচার। দুটীবাই বিনা শঙ্খ না হয় সুসার॥ লক্ষ্মী সরস্বতী শঙ্খ বিলক্ষণ পরে। দৈবা ধিনে হরির লইল মন হরে॥ ব্রহ্মার সাবিত্রী শঙ্খ পরে বিলক্ষণ। বিমোহিনী ব্রহ্মার বাধিয়া রাখে মনঃ॥ সর্ব্বা-ঙ্গ সুন্দরী সর্ব্ব অলঙ্কার পরে। শঙ্খ বিনা সেহ কেহ

শোভা নাই করে ॥ শঙ্খ পরি সবাই স্বামীরে করে বশ। ভ্রূভঙ্গে ভুলায় যে ভুবন চতুর্দ্দশ ॥ শঙ্খ পরে সকল সংসার করে আলো। স্বামীর সুভাগা হয় সবাকার ভাল তুমি মামী শঙ্খ পর হর হর চিত্ত। নিকটে নিকটে নাথ. থাকিবেন নিত্য ॥ প্রাণাধিক প্রভুর হইবে প্রিয়তর। তোমাকে ত্যজিবে. নাই মামা অতঃপর ॥ যদি শঙ্খ পর তুমি রূপবতী মায়ে। তিন চক্ষে ত্রিলোচন থাকিবেন চায়ে।। মুনির মন্ত্রণা শুনে শঙ্খের নিমিত্ত। চঞ্চল হইল বড় বড় চণ্ডিকার চিত্ত ॥

ভগবতীর শঙ্খ পরাবার উপাখ্যান।

হরগৌরী দোঁহারে দোঁহার মত কয়ে। কৃষ্ণগুণ গায়ে ঋষি গেল হর্ষ হয়ে ॥ হৈমবতী হর পাশে হাসে মন্দ মন্দ। কান্তসনে করিয়া কথার অনুবন্ধ ॥ প্রণমিয়া পার্ব্বতী প্রভুর পদতলে। রঙ্কিণী সে রঙ্ক নাথে শঙ্খ দিতে বলে ॥ গদ গদ স্বরে হরে করে কাকুবাদ। পুর্ণ কর পশুপতি পার্ব্বতীর সাদ ॥ দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেও দুটি বাই। কৃপাকর কান্ত আর কিছুই না চাই ॥ লজ্জায় লোকের কাছে লুকাইয়া রই। হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই ॥ তুল ডাঁটী পানা দুটি হস্ত দেখ মোর। শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণ্যের নাহি ওর ॥ পতিব্রতা পড়িল প্রভুর পদতলে। তখন তুলিয়া তারে ত্রিলোচন বলে ॥ শঙ্খের সম্বাদ বলি শুন ত্রিলোচনা। অভাগার অসম্ভব এসব ঘটনা ॥ গৃহস্থ গরিব সাত. গাঁটে টেনা তার। সোহাগী মাগীর গায়ে স্বর্ণ অলঙ্কার ॥ ভাত নাই ভবনে ভর্ত্তার ভাগ্য বাঁকা। মিন্সা খাটিয়া মরে মাগী মাগে শাঁকা তেমন তোমার দেখি ধারা বিপরীত। রহিতে আমারে ঘরে না দিবে নিশ্চিত ॥ জান যদি তুমি অর্থ আছে মোর ঠাঁই। স্বতন্তর বট শঙ্খ কেন পর নাই ॥ নিবারিতে নাই

কেহ নহ পরাধীন। ত্যক্ত কর কেন কহ মিথ্যা সারা দিন।। সদ্ব্যয় না করে করে সম্পদ সঞ্চয়। বলি তারে বঞ্চিত বর্ব্বর অতিশয়।। গোত্র কলত্র পুত্র পায় নাই অন্ন। না দেয় সে নরাধম নরকে আচ্ছন্ন।। মহতের মায়্যে মহেশের জ্ঞান মনঃ। আপনি অন্তরযামী সকল কারণ।। বুড়া বৃষ বেচিলে বিপত্তি হবে ঘোর। সেই বিনা সম্ভাবনা কিবা আছে মোর জানে নাই যে জন জানাতে হয় তাকে। ভামিনী ভূষণ পায় ভাগ্যে যদি থাকে।। ভিক্ষারির ভার্য্যে হয়ে ভূষণের সাদ। কেন অকিঞ্চন মনে কর বিসম্বাদ।। বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে। জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনক আগারে সেই খানে শঙ্খ পরি সুখ পাবে মনে। জানিয়া জনক ঘরে যাও এইক্ষণে।। একথা ঈশ্বরী শুনে ঈশ্বরের মুখে। শূন্য হল সব যেন শেল মারে বুকে।। দণ্ডবৎ হইয়া দেবের ছুটি পায়। কান্তসনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায়।। কোলে করি কার্ত্তিকেরে হস্তে গজানন। চঞ্চল হইলা চণ্ডী করিতে গমন।। গোড়াইল গিরিশ গৌরীর পিছু পিছু। শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু।। নিদান দারুণ দিব্য দিয়া কহে যাও। আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খাও।। করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী। ভাবিল ভার্য্যার কিরা ভাবে পশুপতি।। ধাইয়া ধুর্জ্জটী গিয়া ছুটি হাতে ধরে। আড় হয়ে পশুপতি পড়ে পথোপরে।। যাও যাও যত ভাব জানাগেল বলি। ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেল চলি।। চমৎকার চন্দ্রচূড় চারি দিগে চায়। নিবারিতে নারিয়া নারদ পাশে ধায়।। কবিবর বলে ঋষি কি দেখ বসিয়া। পর্ব্বত নন্দিনী গেল পাথারে ফেলিয়া।।

মহামুনি বলে মামা ত্যজ অভিমান। পাশরিয়া পূর্ব্বদুঃখ পার্ব্বতীকে আন।। হর বলে হর তারে না দেখিলে মরি। নারদ বলেন তাই নিবেদন করি।। তিনি হন বাগ্দিনী তুমি

হওবাগা। বড়বনে বাট আগলিয়া দেওদাগা।।ভবানী ভবনে যেন আসে পায়্যে ভয়। পাছে পিঠে চাপি বসে পশুপতি কয়॥ আমি জানি বিশেষ বাহন বাঘ তার।যাবেক চড়িয়া আমি যাব নাই আর॥ ব্রহ্মা পুত্র বলে বটে বল বিলক্ষণ, মাঠে যাও ঝাট কর ঝড় বরিষণ॥ অনাদি মণ্ডপে গিয়া স্থিতি কর একা। সুতদারা সবার সেখানে পাবে দেখা॥ একত্র নিবাস করি নিশি জাগরণ। পার্ব্বতীকে প্রবোধিয়া প্রভাতে গমন॥ তাহা করি তুমি তারে নাহি পার যদি। নিদানে দেখাবে মধ্য পথে মায়ানদী॥ তাহা যদি ত্রিপুরা তরিয়া যেতে যায়। তখন কপট কর্ণধার হবে তায়॥ পার্ব্বতীকে তুমি নাই দিবে পার করে। আসিবেন ফিরে মামী পড়িয়া ফাঁফরে॥ মুনির মন্ত্রণা শুনে মহাদেব ধায়। বড় বনে বাঘ হয়ে বসিলেন তায়। বাঘহতে বিভুর বাসনা ছিল নাই। যদি দিল যুক্তি তবে যে করে গোঁসাই॥

বেত আঁছাড়িয়া বাঘ বেত বন হতে। ডাক ছাড় ডিঙ্গা মারি দাঁড়াইল পথে॥ পুড়া সম শির অগ্নি সম আঁখি তার। বিশ্বেতে এমন বাঘ দেখি নাই আর॥ বড় বড় মূলা যেন দন্ত দুটি পাটি। বিদারে বিংশতি নখে বসুধার মাটি॥ স্ফুলিঙ্গে ফুলায় লেজ গাত্র ফুলাইয়া। গণেশ জননী গর্জ্জে গহনে পাইয়া॥ বাঘ দেখি বিধুমুখী বলে বিলক্ষণ। বিপিনে বিধাতা আনি দিলেন বাহন॥ বহরে বাহন বলি বাক্য রাখ মোর। দেখিনু দুর্গার প্রতি দয়া আছে তোর॥ প্রভু হয়ে পার্ব্বতীকে ফেলে দিল হর। জনমের মত যাই জনকের ঘর॥ তোমা বিনা ত্রিপুরার নাহি ত্রিভুবনে। বাঘ বড় ব্যথিত বুঝেছি এতক্ষণে॥ পর্ব্বত রাজার বেটী পদব্রজে যাই। অতএব আপনি আসিলে ধায়্যে তাই॥ তোমার বালাই লয়ে মরি সুখে

থাক্। বাপ ঘরে বাহন বহিয়া তুমি রাখ ॥ আর যদি ঈশ্বর আমারে কভু আনে। শুধিব তোমার গুণ সোণা দিব কাণে ॥ ইহা বলি চন্দ্রমুখী চলিল চাপিতে। অন্ত ধ্যান হৈল বাঘ দেখি বিপরীতে ॥ জানিল যোগিনী জগদীশ্বরের কর্ম্ম। ভাল হৈল রক্ষা পায় পতিব্রতা ধর্ম্ম ॥ ত্রিভুবন তারিণী তনয় লয়ে যান। পর্ব্বতের পথে কৈল পার্ব্বতী প্রস্থান ॥ সুরপুরী চলে শূলি শোকাকুলি হয়ে। আদেশিল ইন্দ্রকে সকল কথা কয়ে ॥ ঝড় বৃষ্টি ঝাট কর ছট পুরন্দর। আমার অম্বিকা যেন ফিরে আসে ঘর ॥ ইন্দ্র বলে ও কথা আমারে ক্ষমা কর। ইঙ্গিতে ইন্দ্রত্ব উমা দিবে দুরতর ॥ ঈশ্বরাজ্ঞা অমোঘ আমারে হয় ভারি উভয় শঙ্কটে আমায় রক্ষ ত্রিপুরারী ॥ করপুটে কাকু-বাদ করি ইন্দ্র কয়। দুর্গার নিকটে দাস পাছে দোষী হয় ॥ ঈশ্বর বলেন আমি আশীর্ব্বাদ করি ॥ তোরে তুষ্ট থাকি-বেন ত্রিপুরা সুন্দরী ॥ পূর্ব্বদোষে পার্ব্বতীকে দিব প্রতি-ফল। উমা জানে আমি জানি তোমার কি বল ॥ শিবের সম্বাদ পেয়ে সুখী পুরন্দর। সম্বোধিল স্বগণে শিবের আজ্ঞা ধর ॥ বারি বহে বায়ু বলবন্ত যত ছিল। শিবকে সকল সমর্পণ করি দিল। ধরাধর সাথে ধরাধর সুতাপতি আসি আবির্ভাব করে অন্তরীক্ষ গতি ॥ প্রলয় পবন বয় হয় বজ্রাঘাত। ঘোরতর শীলা বৃষ্টি সহ উল্কাপাত ॥

ঈশানে উড়িয়া করিল পুরিয়া, জলধর ধায় বেগে। কুল কুল ডাকি, অন্তরীক্ষ ঢাকি, আঁধার করিল মেঘে ॥ পড়ে তরুবর, উড়ে বড় ঘর, উৎপাত হইল ঝড়ে। চটে চড় চড়, করে গড় গড়, ঝরিয়া পাষাণ পড়ে ॥ সঘন গর্জ্জন বজ্র বিসর্জ্জন, বরিষে মূষল ধারা। জীবন সংশয়, সর্ব্ব লোকে কয়, প্রলয় করিল তারা ॥ গুহ লম্বোদর, ভাবিয়া

শঙ্কর, আক্ষেপ করিছে মায়। গেল বুঝি প্রাণ, নাহি আর ত্রাণ, বিসম বৃষ্টির দায়।।

তব ধর্ম্মে ছিল ধরা, তুমি হলে সতন্তরা, পতিবাক্য করিলে হেলন। অনুচিত এই কর্ম্ম, দেখিয়া রুষিল ধর্ম্ম, তব সৃষ্টি নাশের কারণ।। তোমাকে ইন্দ্রের ভয়, এ কর্ম্ম তাহার নয়, অধর্ম্ম ইহার হৈল মূল। কৈলাশে ফিরিয়া চল, হইবেক সুমঙ্গল, ঈশ্বর হবেন অনুকূল।। প্রাণনাথ দিল কিরে, তথাপি না গেলে ফিরে, ঠেলি আসি ঠাকুরের হাত। হয়ে পতিব্রতে রতা, না শুন পতির কথা, অতএব হইল উৎপাত।। গৌরী বলে বাছা শুন, মিছা দোষ পুনঃ পুনঃ, বিদায় দিয়াছে তোর বাপ। পশ্চাতে দিয়াছে কিরে, তাতে নাহি গেছি কিরে, ইহাতে আমার নাহি পাপ।। গুহ গছানন কয়, তথাপি উচিত হয়, এখন ফিরিয়া মাতা চল। তবে যদি নাহি যাবে, সঙ্কটে নিস্তার পাবে, মনে স্বর শিব পদতল।। সর্ব্বদুঃখ নিবারা, সুতবাক্য শুনি তারা, ভাবনা করেন ভূতনাথে। শিব দয়া হলো তায়, অনাদি মণ্ডপ পায়, প্রবেশ করিল গিয়া তাতে।। যোগীবুড়া সে আগারে, শুয়ে ছিল অন্ধকারে, ভগবতী পদ বুকে দিল। দেখিয়া বিচল মতি; পদে পড়ি পশুপতি, ভয়ে ভিত পাসমোড়া দিল।

গোঁগাইল বুড়া গৌরী দেখে পদতলে। কেবা গোঁগাইল গুহ গজানন বলে।। ধুন জাগাইয়াছিল শিঙ্গা ফুঁকে তায়। দেখিল দারুণ বুড়া পড়ে মৃতপ্রায়।। দিগম্বর জটাধর অস্থি চর্ম্ম সার। দুই এক দণ্ড বিনা বাঁচে নাহি আর।। দশবার ডাকিলে উত্তর নাহি পায়। বলিলেক এই মাত্র বুক ভাঙ্গি যায়।। গৌরী বলে গড় করি নাহি আমি জানি। অভাগীর অপরাধ ক্ষম শূলপাণি।। পূর্ব্বের

পাতকে পরিত্যাগ পতি দিল। তাতে নাহি মারি পাপ ত্রিগুণ জন্মিল॥ আর বার আমার অধর্ম্ম পাছে হয়। ঘেসাঘেসি ঘরের ভিতরে ভাল নয়॥ চাপনে মরিয়া যাবে যাও বারি হয়ে। বুড়াটি বিপাকে পড়ে বলে রয়ে রয়ে॥ অথর্ব্ব উঠিতে নারি আছি এক পাশে। দয়া কর কেন দুঃখ দেও নিজ দাসে॥ ধরাধর সুতা বলে ধরে আমি তুলি। নিদারুণ তুমি বড় বলিতেছে শূলি॥ ঠাঁই হবে ঠাকুরাণী বস সরে সরে। বুড়া লোক বাহিরে বাতাসে যাব মরে॥ পুত্রের কল্যাণে মোকে পাশে ফেলি রাখি। পরম হরিষে পদতলে পড়ে থাকি॥ সরে বস এখন এখানে হবে ঠাঁই। তোমার দারুণ দেহে দয়া ধর্ম্ম নাই॥ তিন জনে তুলে ধরে তবে বুড়া যায়। নগেন্দ্র নন্দিনী বিনা নিবেদিব কায়॥ জঞ্জাল হইল জরা যম নাহি লয়। যত্ন করে যায়া যত পারে কটু কয়॥ বিষ খাই বিষাদে না যায় তায় প্রাণ। মরণ অধিক দুঃখ মাগের বাখান॥ ভাষে উমা মাগু তোমা বাসে কেন মন্দ। অকারণ কি কারণ সদা হয় দ্বন্দ্ব॥

যুবতীর প্রতি জ্বরা জীয়ে অকারণ। কত করি কিসেও তুষিতে নারি মনঃ॥ আহারে বিহারে বুড়া কর্ম্মে অতিক্রম। শুয়ে থাকি শয্যায় সদাই যাই ভ্রম॥ এক বলে আর শুনি তায় হয় ক্রোধ। আমি বুড়া পাগল আমার অল্প বোধ॥ কি বলিতে কিবা শুনি বুড়ালে বর্ব্বর। তায় তিনি গোসা করি যান বাপ ঘর॥ পুত্র দুটি পিতৃ পরিত্যাগ দিল তারা। পড়ে আছি বুড়া লোক হয়ে বপু হারা॥ উঠাবে বসাবে কেবা মুখে দিবে জল। যুবতী ছাড়িয়া গেল জীবন বিফল॥ মনে করি মরে যাই যায় নাহি প্রাণ। হরি হরি কে মোর করিবে পরিত্রাণ॥ ত্রিপুরা

বলেন তারে মনে করে থাক। প্রিয়া যদি বটে তবে প্রীতি করে ডাক॥ বুড়া বলে সেত বটে বল বিলক্ষণ। তার তরে কে জানে কেমন করে মন॥ ডাকিতে সে ডাকিনীকে ডর পাই প্রাণে। কহ আপনার কথা যাবে কোন স্থানে॥ উমা বলে আমি ও তো ওই দুঃখে মরি। নিষ্ঠুর নাথের কথা নিবেদন করি॥

সন্ন্যাসী গোঁসাই শুন সুধালে তো কই। চিরকাল সাঁচা মেয়ে ছোঁচা বোঁচা নই॥ রূপে গুণে কুলে শীলে সকলে আবাটি। সারাদিন করি সারা সংসারের পাটি॥ আস্থ বোলে আশ্বাস করিতে নাহি কেহ। কৌশলে কান্তের কোলে কাল হল দেহ॥ চরিতার্থ করি মাত্র চাই যার পানে। তথাপি ভালাই নাহি ভাতারের স্থানে॥ ধন্য ধন্য করে সব মোরে অন্য লোকে। বিষখায় প্রভু তবু চায় নাই মোকে॥ সহ্য নাহি করি কথা পতিব্রতা সতী প্রখরা দেখিয়া পরিত্যাগ দিল পতি॥ হাতে তুলে আমি ভুলে খাই বিষ রাশি। হিমালয় সুতা হয়ে হই তার দাসী এখন আমার তার সার হল এই। দোষ না দেখিয়া মোর দুর করে দেই॥ পারে নাহি পোষিতে পাষ্যের হৈল ভার। পরিত্যাগ করিয়া মানিল পরিহার॥ অপরাধ কিনা এই শঙ্খ চায়্যে ছিল। তার তরে বিভু মোরে বিসর্জ্জন দিল॥ পায় পড়ি প্রণাম করিয়া প্রাণনাথে। বাপের বাটীতে যাই বালাকের সাথে। বুড়া বলে তোমারে আমার পরিহার। কেমন করিয়া মায়া কাটাইলে তার॥ সে মরে তোমার তরে তুমি তারে ছাড়া। অথর্কের অপালনে অপরাধ বাড়া॥ কথা রাখ বুড়ার বাটিতে ফিরে যাও। এই বার অপর্ণা আমার মুখ চাও। অপরাধ ক্ষমা করি ফির এক বার। আর দ্বন্দ্ব হলে মন্দ বল যত পার॥ পরাণ পুত্তলি

বিনা পার্থিব যেমন। তোমা বিনা তারে তুমি জানিবে তেমন॥ জলহীন হলে মীন জীয়ে নাহি যেন। শৈল সুতা বিনা শিব হয় সব হেন॥ তার যত প্রভুত্ব তোমার পুরাক্রম। তোমার আয়ত্ত হতে যমে হয় ভ্রম॥ ত্রিলোচন তোমার অন্যের কভু নয়। তোমাকে জপিয়া জন্মজরা করে জয়॥ আত্মারাম রামের রাখিবে ত্রিলোচনা। শঙ্খ দিতে শঙ্করের কিবা সম্ভাবনা॥ সম্ভাবনা শিবের সন্ন্যাসী নাহি জান। কপট সন্ন্যাস করি কষ্ট কেন পান॥ অষ্ট সিদ্ধ অষ্টবসু দশ দিক পাল। যার বশ সে পুরুষ শঙ্খের কাঁঙ্গাল॥ হেট মাথা হয়ে রয় কথা না কহিয়া। জনমের খোঁটা জ্বালে অনলেতে দিয়া। যাব নাহি তার ঠাঁই জীব যত কাল। ত্যাগ দিল তাল হল ঘুচিল জঞ্জাল॥ সেই যদি সে খানে সর্ব্বদা দেই শঙ্খ। ঘর যাব তবে তার ঘুচিবে কলঙ্ক॥ আমার অপ্রিয় যেন কেহ করে নাই। অপ্রিয় করিল পতি ত্যাগ দিল তাই॥ যোগি বলে জানা গেল স্বভাব তোমার। অপ্রিয় কথন কেহ না কহিবে আর॥ তবে যদি বুড়া ভোলা ভুলে কথা কয়। মহতের বেটী হলে মাথা পাতি লয়॥ পর্ব্বত রাজের বেটী পতি ব্রতা হয়ে। স্বামীরে ছাড়িয়া যায় শিশুসঙ্গে লয়ে॥ জাতি নষ্ট হৈত আজি যুবা হলে আমি। কুলেতে কলঙ্ক তবে হবে নীচ গামী॥ বিধুমুখী বলে মোকে বুড়া হল কাল। কোথাও ঘুচিল নাই বুড়ার জঞ্জাল॥ বকে মরে বুড়াটা বুঝিতে নারে কিছু। বল বুদ্ধি গেল সব বুড়াটার পিছু॥ শিবের সন্ততি সে কি শিশুবলে জান। মনঃ দিয়া শুন কার চরিত্র বাখান॥ ঋষির রমণীরে রাক্ষসা নিল হরি। কাঁদিল কামিনা কোলাহল শব্দ করি॥ পেটে হতে পুত্র পড়ে কোপ দৃষ্টে চায়। ভস্ম হৈল রাক্ষস উদ্ধার কৈল হায়॥ ত্রিপুরারি পুত্র এত পার্ব্বতীর বেটা

তারিল তাড়কা মারি ত্রিদশের লেঠা ॥ বড় বেটা বাক্-সিদ্ধি যা বলে তা হয় ।আপনি অসুর অরি কারে করি ভয় শুম্ভ নিশুম্ভাদি দম্ফ করি মারি যায়। সেত আমি তুমি বুড়া হয় হবে তায় ॥ তুমি হলে তেমন এমন আমি মায়্যে ঘাড় ভাঙ্গে ঘরের ভিতরে যাব খায়্যে ॥ চণ্ডীর চরিত্র শুনে চুপ দিল তবে। নারীর হইয়া শেষে নিন্দাইল সবে অনিদ্র নিদ্রার ছলে গড়াইয়া যায়। ঠেকিল ঠাকুর গিয়া ঠাকুরাণী পায় ॥ রয়ে রয়ে রসে রসে গায় দিতে হাত ব্যস্ত হয়ে বিশ্বমাতা বলে বিশ্বনাথ ॥ গোবা ছিল গৌরীর গুমানে গেল ভরি। ঘর হতে ঘুচাইল শেষে ঘাড় ধরি ॥ পূর্ব্ব দুঃখে পার্ব্বতী ফেলিল পূর্ণকাম। উচ্চ পাড়া হতে বুড়া পড়ে বলে রাম ॥ চারিদিগে চায়ে চন্দ্রচুড় দিলা ভঙ্গ। ভীত হয়ে ভয়ে হেরি ভবানীর রঙ্গ ॥

ঝড় বৃষ্টি নাহি আর নিশা অবসান। বিশ্বমাতা বি... হানে বাপের বাটী যান ॥ জগন্নাথ জগত করেছে জল ময়। মধ্যস্থানে মায়া নদী মহা বেগে বয় ॥ বিলক্ষণ বিপীন নদীর কুলে পরে। সলিল না খায় কেহ কুম্ভিরের ডরে ॥ জলে ভাষে কুম্ভীর আড়ায় ডাকে বাঘ। তত্ত্ব করি ত্রিপুরা বুড়ার পায় নাগ ॥ মধ্য হ্রদে ভাঙ্গা নায় ভাসে জল পরে। ডাকিল ডাকিনী মোরে দেও পার করে ঠক বুড়া ঠাঁই জানি ঠেকাইল তরি। তর্জ্জন করেন তারে ত্রিপুরা সুন্দরী ॥ কালি এক বুড়া পড়ে ছিল মোর কাছে তেমন হইলে তোমা ডুবাইব পাছে ॥ সে বলে সর্জ্জন হলে করিবে স্মরণ। বুকে করি পার করি পাই কিছু ধন ॥ কর্ণ ধারে কড়ি দিয়া তুষ্ট কর মনঃ। ছাওালের ছবড়ি তোমার তিনপণ ॥ একুনে আঠার বুড়ি কড়ি দেও আমি। হৈম-বতী হাসিল হরের শুনি বাণী ॥ আমি গিরিসুতা গৌরী

গণেশ জননী। কর্ণধার কড়ি লবে কেমনে আপনি। মোর নামে ঘোর ভব সিন্ধু হয় পার। আমি কড়ি দিব তোরে ওরে কর্ণধার॥ যে মোর নফর নয় নফর বলায়। যম হেন জন তারে নাহি লাগে দায়॥ রাজকন্যা রাজ রাজেশ্বরী আমি হই। মোর ঠাঁই কড়ি নাই আশীর্ব্বাদ বই॥ বুড়া বলে বিলক্ষণ আমি তাই চাই। কড়ি ছাড়ে কিবা আছে কৃপাকর তাই॥ পার্ব্বতী বলেন পার কর চট পটে বচনে বুঝিনু তুমি বড় লোক বটে॥

কি করিবে কাত্যায়নী কৃষ্ণ নামে মগ্ন। কর্ণধার ভাল বটে নৌকা খানি ভগ্ন॥ তিন লোক তারি মোকে তায় নাহি ভয়। সয় নাহি নায় যদি অতিরেক হয়॥ নদী হল পাথার প্রচুর হল জল। ডহরে ডুবিল ডিঙ্গা যায় রসাতল তিন লোকে দুর্গম তারিয়া হয় ঘোর॥ চারি লোক চাপা-তে ভরসা নাহি মোর॥ প্রথমত পুত্র দুটি রাখে আসি পারে। তার পর তুমি আমি যাব আর বারে॥ ইহাবলে দুটি ছেলে থুয়ে পর কুলে। ভগবান ভাঙ্গা নায় ভবানীকে তুলে॥ ঈশ্বরী আসন করি বসিলেন নায়। ত্রিলোচন বায় তরি তর তর যায়॥ মধ্য ঘোরে ঘুর্ণায় ঘুরাল ঘোর বাতে। তুঙ্গ তুঙ্গ তরঙ্গ তুলিয়া ফেলে তাতে॥ ভয় হল ভাঙ্গা নায় ভরে আসে জল। ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা যায় রসাতল॥ মহাবলে অনিল সলিল সপ্ত তাল। সুন্দরী শাসনে বুড়া সামাল সামাল। কর্ণধার কেরআল কৈল হারা তায়। বসিয়া রহিল বুড়া বর্ব্বরের প্রায়॥ ভাঙ্গা নায় ভাসি যায় ভুবন সুন্দরী। কুমার কাঁদেন কূলে কোলা হল করি॥ ভবানী ডাকিয়া বলে ভয় নাহি বাছা। যত দেখ জল ময় কিছু নহে সাচা॥ অগস্ত অম্বুধি খায় অম্বিকা কথায়। জহ্নুমুনি গঙ্গাকে গণ্ডুষ করে খায়॥ ভবানী

ভাবিয়া লোক ভব সিন্ধু তরে। মহেশের মায়া নদী বল কিবা করে॥ গণ্ডুষে করিল গ্রাস ত্রাস দেখে পায়। পশু পক্ষি পার্ব্বতীকে রাখিয়া পলায়॥ কোথা বা সে কাল নদী কোথা বা সে জল। হরে জানি হৈমবতী হাসে খলখল অদর্শনে ঈশ্বর আছেন সাথে সাথে। জানিয়া যোগিনী জানাইল নিজ নাথে॥ আমি জানি তোমাকে আমাকে জান হর। বিদায় করিয়া বাটে বাট পাড়ি কর॥ বাপের বাটীতে শঙ্খ পরি অভিলাষী। আসিব তোমার ঘরে যদি ফিরে আসি॥ দুর্গা দুটি পুত্র লয়ে দ্রুতবেগে চলে। চৌদিগে চাপায় যোগী জাহ্নবীর জলে॥ দূরে হতে দাবানল দেখি আগু পিছু। অভয়া আগুণ পাণি মানে নাহি কিছু॥ সকল সংহারে সতী চলে ক্রোধ ভরে। হটে নাই হারি মানি হর আসে ঘরে॥

পদ্মা জয়া বিজয়া পশ্চাতে আসি ধায়্যে। প্রাণ পায় পার্ব্বতীর পদ্মমুখ চায়্যে॥ কাত্যায়নী কহিলা কেমন তোরা মায়্যে। এতক্ষণ কোথা ছিলে কার দেখা পায়্যে॥ দাসী বলে দোষ পাই দিশাহারা হয়ে। এক বুড়া এখন এ পথ দিল কয়ে॥ বিমলা বলেন বুড়া বটে সেই জনা। এই ছল আমারে করিয়া বিড়ম্বনা॥ নগেন্দ্রের নগর নিকটে নগ সুতা। বট বৃক্ষ তলে বসে হয়ে দুঃখযুতা॥ হেন কালে শক্রের সারথি লয়ে রথ। দূরে হতে দুর্গার চরণে দণ্ডবৎ কৃতাঞ্জলি মাতলী করিছে নিবেদন। অজস্র সহস্রনতি সহস্র লোচন॥ ও পদ পঙ্কজে তাঁর বিপদ নিস্তার। শুদ্ধভাবে সেবা করি সম্পদ বিস্তার॥ সমর বিজয় কৈল স্মরণের ফলে। সচী হৈল সীমন্তিনী শোভে কুতূহলে॥ চয়ন করিয়া যেই চরণের রজঃ॥ অবিকল সকল রচনা করে অজ॥ সহস্র শিরসা গৌরী সেই ধুলি লয়। বসুধারে

বহিতে বিকল নাহি হয়॥ মহেশ্বর মর্ম্ম জানি জিনিলা মরণ। বুকে করে বিভু রয় অভয় চরণ॥ যে দুটি চরণে যত জগতের হিত। চলিবা সে চরণে চিন্তিল অনুচিত॥ অতএব দেবরাজ দত্ত দিব্য রথে। বিরাজ বাপের বাটী বৈলক্ষণ মতে॥

সুত সাথে সহচরী; চাপিয়া বিমানোপরি, ভববতী যান বাপ ঘর। পদ্মাবতী আগে চলে, হেমন্ত নগরে বলে, হৈমবতী আসে অতঃপর॥ বনবাস হতে রাম, যেমন আইল ধাম, ধায় যেন অযোধ্যের লোক। দেখিয়া পার্ব্বতী মুখ, পাইল পরম সুখ, পাশরিল যত ছিল শোক॥ নগেন্দ্র নগরে মহোৎসব। অনেক দিনের পরে, গৌরী আসে বাপঘরে, আকাশে উঠিল কলরব॥ গৌরীর সংবাদ পায়্যে, মা বাপ আইল ধায়্যে, দেখি দুর্গা বিসর্জ্জিল রথ। তোমারা নিষ্ঠুর কয়ে, ভবানী ভূমিষ্ঠ হয়ে, মা বাপে হইল দণ্ডবৎ॥ মেনকা মনের সুখে, চুম্ব দিয়া চাদ মুখে, গৌরীর গলায় ধরি কাদে। কহিয়া মধুর বাণী, আশ্বাস করিয়া রাণী, বিলাপ করিছে নানা ছাদে॥ পাঠায়ে পরের ঘরে কাদিয়া তোমার তরে, অভাগী মায়ের দেখ হাল। আমি না পাঠাব আর, আসি বাছা এইবার, মোর ঘরে থাকো চিরকাল॥ ননীর পুতলী তায়, জ্বলন্ত অনল প্রায়, বাপ দিল কি করিব মায়। আমি অভাগিনী নারী, সকল খণ্ডিতে পারি, কপাল খণ্ডন নাহি যায়॥ জয় জয় ধ্বনি দিয়া, জল ধারা রাণী নিয়া, ভবানী ভবনে চলে লয়ে। আনন্দ দুন্দুভি বাজে, পুলকে পর্ব্বত রাজে, কোলে করে গৌরীর তনয়ে॥

বিন্ধ আদি বান্ধব সকল হৈল জড়। পর্ব্বত পার্ব্বতী পর্ব্ব আরম্ভিল বড়॥ সাদরে শারদা পুজা সকল নগরে। নৃত্য গীত আনন্দ দুন্দুভি ঘরে ঘরে॥ পরমার্গ চতুষ্পদ

সারে সুমার্জন। বনমালী বান্ধিল নিশান বিলক্ষণ॥ পত কা-তোরণ শোভা সব পুরী হয়। আনন্দে বিহ্বল নাচে নগ নারী চয়॥ দুশারি পুরট ঘট ধূপ দীপ জ্বলে। দশ-ভুজা পুজে উমা প্রতিমা সকলে। পার্ব্বতী পবিত্র কৈল সরাকার পুর। দ্বারদেশে আলিপনা দিতেছে প্রচুর॥ সর্ব্ব গৃহে সর্ব্বে দেখে গীত বাদ্য নাট। যত ঋষি সবে আসি করে চণ্ডী পাঠ॥ ষোড়শোপচারে পুজা পরি পাটি করি। নানা পুষ্প নানা ফল বিল্বদল ভরি॥ নানা জাতী পিষ্টকাদি লড়ুক অবধি। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন ঘৃত মধু দধি ছাগ মেষ মহিষ অশেষ বলিদান। জপ পুজা যজ্ঞ হৈল যথোক্ত বিধান॥ লক্ষ্মী সরস্বতী আর যত দেবী দেবী। শৈল সুতা সহিত সবার হৈল সেবা॥ কেশর কস্তুরী চুয়া চন্দন সুগন্ধ। ধূপ ধুনা শৌরভ সকলে মহানন্দ। ত্রিপু-রে ত্রিপুরোৎসব রব সর্ব্ব ঠাঁই। অভয়া বিমুখ যার পর লোক নাই॥ পক্ষা বৃত্তি পুজার প্রথম দিন হতে। দ্বাদশ দিবস পুজা হৈল শাস্ত্রমতে॥ তিনদিন বাকি আছে হেনকালে হর। বিধুমুখী বিনা হয় বড়ই ফাঁফর॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বিনা সুখ নাই মনে। সুখাইল রাম যেন সীতার কারণে॥ ত্রিপুরার তরে ত্রিলোচন করে শোক। চন্দ্র মুখী বিনা অন্ধকার শিবলোক॥ শূন্য হৈল সকল শশ্মান পুরীময়। অতি ব্যগ্র উগ্র বলে উপায় কি হয়॥ চন্দ্রমুখী বিনা চন্দ্র দেখি সূর্য্যবৎ। কৈলাশ কেবল হৈল কানন যেমত॥ ত্রিপুরার বিনা তত্ত্ব কথা নাই। তনু মনু সব তাঁর ত্রিপুরার ঠাঁই॥ অনঙ্গ রিপুর হৈল অনঙ্গ তরঙ্গ। এই ক্ষণে কেমনে সুন্দরী করি সঙ্গ॥ পদ্মমুখী রয়েছে প্রভুর পথ চায়ে। দুটি বাই শঙ্কা পাই তবে যাই ধায়ে॥

শক্তি হীন শিব যেন জীব হীন দেহ। যোগেন্দ্রের যোগ মায়া জানে নাহি কেহ॥ ঈশ্বরের বশে মায়া আছে অনুক্ষণ। তবে যে বিচ্ছেদ হল লীলার কারণ॥ শিবা লয় শূন্য করি শশিমুখী যায়। শঙ্খের ভাবনা ভাবে ভূত-নাথ তায়॥ আপনি শাঁখারী হর শঙ্খ ভাল চাই। কোথা গেলে ভুবন মোহন শঙ্খ পাই॥ বিশ্বকর্ম্মে বলিলে বিলম্ব হবে বাড়া। তাবৎ কেমনে রয় কাত্যায়নী ছাড়া॥ ঈশ্বরের ইচ্ছায় অশেষ সৃষ্টি হয়। বিশ্বকর্ম্মা বিনতার কোন কর্ম্ম রয়॥ মহত্ত সকল যাঁর মায়ায় মোহিত। তাঁরে কি মোহিতে পারে মর্কট নির্ম্মিত॥ অতএব যোগী যোগ পথে দিয়া দৃষ্টি। দিব্য দুটি বাই শঙ্খ করিলেন সৃষ্টি॥ চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজন হৈল তায়। স্থাবর জঙ্গম চরাচর সমুদায়॥ আগে গড়ি ব্রহ্মা বিষ্ণু মধ্যে মহেশ্বর। রক্ত পীতাম্বরে শুভ্র সাজিল সুন্দর॥ বিষ্ণু চতুর্ব্বিংশতি বিচিত্র চিত্র তায়। গোপ গোপী গোপাল গোকুল সমুদায় কোথাও পুতনা বধ শঙ্কট ভঞ্জন। কোন স্থানে খৈল কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ॥ কোনস্থলে উদুখলে বন্ধ দামোদর। জমল অর্জ্জুন ভঙ্গ রঙ্গ তায় পর॥ ব্রজরায় বৃন্দাবনে বাছুর চরায়। বৎস অঘ বকাসুর বধ বা কোথায়॥ কোন খানে ধরি হরি গিরি গোবর্দ্ধন। কোনখানে কেশী বধ কালীয় দমন॥ কোথা বস্ত্র চুরি কোথা বনের ভোজন। কদম্বের ডালে কৃষ্ণ তলে গোপীগণ॥ দানখণ্ড নৌকা খণ্ড বৃন্দাবনে রাস। কংসবধ করি কৈল দ্বারকা নিবাস॥ রচিত রুক্মিণী আদি রূপসী রমণী। যত যদু বংশের সহিত যদুমণি॥ পিশীকে দেখেন প্রভু পাণ্ডবের ঘরে মহাভারতের লীলা লেখা তার পরে॥ কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ চতুরঙ্গ দলে। অর্জ্জুন সারথি কৃষ্ণ হল রণস্থলে॥ চণ্ডিকা চরিত্র চিত্র হয়েছে সুন্দর। শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ

মহিষ সমর ।। কৈলাশে কলহ করে কাত্যায়নী হরে।
গৌরী গোষা করে গেল গিরীন্দ্রের ঘরে ।। শঙ্খের চুপড়ি
লয়ে মাধব শাঁখারি। ছড়াছড়ী শাশুড়ী সহিত ত্রিপুরারী
বিচিত্র শঙ্খের চিত্র বর্ণনীয় নয়। সোম সূর্য্য সহিত সকল
রত্নময় ।। ভুবনের ভ্রমকর্ত্রী ভুলিবেন যাতে। কবিবর বলে
দেখি দেও তাঁর হাতে.।।

শঙ্খ দেখি শঙ্কর সন্তোষ হয়ে মনে। পসরা প্রস্তুত
কৈল পরম যতনে ।। শঙ্কর ধরিল শঙ্খবণিকের বেশ।
তিন কাল পূর্ণ হৈল পক্ক হল কেশ ।। হেনকালে হরিদাস
হরষিত মনে। হরের নিকটে আসে হরি সঙ্কীর্ত্তনে ।।
হর পদতলে পড়ি বলিতেছে হেন। যাবে সাবধানে মামী
জানে নাই যেন ।। মামীর নিমিত্ত এত উতলা গোসাই।
কেবা নাই করে ঘর কার বধু নাই ।। চুপড়ি শাঁখারি
হেরি মনে লাগে ধন্দ। শঙ্খ বেচে শাখারি বসনে করে
বন্ধ ।। চারি যুগে চুপড়ে শাঁখারি নাই হয়। অতিরিক্ত
হলে বা এমন করে বয়॥ বিশ্বনাথ বলে বাপু বল বিলক্ষণ। বাঁধিতে বিনোদ শঙ্খ নাহি যে বসন ।। হরিদাস
বলে হবে হইল সুসার। যশ কীর্ত্তি যাতে হয় জগত
সংসার ।। মাধব শাঁখারি নাম সুধাইলে কবে। সর্ব্বদা
সকল কথা সাবধান হবে ।। জানে নাই যেন মামী শুনে
নাই আর। দেবঋষি চলে গেল বলে বার বার ।।

অভয়ার আভরণ উত্তমাঙ্গে ধরে। হরের গমন হৈল
হরিধ্বনি করে ।। বাঁহাতে সাড়াশী ডাঁড়ি নড়ি দক্ষ হাতে।
হরষিত হয়ে যান হিমালয় তাতে॥ গঙ্গাধর গোলা
হাটে গিয়া দড় বড়। বসিলা বকুল তলে বিছাইয়া খড় ।।
দিব্য শাঁখা দেখায়ে দোকান পথে দিল। মাধবের সাথে
মনঃ মায়ের মজিল॥ যে আসে সে শঙ্খ দেখে ফিরে

ফিরে যায়। ঘোর শব্দ ঘন ঘন শাখারিকে চায়॥ গোলা হাটে গণ্ডগোল শাখারিকে বেড়ি। বাজার করিয়া ধায় বিমলার চেড়ি॥ শঙ্খের সংবাদ শুনে দেখি দেখি কয়। শাখারি সমীপে গেল ঠেলি লোক চয়॥ শঙ্খ হেরি সহচরী সাধুবাদ করে। প্রভুর নির্ম্মিত শঙ্খ পার্ব্বতীর তরে॥ বিদেশের শাঁখারি বিশেষ জান নাই। বৃথা হাটে বসে চল বিমলার ঠাঁই॥ অতুল্য অমূল্য শঙ্খ আনিয়াছ যেবা। রাজরাজেশ্বরী বিনে নিতে পারে কেবা॥ আয় আয় শাখারি আমার সাথে যাবে। পার্ব্বতী পরিলে শঙ্খ পুরস্কার পাবে॥ পরমেশ্বরীর যদি পদধুলী পাবি। তবু কত কালকে নিহাল হয়ে যাবি॥ সহচরী বচনে শাখারি বলে দড়। পর্ব্বত দুহিতা সে পার্ব্বতী তোর বড়॥ তার ভিক্ষারি তার পুঁজি পাটা নাই। দিব্য শঙ্খ দিতে বল দুঃখিনীর ঠাঁই॥ চড় উঠাইয়া চেড়ি কেড়ে নিল শাঁখা। মারণের ডরে হর মুখ কৈল বাঁকা॥ অভয়ার দাসী ভয় নাহি তিন লোকে। জটে ধরে উঠাইল শাখারির পোকে॥ শঙ্খের পসরা দিয়া শাখারির মাথে। আগে পিছু রয়ে চেড়ী লয়ে যায় সাথে॥ জগত জননী যথা জননী সহিত। সহচরী শাখারি লইয়া উপনীত॥

শঙ্খ পরিধানের বৃত্তান্ত।

দেখ শঙ্খ বলিয়া দুর্গার হাতে দিল। হাসি হাসি হৈমবতী হাত পাতি নিল॥ শঙ্খ হেরি সুন্দরী সম্বিত হারা যায়। চাহিয়া রহিল চিত্ত পুত্তলীর প্রায়॥ জানিল যোগিনী জগদীশ্বরের কর্ম্ম। শিব হয় সদয় উদয় হলে ধর্ম্ম॥ বসাইল বৃদ্ধকে বিস্তর যত্ন করি। আশীর্ব্বাদ করিব তোমার শঙ্খ পরি॥ অজর অমর হবে আশীষ করিব। অতুল ঐশ্বর্য্য দিব কৈলাশে রাখিব॥ নগরের নিতম্বিনী

নিলর্জ্জিত বড়। পর পুরুষের সনে পরিহাসে দড়॥ পার্ব্ব তীর খুড়ি জেঠী মামী পিসী মাসী। বুড়াকে বেড়িয়া বাক্য ব্যঙ্গ করে আসি॥ সুন্দর দেখিয়া শঙ্খ সুন্দরী সকল। গোবিন্দের তরে যেন গোপিনী বিকল॥ সাত বুড়ি শাশুড়ী শঙ্খের পুছে মূল্য। বিপাকে বুড়াটি হল বধিরের তুল্য॥ হেনকালে মেনকা অদুড় মাথা হয়। জানে নাহি জামাই সহিত কথা কয়॥ হাঁ হে বাপু শাখারি এমন শঙ্খ পাই। কত দিনে নির্ম্মাণ করেছ দুটি বাই॥ কেমন করিয়া কৈলে কামিলার বেটা। শঙ্খের উপরে এত নির্ম্মাইল কেটা॥ ঠেলা মারে ঠাকুরাণী ঠাকুরের গায়। সুন্দর শঙ্খের মূল্য শাশুড়ি সুধায়॥ পশুপতি পিছু হটে পড়ে গিয়া কোলে। ব্যস্ত হল বিশ্বনাথ শাশুড়ীর গোলে॥ কেহ বলে কালা বুড়া কেহ বোবা কয়। কেহ বলে হাউড় বাউড় তবে হয়॥ শুনে শুনে শঙ্কর সন্তাপ করে মনে। দেশ ছাড়ি দোষ হল দুর্গার কারণে॥ ব্যাপারে পড়ুক বাজ বাকি নাহি কিছু। সয়ে সয়ে সদাশিব কয়ে উঠে পিছু॥ পর্ব্বতীয়া মায়্যে পর পুরুষের সনে। লাজ খায়্যে কয় কথা ভয় নাহি মনে॥ এই শঙ্খ আমার পরিবে যেই মায়্যে। কহিব শঙ্খের মূল্য তার মুখ চায়্যে॥

মহেশের মায়া মহামায়া জানি মনে। কপটিনী কয় কথা কপটের সনে॥ শাখারি সুন্দর শুন শাখারি সুন্দর কি নাম তোমার কহ কোন দেশে ঘর॥ কটী ছেলে কিবা নাম বুড়াটী কেমন। আমি শঙ্খ পরিব আমারে কহ পণ॥ বুড়া বলে বিলক্ষণ বস মোর কাছে। কহিতে উচিত কথা ক্রোধ কর পাছে। কাত্যায়নী কহে ক্রোধ কেন বল হবে কহ কহ শুনি কথা উচিত কি কবে॥ জগন্নাথ বলে আমি জানিব কেমনে। জরার জিজ্ঞাসা হল যুবতীর সনে॥ বিধু

সুখী বলে বিলক্ষণ তুমি বল। ভয় নাহি ভূতনাথ করিবে কুশল ॥ শাখারি বলেন শুন সুধালেতো কই। সর্ব্বলোক জানে মোকে লুকা ছাপা নাই।। সুরপুরে ঘরে ঘরে পরে আমার শাখা। কূল বধূ বঞ্চিত কপাল তার বাকা ॥ মাধব শাখারি নাম মধুপুরে ঘর। সাধের সন্ততি দুই গুহ লম্বোদর ॥ দুঃখ দশা দেখি মোরে দোষ দিয়া পরে। গৌরী নামে গৃহিণী গিয়াছে বাপ ঘরে ॥ এত কালে উপজিল এক বুড়ি শঙ্খ। লক্ষ্মীকান্ত লতে নারে লবে কোন রঙ্ক ॥ মুল্য থাকে তবে সে মুল্যের নিরূপণ। অমূল্য শঙ্খের মুল্য আত্ম সমর্পণ ॥ হরের বচনে ভাষে হাসেন অভয়া আমি তব সই হই তুমি হলে সয়া ॥ সয়া সই পর নই ঘর কথা হল। ইহা জানি আপনি উচিত মূল্য বল ॥ অর্থের কাঙ্গাল নই অগসুতা যেই। অকিঞ্চনে অনেক অখিল ভরে দেই ॥ তথ্য বল তোমার তুষিব আমি মনঃ। ভাল ভাল ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দিব ধন ॥ ধুর্জ্জটি বলেন শঙ্খ ধন সাধ্য নয়। কর্ম্ম জানি কামিলারে কৃপা হলে হয় ॥ দিতে পারি বহু অর্থ অর্থে নাই কম ॥ ব্যর্থ অর্থ পুরুষের পদ রজ সম শঙ্খের উপর যে এমন করে পাটি। তার নাকি কখন অর্থের আছে ঘাটি ॥ পর্ব্বত নন্দিনী ফেলে রাখ পদতলে গুণ শুন শাখের সুন্দর কিবা হলে ॥ পরিলে আমার শংখ পতি নাহি ছাড়ে। ধন পুত্রবতী হয় পরমায়ু বাড়ে ভুলে যায় ভুবন ভাবন হয় ভাল। উলঙ্গ অনঙ্গ নহে তম ঘরে আল ॥ জরাহীন যুবতী যুবতী জন যেই। নিত্য নব কিশোরী কান্তের কোলে সেই ॥ শোভমান সমান সকল কাল রয়। পাথরে কাছাড় তবু ভাঙ্গিবার নয় ॥ একবার শংখ গিয়া সুন্দরীর ঠাঁই। প্রবেশ করিলে পুনঃ নিঃসরিতে নাই ॥ স্বামীর সুভগা হয় সদা রয় কোলে। পরিহাসে ভাল বাসে উঠে বসে বোলে ॥ শংখ হাতে থাকিলে

সংসার করে ভয়। রোগ শোক সন্তাপ সর্ব্বদা নাহি হয়॥
কান্তের সহিত কত কাল থাকে জীয়া। এমন শঙ্খের গুণ
শুধিবে কি দিয়া॥ দয়া করি সয়া বলি যদি হলে সই।
অনেক আত্মতা হল অতএব কই॥ নামে নামে কার্য্য কামে
হল ঠিক ঠাক। একবার বিধুমুখী পদতলে রাখ॥ অভয়ার
নিকটে নির্ভয় হয়ে কই। লগন লাগান সয়া গঁদে সদে
নই॥ আপনি করিলে সয়া গুণে আপনার। তার মত কর
হি কেন ব্যবহার॥ উত্তমে অধমে সখ্য যদি হয় তবে।
র আলিঙ্গন অকিঞ্চন লবে॥ লক্ষ্মীর নিবাস॥

শিবা বলে সয়া আমি শঙ্করের নারী। তোরমত কত
জনে শিখাইতে পারি॥ তবে আর কি তোমার বৃথা আড়-
ম্বর। ঠেকা ঠেকি হয় হাঁড়ি করিবারে ঘর॥ আছিল শঙ্খো-
র সাধ চাহিলাম শিবে। তোমার কল্যাণে আশা পূর্ণ
হল হবে॥ দুই দিন রৈ যাব আসেছি দশদিন। তোমার
মনে কি এথা রব চিরদিন॥ সূর্য্যের কিরণ যেন দেখ জগ-
ন্ময়। সূর্য্যেরে আশ্রিত কিন্তু সূর্য্য ছাড়া নয়॥ তেমতি
জানিবে সয়া গৌরি আর হর। এক তিল দোঁহে ছাড়া
নহে পরস্পর॥ শুনি ত্রিপুরার বাণী বলে কাম অরি।
সই তোর কথার বালাই লয়্যে মরি॥ দুয়িতে দেখিনু
দৃঢ় দিব দুটি বাই। অতঃপর সয়াকে সয়ের দয়া চাই
শঙ্খ দিলে শেষকালে এই সত্যে থাক। দয়াময়ী দয়া
করি সয়া বলে ডাক॥ পর শঙ্খ পার্ব্বতী প্রভুরে করে
ধ্যান। বিধুমুখী বলিল বুড়ার বড় জ্ঞান॥ মেনকা বলেন
মাধু শুন বাপধন। সইকে পরাহ শঙ্খ করি নিরূপণ॥
গড়কর গৌরীকে গদ্যের নাহি দায়॥ সকল অত্যন্ত হলে
শোভা নাহি পায়॥ অভিমানে উদ্ধত কৌরব গেল মরে
অতিরূপে সীতাকে রাবণ নিল হরে॥ অভিমানে বলি

বৃদ্ধ বামনের ঠাঁই। অতএব অধিক কৌতুকে কায নাই পুনঃ ঠাকুরাণী ঠারে পদ্মা বলে তবে। পর শঙ্খ পশ্চাতে মূল্যের কথা হবে।। ফেলে দিব পরামর্শে পঞ্চপণ যত। পিছু পিছু কহেত পাবেক তার মত।। ঝুটী ধরে ধাক্কা মারে্য দূর করে দিব। গলাটিপি দিয়া শাখা গুণাগার নিব।। হর বলে হরি হরি সে শাঁখারির নই। সধের সাধের সয়া তারে মারে সই।। মহন্তের সুতা মহেশের মাগু সই। বলে শঙ্খ পরিলে বুড়ার চারা কই।। সয়ার সাধের শঙ্খ সয়্যের নিমিত্ত। নির্ম্মাণ করেছি বড় নিবেশিয়া চিত্ত শ্লাঘ্য হকু হস্তের সার্থক হকু শঙ্খ। ধর্ম্ম কিন্তু ধিয়ায় ধনের নই রঙ্ক।। শুন সয়া মোর দয়া দেখিবে পশ্চাৎ। একবার আমার ঢাকাও দুটি হাত।। তৃপ্ত হবে ত্রিলোচন ত্রিপুরার বোলে। আকাশের চন্দ্রমা আপনি আসে কোলে।। বিহ্বল হইয়া বুড়া বলে বারম্বার। অতঃপর সইকে সয়ার লাগে তার।। যাতায়াত করিব আমার হৈল ঘর। আসি হাসি কথা কবে বাস নাহি পর। শুভক্ষণে শঙ্খ পর রাজি আস সই। চাঁদমুখ চায়্যে আমি চরিতার্থ হই দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার যত আছে মেলা।। সর্ব্বাঙ্গ সাজিবে শঙ্খ পরিবার বেলা।। যে যেমন বেশ ভুষা কর্যে শঙ্খ পরে। সব দিন সে তেমন দপ দপ করে।। অতএব অঙ্গ রঙ্গরাগ কর যায়্যে। নানাবেশ করে আস পান খিলী খায়্যে। শৈলসুতা বলে সয়া সাধুলোক হবে। সর্ব্বদা পরিব শঙ্খ সাজ্যে আসি তবে। কবিবর বলে বুড়া দিবেক যন্ত্রণা। পর শঙ্খ পদ্মাসঙ্গে করিয়া মন্ত্রণা।।

কহ পদ্মা কি করি উপায়।

বাগুতিনী ক্ষেত্রে হয়ে, প্রতারি নাথেরে লয়ে, প্রভু আসে ছলিতে আমায়।। শাঁখারির শাঁখা নয়, আর যত

কথাকয়, শাঁখারির কথা সেহ নয়। শাখারি জাতির ধর্ম্ম শঙ্খ বেচা যার কর্ম্ম, পরবধু তার মাতা হয়॥ আমি জগদ্ধাত্রী জানি, আমাকে এমন বাণী, শাখারি যোগ্যতা আছে কই। প্রাণনাথে মায়া জানি, তাঁকে মায়া করে মানি. আপনি হয়েছি তাঁর সই॥ ব্রহ্মাবিষ্ণু সেবে হরে, সে প্রভু আমার তরে,আপনি নির্ম্মাণ কৈল শাখা। অন্তরে জানিল শিব, আর তত কাল জীব, কভু না করিব মুখ বাকা॥ লোকে নানা প্রাণপণে, তৃপ্ত করে ত্রিলোচনে আমি জন্মাবধি দেই দুঃখ। বিফল শরীর ধরি, নাথের বক্ষঃ সখা হেতু হরি। লক্ষ্মীছাড়া সুমাদাকে মিল বুকে করি॥ গুহনামে চণ্ডাল গর্হিত যার দেহ। দুর্ব্বাদলশ্যামি অঙ্গ সঙ্গ পায় সেহ॥ রাজ কন্যা সেই হলে সয়া অকিঞ্চন। দয়া করি তবু দিতে হয় আলিঙ্গন॥ অকিঞ্চনে আপনি চরণে রাখ সই। আমার মনের কথা এতক্ষণে কই সয়া বল্যে যখন শুনেছি চাদমুখে। তদবধি আমার অবধি নাহি সুখে॥ কথা কহ যখন আমার মুখ চায়্যে। মরিয়া জীবিত যেন শঞ্জীবনী পায়্যে॥ বিধুমুখী সয়্যের বালাই লয়ে মরি। হেন মনে হয় গলে হার করো পরি। আরে সই এত যে অমূল্য শঙ্খ মোর। বিনা মূলে বিকালো বাঞ্ছা ইলয়ে তোর। লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ শঙ্খ লোকতার্থে দিব। যতনে করিব সেবা যত কাল জীব॥ দেখিব দুর্গার রূপ দুটি আখি ভরি। নগেন্দ্র আলয়ে বাস মনে বাঞ্ছা করি॥ হরের বচন শুনি হাসে যত মায়্যে। বার২ করিয়া মেনকা আসে ধায়্যে পশুপতি লুকাইয়া পার্ব্বতীর পিছু॥ বিমলা বলেন আহা বল নাহি কিছু॥ কালা ভোলা লোক বুড়া পরিহাস করে। সেই অধিকারে সয়া সম্বন্ধের তরে॥ এ বয়েসে রঙ্গী বুড়া জানে এত রঙ্গ। যুবাকালে না জানি কেমন ছিল ঢঙ্গ॥ সয়া সম্বন্ধের তরে শৈলসুতা কয়। শাখারির যোগ্যতা কি

হেন কথা কয়॥ দয়াকরি সয়া বলি যদি হই সই। দুর্ব্বুদ্ধি কারিকে দূর দুটি কথা কই॥ বৃদ্ধকালে শ্রদ্ধা করি ভজ নারায়ণ। কৃতান্ত নগর দ্রুত দিল দরশন॥ ধুর্জ্জটিরে ধ্যান কর ধর্ম্মে কর মতি। পরিহর পরিহাস পরনারী রতি॥ পর স্ত্রীর সাথে প্রেম যদি করে মনে। মুদ্গরে মস্তক ভাঙ্গে সমন স্বগণে॥ পরস্ত্রীর পানে যদি পাপ চক্ষে চায়। পরলোকে তার অক্ষি পক্ষী খুলে খায়॥ পাপ বুদ্ধে পরস্ত্রীকে পরিহাস করে। দারুণ দমন তার সমনের ঘরে॥ পরস্ত্রীর প্রতি যদি মতি করে অন্য। অধোগতি যায় অধমের অগ্রগণ্য॥ পরবধু গমনে গরিষ্ঠ অপরাধ।বুড়াকালে বাড়ায়েছ বিলক্ষণ সাধ॥ সতীর প্রতাপ সয়া শুন মন দিয়া। জনম সফল হবে যুড়াইবে হিয়া॥ শুষ্ক হয় সাগর সতীর অভিশাপে। সতী নষ্ট করিলে রাখিবে কার বাপে॥ সতী শাপে আপনি ঈশ্বর হয় অশ্ম। সতী শাপে সুবর্ণের লঙ্কা পুরী ভস্ম। সতীর সম্পাতে কুরুবংশ হৈল ক্ষয়। সতী ধর্ম্মে অনন্ত অবনী গিয়ে রয়। সংসারে সতীর পর নাহিক উত্তম ব্রহ্মা বিষ্ণু কহেন সতীর পরাক্রম॥ বিষ খায়ে বাচে পতি হেন আমি সতী। আমাকে ও সব কথা কহ একি মতি॥

পরিহার করি, তোরে লো সুন্দরী,পরিহার করি তোরে এ নব বয়েসে, ছাড়ি পতি রসে, সতীত্ব জানাহ মোরে॥ নারীর কৌমারে, পিতা রাখে তারে, যৌবনে রক্ষক প্রভু বৃদ্ধে পুত্র পালে, নারী ত্রিনকালে, স্বতন্তরা নহে কভু॥ বৃদ্ধ স্বামী জানি, ভজ শূলপাণি, কেমন অন্যায় মায়ে। এ হেন রূপসী, বাপঘরে বসি, বঞ্চ কার মুখ চায়ে॥ সে বৃদ্ধ নিদ্ধন, তোমাগত মন, উভয়ে একাঙ্গ বট।তারে করি ক্রোধ, কিবা বাদ শোধ, যৌবন করিলে নট॥ কঠিন হৃদয় নাহি ধর্ম্ম ভয়, রাজকন্যা বৃথা মানী। লক্ষণ সতীর, বলি

শুন স্থির, শাখারি মূর্খের বাণী ॥ বৃদ্ধ মূর্খ জড়, রোগী, দুঃখী বড়, দুর্জন দুভাগা পতি। দেব বুদ্ধে যেবা, করে তার সেবা, সে নারী বলয়ে সতী ॥ কার্য্যে দাসী সমা, পৃথ্বী সম ক্ষমা, যুক্তে মন্ত্রী কথা সাধ্বী। জননী ভোজনে, স্বৈরিণী শয়নে, সে ধনী বলায় সাধ্বী ॥ তোর সতী পানা, সব গেল জানা, শঙ্খ পরিবেত পর। রক্ষ কবিবরে, চল নিজঘরে স্বামীরে সন্তোষ কর ॥

নিছনি করি, তবে সে আমার মনে সুখ ॥ জাড়িবেঙ্গ যেই হাতে, দিয়াছি সে প্রাণনাথে, সেই হাতে করাবে মর্দ্দন শঙ্খ পরিবার কালে, অশ্রু পূর্ণ দৃষ্টি জালে, দেখে তৃপ্ত হবে ত্রিলোচন ॥ শুনি কথা পার্ব্বতীর, পদ্মা হৈল হেট শির, মারিতে উঠায়ে ছিলা চড়। ব্যগ্র হয়ে চেড়ি বলে, প্রভুর চরণ তলে, পড় গিয়া দন্তে করি খড় ॥

শঙ্করের শঙ্করী পরে বসায়ে আসনে। বিশেষ করিল বেশ বিস্তর যতনে ॥ অঙ্গরাগে এমন অদ্ভুত হৈল ছবি। পারে নাই তুল্য হতে প্রভাতের রবি। চিরুণিতে চিরিয়া চিকুর হৈল বন্ধ। চর্চ্চিত করিয়া চুয়া চন্দন সুগন্ধ বিনোদিয়া বসন পরিলা বিনোদিনী। সজল জলদে যেন দমকে দামিনী। কুচ যুগে কর্ণাটি কাঁচলি হৈল বন্ধ ॥ মদন মূর্চ্ছিত হৈল দেখিয়া সুছন্দ ॥ সুন্দর কপালে দিল সিন্দুরের বিন্দু। রবিকে বেড়িয়া যেন রহিলেন ইন্দু ॥ অভিচার অঞ্জন খঞ্জন আঁখি দিতে। সম্বারারি বলে মরি কাজ নাই জিতে ॥ অলকে অলক লতা অলকার কোলে মণ্ডিত হইয়া মণি মুকুতায় দোলে ॥ চূড়ামণি দীপিকা চূড়ায় দিল তুলে। পৃষ্ঠদেশে পড়িল পুরট ঝাপা ঝুলে ॥ কর্ণমূলে কুণ্ডল যুগল যেন রবি। বিশ্ব মোহিত হৈল বদনের ছবি ॥ নাসামূলে নত দোলে মোহে মুখচাঁদ।

মহেশের মনোমৃগ মোহিবার ফাদ। কণ্ঠহতে কুচান্ত মণ্ডিত মণিমাল। তার মাঝে২ সাজে পুরট প্রবাল। কণক কঙ্কণ চুড়ি করি কর করে। দীপ্তি দেশে বিদ্যুৎ অস্থির হৈল ডরে॥ বিলক্ষণ অঙ্গদ বলদ বাহুমাঝে। ত্রিভুবন মুগ্ধ হৈল ত্রিপুরার সাজে॥ নানাচ্ছন্দ বাজু বন্ধ হেমঝাপা ঝুরি। পরিয়া পাইল শোভা চতুরা চাতুরী॥ রতন অঙ্গুরী সব অঙ্গুলীর মূলে॥ রবি শশি পরাভব মনোভব ভুলে রতন নপুর বাজে রঙ্গিণীর পায়। চরণে পড়িয়া চাদ গড়াগড়ি যায়॥ পদাঙ্গুলি পাশুলী সকল রত্নময়। চিন্তিলে চরণ চারু চারিবর্গ হয়॥ কর্পুর তাম্বুল খায় এলাচি লবঙ্গ বিধুমুখী বিম্বাধরে বাড়াইলা রঙ্গ॥ শঙ্কর সঙ্গত হয়ে সুন্দরীর চিত্ত। প্রকাশিলা পুর্ণকলা প্রভুর নিমিত্ত। সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পরে। শাখারি সমীপে আসে ঝল মল করে॥ সহচরী সুন্দরী সকল লয়ে সাথে। শরীরের শোভা সব সমর্পিলা নাথে॥ ত্রিপুরার মূর্ত্তি দেখি তৃপ্তহন হর। কবিবর বলে শঙ্খ পর অতঃপর॥

মহামায়া মধ্যখানে করিয়া মাধবে। অঙ্গনে অঙ্গনা গণ বসি ঘেরি সবে॥ পুর্ব্বমুখে পার্ব্বতী পশ্চিম মুখে হর দিব্যাসনে দোঁহে অভিমুখ পরস্পর॥ স্বর্ণথালে গঙ্গাজলে শঙ্খ তুলে ধুয়ে। গাছি গাছি গুছাইল চক্ষে চক্ষে থুয়ে॥ যে খানের যে খানি সেখানে রাখে জানি। জয়রাম বলি বামহস্ত মিল টানি॥ কঙ্কণাদি আভরণ খুলি রাখি পরে যোত্র দেখি জোখা করে কর চাপি করে॥ অনুমান বুঝিয়া অন্যূন, অনধিক। হাসি বলে হইল হাতের মত ঠিক॥ হয় নাই পাছে বলি হয়েছিল ধোকা। ঠিক হল যেন কেহ লয়েছিল জোখা॥ নরম সৈরের হস্ত নবনীত যেন। অক্লেশে পরিবে শঙ্খ এই হস্তে হেন॥ দক্ষিণ হস্তের কথা দে

খিলে বলিব। কঠিন হইলে কিন্তু মলিব দলিব॥ গঙ্গার চুড়ে গিরিশ গৌরীর ধুয়ে হাত। শংখ নিল স্মরণ করিয়া দ্বিজ নাথ॥ কত কড়ের শংখ করে দিতে তুলে। ঝলকিল বদন মদন গেল ভুলে॥ চন্দ্রচূড় চঞ্চল চাহিয়া চাঁদমুখ। সমুদ্রে সম্বরে নাই শঙ্করের সুখ॥ ত্রিভাগ পরায়ে ত্রিলোচন বপু হারা। চণ্ডীপানে চায়্যে চিত্র পুত্তলার ধারা॥ সকল পরায়ে শেষে উজাইল বাই। বিশ্ব বিমোহিত কৈল বিনোদিনী রাই॥ কনকের করাঙ্গুলি কঙ্কণাদি করে। পশুপতি পরায় পরম যত্ন করে॥ বামহস্তে বিমলা বসনে ঢাকে পাণি। কত মায়্যে দেখে কর আনে কোলে টানি॥ দুই চক্ষে দেখি কি কহিব এক মুখে। সুন্দর সাজিল বলে সীমা নাহি সুখে॥ যশমন্ত সিংহে দয়া কর হরবধু। রচে কবি অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু॥

পয়ার। দেব দেব দুর্গার দেখিয়া দক্ষ কর। ভবানীর মুখচায়ে ভাবিত অন্তর। কহিল কঠিন কর কর্ম্মকরা বলি। দৃঢ় করি তেলে জলে দিতে হল দলি॥ হরের বচন শুনে হাসে হৈমবতী। সাহসে করিল ভর অতঃপর সতী। দক্ষিণ ভুজের ভূষা খসাইয়া রাখে। যত্নকরি জোঁখিয়া জোঁখার যুক্ত তাকে॥ মাপ জোখ বুঝিয়া বলিল দৃঢ়তর দুটি গাছি শঙ্খ দুঃখ দিবেক বিস্তর॥ কহিলেন কাত্যায়নী কপর্দ্দির কাছে। অপকর্ম্ম করিলে অধর্ম্ম ভোগ আছে॥ দারুণ কর্ম্মের ভরে তুলে দক্ষহস্ত। বুঝিয়া করিবে কার্য্য বিলক্ষণ শস্ত। ভবমায়া সব্য হস্ত দিব্য জলে ধুলে। যোত্র করি জানুর উপরে দিল তুলে॥ ক্রমশঃ কড়ের শঙ্খ অকঠিন বলি। দুই গাছি দিলেন দুর্দুর গেল চলি॥ অনায়াসে অগ্রেতে ত্রিভাগ হল পার। শক্ত হল চতুর্ভাগ চলে নাহি আর॥ উরুতের উপরে উমার

হস্তে রাখি। সহলের মলে তেলে জলে মাখি ॥ একগাছি অনেক যতনে হল পার। তিনগাছি আছে ত্রিভুবন অলঙ্কার ॥ দলে মলে টিপটাপ করে দণ্ডদ্বয়। একগাছি গেল আর দুটি গাছি রয়। পরিবার কালে সেই দুটি গাছি শঙ্খ। ভাসিবেন ভগবতী অশ্রুপাতে অঙ্ক ॥ সইকে আশ্বাস করি সয়া বুড়া কন। দণ্ড দুই দুঃখ সহ থাক অন্যমন। গুটি শঙ্খ দুটি বাই চাপ যদি হয়। ঢল ঢল করে নাহি চিরদিন রয়। গুছাইয়া রাখিলে উজায়ে থাকে বাই। হলহলে হলে কিছু সুখ নাহি পাই ॥ দণ্ডদুই দুঃখে সুখ পাবে সর্ব্বকাল। যাবত নাগলে গাঁটি তাবত জঞ্জাল ॥ শাঁখারির কথা শুনে যত বালা হাসে। হর পার্ব্বতীর খেলা কবিবর ভাষে ॥

দণ্ডদুই দলি শঙ্খ এক গাছি তার। অনেক যতনে তিন পর্ব্ব কৈল পার ॥ গাড়িয়া বসিল শঙ্খ গলে নাহি গিরে। পরালে প্রবেশে নাহি আসে নাহি ফিরে ॥ মাংস চুরি করিয়া মাধব ঠেলে শাঁখা। কড় কড় করে কর যত যায় ঢাকা ॥ মুঠা করে মাধব মর্দ্দন করে হাত। এতক্ষণে অম্বিকার হল অশ্রুপাত ॥ ব্যস্ত হয়ে বিধুমুখী হস্ত লন টানি। আঁখি দুটা আঁটিয়া আটক করে বাণী ॥ বিষ্ণুমায়া বিশ্বনাথে বামহাতে দলে। কাঁদে আহা উহু উহু মরি মরি বলে ॥ কোলে করি কন্যারে জননী বসে রয়। মাসী পিসী পাশে বসি করিছে অভয় ॥ চন্দ্রমুখী চক্ষুবুজে ঠেষ দিয়া মায়। বুড়া বলে দেখ পাছে পড মোর গায় ॥ কোমলাঙ্গী কান্দেন করিয়া কাকুবাদ। কাতর হইয়া কত করেন বিবাদ দুর্গার দেখিয়া দুঃখ দহে যত দারা। দারুণ কে দূর করে দিতে বলে তারা ॥ ইহ নয় শাখারি ইহার নয় শাঁখা। দ্রুত দস্যু দূর কর মারি ঘাড়িধাকা। সহরে শাখারি ডাকি শীঘ্র আন ধায়ে। হায় হায় হায় হেদে হত্যা হল মায়ে ॥

মাধব দাবুড়ি দিল থাক মাগী ঠেঁটা। ইহাতে পরাব শঙ্খ কামিলার বেটা॥ ধোঁকায় ভুলিয়া গেনু ধোঁকালেক লোকে এমন কঠিন হাত নাহি তিন লোকে॥ মেনকা সুন্দরী মন স্তাপ করি কন। মর্দ্দের মর্দ্দনে মায়ে টেকে কতক্ষণ॥ শাসিয়া কহিল শাঁখা বারি করে ঘস। এ বয়েসে আমিও পরেছি বারদশ॥ মাধব বলেন মাতা আমি কিবা কব। ঝিয়ের যেমন হাত জান নাহি সব॥ আমাকে দিয়াছে দুঃখ আমি সেতা জানি। ঠক ঠকে হাতে ঠেকে হারি বলে মানি॥ তুমি শঙ্খ পরেছ তোমার ননী কর। এই শঙ্খ পরিলেন ইনি অতঃপর॥ বারান্তরে ইহারে গোবিন্দ যদি করে। ইনিহ উত্তম শঙ্খ পরিবেন পরে॥ সুন্দরী বলেন সয়া তুমি কর দয়া। সর্ব্বদা ডাকিব আমি তবে বলে সয়া তৃপ্ত হয় ত্রিলোচন ত্রিপুরা কথায়। অবহেলে সেই শঙ্খ সুন্দর পরায়॥ হৈমবতী সহিত হাসিল হর তবে। হুলা হুলি হরিধ্বনি করে ধনী সবে॥ বিভু সনে ভূষিত করিয়া ভুজলতা। কৌশল করিয়া কন কৌশলের কথা॥ করিবর রচিল রসিক রসোদয়। হরপ্রীতে হরিবল হবে পাপ ক্ষয়॥

সইকে সাজিল শঙ্খ সবে দেখ চায়্যে। থাকুক মর্দ্দের দায় মোহ যায় মেয়্যে॥ বিকায়েছে কত বিধু বিমল বদনে তোমা ছাড়া সয়া বুড়া বাঁচেন কেমনে॥ মদন মোহন হন মোহিনীর কাছে। ধন্য বলি সয়াকে ধৈরয ধরে আছে॥ ত্রিভুবন ভ্রমণ করেছি ঢের ঠাঁই। সৈয়ের তুলনা দিতে সীমন্তিনী নাই॥ শাখারির শাঁখা করে পরে ঢের মায়্যে শঙ্খিনী সৈয়ের রূপ সবে দেখ চায়্যে॥ শুভক্ষণে হয়েছে সৈয়ের ভাগ্য ফলে। রূপ দেখি সয়া বুড়া ভুলিল সকলে॥ কষ্ট গায়ে কত কিন্তু হল বিলক্ষণ। বসে গেল বাই করে কড়ার যেমন। ঘষে দিলে পসে যায় ঘষিবার নয়। বুক

ছাড়া হলে শাখা খোলা কুচি হয়॥ তুষ্ট কর কষ্ট পায়ে পরাইয়াছি শাঁখা। কার্য্যকালে কভু মুখ কর নাহি বাঁকা॥ ত্রিপুরা বলেন তোমা তুষিব নিশ্চয়। চতুর্ব্বর্গ চাবে যদি পাবে মহাশয়॥ সোণা রূপা রতন ভাণ্ডার শত শত। দেখাইয়া দিব তুমি নিতে পার যত॥ নিজ নাথে নতিহয়ে জগন্মুতা যায়। গজেন্দ্র গামিনী গিয়া গড় কৈল মায়॥ কুতূহলে করি কোলে কৈল আশীর্ব্বাদ। পশুপতি প্রিয় হও পুর্ণ হবে সাধ॥ জন্ম যাবে আয়ন্তে জঞ্জাল যাবে দূর। উজ্জ্বল থাকুক সদা কজ্জল সিন্দুর॥ চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখে করেন চুম্বন। বুড়া বলে বসিয়া থাকিব কতক্ষণ॥ মহামায়া মায়ের সহিত যুক্তি করি। যত্নকরে রত্ন নিলা স্বর্ণথালে ভরি॥ যত মায়্যে যোত্র হয়ে জননী সহিত। শাখারির সাক্ষাতে সুন্দরী উপনীত॥ সবিনয়ে বলিল বিদায় হও সয়া। মনে রাখ মোরে কভু ছাড় নাই দয়া॥ শাখারি শুনিয়া বলে মোর মাথা খায়। জীবন যৌবন ছাড়ি যাইব কোথায়॥ কদর্থিলে কয়ে কোপে কাছাড়িয়া ডাড়ি। মনস্তাপে মস্তকে মারিতে তুলে বাড়ি॥ হাঁ হা করে হৈমবতী হাতে ধরে রাখে। যত্নকরে যত মায়্যে বসাইল তাকে॥ কাত্যায়নী কহে কহ কটু হলে কেন। কয়ে কথা কচাল যে করিবে কি হেন॥ দিবে বলি যৌবন যতনে মিলে শঙ্খ। ইবে ধন দেখাও ধনের নই রঙ্ক। রুষিয়া রূপসী ভাষে হাসে যত মায়্যে। কেন সয়া কি কহ লাজের মাথা খায়্যে কেহ কহে শাখা বড় টাকা দুই তিন। মায়্যে ঘরে কিসের মাতন সারাদিন॥ ডাকে দেত মর্দ্দকে মারিয়া দেকু ধাকা। দুর্গা বলে দূর হকু লয়ে যাকু শাখা॥ শৈলসুতা শিলের উপর রাখি হাত। নির্ভরে নির্ঘাত নোড়া মারিবার সাত॥ গুড়া হয়ে গেল নোড়া গায় হল ঘর্ম্ম। শঙ্খে না লাগিল দাগ শঙ্করের কর্ম্ম॥ বড় বড় পাথরে কাছাড়

মারে লয়ে। বিস্তর প্রস্তর গেল চুরমার হয়ে॥ ধলে কর্ম্ম বাকা হল শাখা হল যম। কুঠারে কাটিতে কর করিল উদ্যম॥ মাধব শাখারি মানা করে পুনঃ পুনঃ। লাগে নাহি যেন রক্ত শঙ্খপরি শুন॥ ডরপায়ে ডাকাতি বলিবে লোকে মোকে। সঙ্কটে পড়িনু ভাল শঙ্খ দিয়া তোকে॥ নলোপত্ত করে তাঁরে হাতে পায় ধরে। মেনকাদি মায়্যে সব মহাঃ নতি করে॥ রয় নাই কার কথা কয় বিপরীত। পর্ব্বতের পুরে ভাল পর্ব্ব উপস্থিত॥ হাস্য গোল হল হৈমবতী পায় লাজ। পাকতী পদ্মারে কয় ভাল নয় কায॥ কপালের কথা তায় কিবা করা যায়। নয় নিজ নাথ হয় কি করি উপায়॥ কুতূহলে পদ্মা বলে নিজমুর্ত্তি ধর। প্রাণনাথে জানি প্রেম আলিঙ্গন কর॥ উগ্র বিনা উগ্র মূর্ত্তি অগ্রে কর স্থির। মরিয়া যাবেক হলে মানুষ শরীর॥ দেখাইল প্রভা দেবী দাসীর বচনে। ঘর্ঘর নাদিনী ঘোর জিনি আভা ঘনে॥ যশমন্ত সিংহে দয়া কর হর বধূ। রচে কবি অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু॥

গৌরী মহাকালী হয়, বিকট দশনচয়, ঘোর রূপা করাল বদনা॥ চতুর্ভুজা মুক্ত কেশে, মাট্টহাসি মুখদেশে, লহ লহ আলোল রসনা॥ খড়্গ খট্ট বামকরে, দক্ষে বরা ভয় ধরে, গলে দোলে নরশীর মালা। প্রভাত কালের রবি, জিনিয়া লোচন ছবি, ভয়ঙ্করী দিগম্বরী বালা। শ্রুতিমূলে দোলে শব, মহাভয়ঙ্কর রব, কটিতটে কাঞ্চী নর করে। শবমাংস করে গ্রাস, ত্রিভুবন পায় ত্রাস, স্তুতি করে বিরিঞ্চি অম্বরে। রক্তবৃষ্টি উল্কাপাত, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প অম্বর নির্ঘোষ। নাসাপুটে ছুটে ঝড়, ঘন দন্ত কড় মড়, দেখিয়া মাধব পরিতোষ॥ ছাড়িয়া মাধব মুর্ত্তি, শিব শব রূপে স্ফূর্ত্তি, কালি পদে পড়ে মহাকালে।

তুষ্ট হল ত্রিভুবন, স্তুতি করে দেবগণ, নারদ আইলা হেন কালে।। হরিদাস হয়ে নতি, স্তুতি করে মহামতি, পুর্ব্বরূপ হৈল দুই জন। সে দিন শ্বশুরাগারে, রহিলা স্ব পরিবারে, শাশুড়ীর রন্ধনে ভোজন।।

গঙ্গাজল দিয়া স্থল কামিনী করিল। তিনখানি রত্ন পীঠ রূপসী রাখিল।। কন্যাপুত্র দুদিগে পর্ব্বত মধ্য ভাগে গৌরীকে গৌরব করি দিয়াইল আগে।। যত্ন করি জনক জননী দুইজন। পার্ব্বতীরে পুর্ণ করি করান ভোজন।। পশ্চাতে পর্ব্বত লয়ে মৈনাক নন্দন। গৃহস্থ গৌরীর বাপ করিল ভোজন।। দাস দাসী সকলে সকল দিয়া পিছু। চাছে পুছে খায় রাণী রাখে ছিল কিছু।। অতঃপর পায় পতি প্রণমিয়া হরে। বিশাই বিষাদ ভাবি অভিমান করে শিল্পকর্ম্মে সকল দেবকে দিলে ভার। দোষ না দেখিয়া দূর কৈলা অধিকার। জগন্মাতা যদি মোর না পরিলা শঙ্খ। অবনী ভরিয়া হল আমার কলঙ্ক।। মেনকা নন্দিনী মোরে মনে না করিবা। যাকু মোর জীবন জীবার সাধ কিবা।। ত্রিলোচন তারে কন তুমি জান সার। ত্রিপুরার তাপে মরি শুন কথা তার।। বাগদিনী বেশে মূষে গণেশ জননী। শাখারি হইয়া শোধ করেছি অমনি।। ক্ষেপা হয় ভ্রূভঙ্গেতে ভুবন ভুলিয়া। ভুলাইবে বাপা তুমি তাঁরে শঙ্খ দিয়া।। অধিকার তোমার থাকুক অতঃপর। কাঁচলি নির্ম্মাণ কর কামিলা সুন্দর।। কয়ে দিল কপর্দ্দী কুচের পরিমাণ। তুষ্ট হয়ে তবে কৈল তেমতি নির্ম্মাণ।। চতুর্দ্দশ পুরী চিত্র বসনে সকল। পুর্ব্বাপর শোভা করে উদয়াস্তাচল।। সোমসূর্য্য উভয় উদয় হৈল তায়। তার মাঝে বিরাজে ত্রিলোক সম্মুদায়।। শক্রধনু সহ মেঘ মিলে সৌদামিনী। বৃন্দাবনে লীলা খেলা সহিত গোপিনী।

কালিন্দীর কুলে কত কৈল তরুলতা। নানাজাতি পুষ্পের নির্ম্মাণ হৈল তথা॥ ভ্রমর ভ্রমরী বুলে ফুলে মধু খায়। মন্দং হেলে গন্ধমাদনের বায়॥ সকল বৃক্ষের শাখা ফলে শোভা পায়। লক্ষ লক্ষ পক্ষ বৃক্ষ ডালে কত তায়॥ রাধাকৃষ্ণ রচে রাস মণ্ডলের মাঝে। যত গোপী তত কৃষ্ণ চতুর্দ্দিগে সাজে॥ হেম মাঝে মাঝে সাজে যেন মরকত। গোবিন্দ সহিত গোপী সাজিল তেমত॥ পরস্পর প্রেম করে প্রসারিয়া বাহু। শরতের শশী যেন গ্রাস করে রাহু অনঙ্গ তরঙ্গ অঙ্গ উলঙ্গ সকল॥ চুম্বনে চলিত হৈল চন্দন বিমল॥ অধরে উত্তমাকার তাম্বুলের রাগ। খঞ্জন লোচনে যেন অঞ্জনের দাগ। বর পুর্ণ কণ্ঠদেশে কার কর কুচে। কোথাও রমণী শ্রান্ত রস রাস ঘুচে॥ কৃষ্ণ কোলে কেহ শূন্য কেহ দিল ঠেষ। ঘর্ম্ম মুছে মুখচাঁদে কার বাঁধে কেশ॥ গোপীকৃষ্ণ গায় হাস্য হাস্য করি নাচে। বিপরীত রতি বিনির্ম্মিত কোথা আছে॥ স্বর্ণ সূত্র সূচে চিত্র রচে নানা মত। মাঝে মাঝে সাজে চুনি মণি মরকত॥ দীপ্ত দিব্য রত্ন আদি দীপকের প্রায়। দীপ্তি করে অন্ধকারে দীপে নাহি দায়। বিচিত্র কাঁচলি চিত্র করিয়া কামিলা। বন্দনা করিয়া মাথে বিশ্বনাথে দিলা॥ দেখি সুখি সদাশিব করি পুরস্কার। বিশাই বিদায় হল হয়ে নমস্কার॥ কাঁচলি পাঠায় শূলী শঙ্করীর ঠাঁই। দেখি দেখি শশীমুখী সুখে সীমা নাই॥ যশমন্ত সিংহে দয়া কর হর বধু॥ রচে কবি অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু॥

পদ্মাবতী পরাইল পৃষ্ঠে বাঁধি ডুরি। ঝল মল করে মণি মুকুতার ঝুরি॥ কাঁচলিতে কাঁচা সোণা কুচ গেল ঢাকা অবিকল শ্রীফল যুগল যেন পাকা। উচ্চ হয়ে রহিল কঠিন

কুচ দুটি। মদন মোহন মন বাধিবার খুটি। ত্রিভুবন শোভা তুচ্ছ কৈল উচ্চ কুচে। ভাবিলে ভকত জনে ভব ভয় ঘুচে মণি মুকুতার হার শোভে তার মাঝে। ভুবন ভুলিয়া গেল ভবানীর সাজে॥ চিরদিন হরগৌরী ঐক্য দুই জনে। পরস্পর প্রেম আলিঙ্গন হল মনে॥ হাসি হাসি দাসীকে পার্ব্বতী দিলা পান। রতন মন্দিরে করে রমণের স্থান॥ সুবর্ণের সামার্জ্জনী করে সুমার্জ্জন। গঙ্গাজলে গুলে ফেলে কুঙ্কম চন্দন॥ পরাজিত পুষ্পাদি প্রচুর ফেলে তায় মল্লিকা মালতী জাতী যুথী ঢালা ধায়॥ পুষ্প ঝারা বাঁধে সারা সাজাইল ঘর। বিচিত্র বিছান রত্ন বেদির উপর॥ রতন পর্য্যঙ্ক চিত্র বসন মণ্ডিত। রমণ করিবে যাতে রমণ পণ্ডিত॥ যত্ন করি চারি খুটে বাধে রত্নডুরি॥ ঝলমল করে তায় হেম ঝাপা ঝুরি॥ দুইদিগে বিচিত্র বালিশ দিয়া তায় ধুপাবলি রাখিল সকল ঝরকায়॥ তাকে তাকে রাখে রত্ন দীপ শারি শারি। পুণ্যগন্ধে আমোদিত করিল আগারি বিনোদ মন্দিরে শয্যা বিনোদ করিয়া। শিবকে সঙ্কেত কৈল শয়ন লাগিয়া॥ মহেশ প্রবেশ করে শয়ন নিলয়। দুর্গার কারণে দ্বারপালে চায়ে রয়॥

দর্পণ অর্পণ করে অর্পণার করে। দুই দিগে দুদাসী দুর্গার বেশ করে॥ বসন ভুষণ সব পরিছেন আগে। কেবল শৃঙ্গার বেশ করে শেষ ভাগে॥ কুঙ্কুমে চর্চ্চিত করি শ্রীমুখ মণ্ডল। সুন্দর করিয়া দিল সিন্দুর কজ্জল॥ খোপায় বাঁধিল চাঁপা ঝাঁপার সহিত। মোহন মল্লিকা মালা মস্তক মণ্ডিত কুন্দের কর্ণিকা দিল কর্ণের উপর। গলে দিল গড়ে মালা বেড়ি তিন থর॥ মধ্যগতা মল্লিকা মাধবী লতা পাশে। ভ্রমর ভ্রমরী কত ভ্রমে যার বাসে॥ সুগন্ধ চন্দনে সারে অঙ্গ বিলেপন। পুষ্পরসে সুবাসিত করিল বসন॥ যেই

বেশে মহেশে মোহিলা শঙ্খ পরি। যুক্তারিতে চলে নাথে সেই বেশ ধরি ॥ সুবর্ণ নির্ম্মিত ঝারি সহচরী হাতে। ঝল মল করি ঝাঁটে পায় প্রাণনাথে ॥ হাতে ধরি বাতাস করি বসাইলা হর। দুয়ারে কপাট দিয়া দাসী গেল ঘর ॥ যেন রাস মণ্ডপে গোবিন্দ রাধা পায়ে। প্রেম আলিঙ্গন করে মুখ মধু খায়ে ॥ যেমন জানকী লয়ে রাম রঘুবর। সাবিত্রী সরিতা যেন শচী পুরন্দর ॥ কঙ্কণের ঝনৎকার নূপুর নিস্বন রসাল কিঙ্কিণী পুনঃ বাজে রণ রণ ॥ পার্ব্বতীর পূর্ব্ব পর্ব্ব পড়ে গেল মনে। রসিকা রহস্য করে রসিকের সনে ॥ বাগ্দিনী বেশে কুল কৈনু তোমা যবে। সেই সই হই সয়া ক্ষম দোষ তবে ॥ তার পরে যদি মোরে তুমি আজ্ঞা কর। নানা রূপে পারি আমি রমণ সমর। মাধব মোহিনী হয়ে মোহিলা তোমায়। তুমি বল তাহা হয়ে তুষি অভিপ্রায়। আর শেষে কোঁচনীকে ভাল ভালবাসা তব। শচী সীতা রাধা কহ তাহা আমি হব ॥ হাসিয়া বলিল হর হল ক্ষমা দোষ। বাগ্দিনী বেশে আগে কর পরিতোষ। পশুপতি অনুমতি পায়ে মহামায়া। সেইরূপ বাগ্দিনী হল সেই কায়া ॥

বিমলা বন্দিয়া হরে, বাগ্দিনী বেশ ধরে, পূর্ব্বরূপ সকলি লক্ষণ। দর্শনে বিজলী যেন, গজেন্দ্র গমনে হেন, বলে বাণী বল্লকী যেমন ॥ দুহাতে দুগাছি মাঠে, কাপড় পরেছে আঁটে, খাট করে হাঁটুর উপর। গলায় রসের কাটী, হিঙ্গুলের পলাকাটি, পুঁতি বেড়ে সাজিছে সুন্দর অঞ্জন রঞ্জিত আঁখি, গঞ্জন খঞ্জন পাখি, সুললিত নাকে নাকচোনা। নবীন নীরদ দেহ, তরুণ নিন্দিত সেহ, রূপে আল কৈল কালসোণা ॥ ভুবন মোহন খোপা, ঝুঁদি সাল্ল কের থোবা, পাটেয় পাড়ি পরেছে সিন্দুর। কমল কলিকা কুচ, বুকেতে হয়েছে উচ, কদম্ব কুসুম কর্ণপুর ॥ পিত্তলের

ঝই পায়, যাবক রঞ্জিত তায়, পিত্তল অঙ্গুরী করাঙ্গুলী। সুধু অঙ্গ সুধাময়, অনঙ্গ তরঙ্গ বয়, মহামেঘে যেমত বিজুলী ॥ রাম রম্ভা সম উরু, নিতম্ব যুগল গুরু, কৃশ কটি জ্বকাম কামান। হাসিয়া লজ্জার ভর, হানিল কটাক্ষ শর হর মন হরিল নিদান ॥ মহেশ মোহিত হন, সয়া বলে সম্ভাষণ, করি পড়ে প্রভু পদতলে। ভোলানাথ ভুলে যায়, আইস সই বলি তায়, কোলে বসাইল কুতুহলে ॥

কামরিপু কামুখ কামিনী কোলে করি। কৈল কাম দীপ্তিমান শাস্ত্রমত ধরি ॥ গঙ্গাধর ললাটাক্ষ কক্ষ বক্ষতায় পঞ্চানন চুম্বন করিল সমুদায় ॥ করিয়া কঠিন কুচে কঠিন মর্দ্দন। বুকে করি দৃঢ় ধরি দিলা আলিঙ্গন ॥ আপাদ মস্তকে করে হস্তক তেমন। জানিল যুবতী জনে জানিল মদন শশী যেন গ্রাসে রাহু বেড়ে বেড়ে ধরে। নির্ঘাত ষোড়শ বন্ধ নির্দ্দয় নির্ভরে ॥ যদংশেতে পুরুষ প্রকৃতি ত্রিভুবন। পূর্ণব্রহ্ম বিহার বর্ণিবে কোন জন ॥ যোগ মায়া বিস্তার করিয়া সেই রতি। নানা রূপে রমণ করান নিজপতি ॥ ক্রীড়া কৌতুকের কথা কি কব বিশেষ। আত্মারাম রমণে রজনী হৈল শেষ ॥ কোকিল কুক্কুট ডাকে কত পক্ষী আর। মধু মক্ষিকার রব ভ্রমর ঝঙ্কার ॥ অরুণ উদয় কৈল হৈল সুপ্রভাত। বিমলারে যাতে ঘরে বলে বিশ্বনাথ ॥ দশমী দিবস ভাল আর রব নাই। বিজয়া বিজয়া কর জন নীর ঠাঁই ॥

শুনিয়া ভবের বাণী ভবানী তখন। জননীর নিকটেতে করিলা গমন ॥ কহিছেন মায় মহামায়া মৃদুভাষে। বিদায় করহ মাতা যাইব কৈলাসে ॥ অকস্মাৎ উমা বাক্য শুনি গিরিরাণী। অচেতন হইলেন নাহি স্বরে বাণী ॥ চেতন পাইয়া রাণী উমা কোলে করি। অভিষেকে আঁখিনীরে

পুর্ব্ব কথা স্মরি ।দুঃখিনীরে ত্যজে কোথা যাবে গো অভয়া পাষাণ পাষাণ কন্যা তাই নাহি দয়া ॥ তোমার বিহনে হেরি শূন্য ত্রিভুবন। কেমনে যাইবে বধে মায়ের জীবন ॥ এতবলি পাগলিনী প্রায় গিরিরাণী। গিরির নিকটে কহে যোড় করি পাণি ॥ তারা পতি লয়ে যাবে নয়নের তারা প্রাণ তারা বিনে প্রাণে হইতেছি সারা ॥ গিরি কহে প্রাণ তারা ছাড়াহবে নাকি। তারা হারা হয়ে মোরা কিরূপেতে থাকি ॥ এতবলি দোঁহে গিয়া শঙ্করী সদন। অনিমেসে তারার রূপ করে দরশন ॥ হেরিয়া লাবণ্য নিন্দা অচল মহিলা। স্নেহেতে রাণীর মন অমনি মহিলা ॥ পরাণ থাকিতে উমা না দিব বিদায়। তবে যদি যেতে চাহ বধে যাহ মায় ॥ এরূপে অনেক খেদ করি গিরিরাণী। সাজাইয়া উমা ধনে দিলেন মেলানি ॥ এথানে ঈষান ডাকি নন্দি বীরবরে। আজ্ঞা দিলা যাত্রা হেতু সাজহ সত্বরে ॥ আজ্ঞা পায়ে নন্দি ধায়ে সত্বর হইয়া। সাজায় সিংহের রথ যোগায় আনিয়া ॥ মাতা পিতা পদে মাতা করি নমস্কার। বিনয় বচনে মন তুষিয়া সবার ॥করি অরি পৃষ্ঠপরি করি আরোহণ। মহাসুখে করিলেন কৈলাসে গমন। বিভু সনে একাসনে শোভা অপরূপ। তুলনায় তুল্য নাই হাহাঁর স্বরূপ ॥ হেরিয়া যুগল রূপ ভক্ত বৃন্দগণ। জয় জয় শব্দ করি পুরিল গগণ ॥

সমাপ্তঃ।